**:উপন্যাসঃ**

**"উদভ্রান্ত প্রেম"**

**লেখক,কমলকান্ত রায় তালুকদার**

**পর্বঃ১**

**১৯৭৯ সালে মাত্র পঞ্চম শ্রেণী পাশের পর পরই ধীকান্ত রায়কে গ্রামের বাড়ি সুনামগঞ্জ জেলার অন্তর্গত  ধর্মপাশা উপজেলার বাখরপুর ছাড়তে হলো।তার মামার বাড়ি নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ থানার রামপাশায়।তার মামার বাড়ির পাশেই খুরশীমূল উচ্চ বিদ্যালয়।সে বিদ্যালয়েই ধীকান্ত ৬ষ্ট শ্রেণীতে ভর্তি হয়।তখন থেকেই তার অনেকটা প্রবাস জীবন শুরু হয়েছিল। তার একটা বড় কারন, তখন তাদের গ্রামের আশে-পাশে দশ-বার কিলোমিটারের মধ্যে কোথাও কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল না।**

**বড়দা রতিকান্ত দাদা বি,এস,সি পাশ করেছিলেন সত্তরের দশকে বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে লজিং ও ছাত্র হোষ্টেলে থেকে।বড়দা বি,এস,সি পাশের পর ঢাকায় আর্ট কলেজে ভর্তি হন।মেজদা প্রীতিকান্ত ও সেজদা শ্রীকান্ত সবাইকে পড়া-লেখা করতে বাড়ির বাইরে যেতে হয়েছিল। তখন পরিবারের সবাই চেয়েছিল ধীকান্তের বড়দার কবে চাকুরী হবে।বাড়ির সবার মুখে আনন্দের হাসি ফুটে উঠবে।সেদিনটির জন্য সবাই অপেক্ষা করছিল।মানুষ ভাবে এক কিন্তু হয় আরেক।ধীকান্তের বাবা ডাঃরমনীকান্ত রায় ও মা অঞ্জলি রায়।গ্রাম্য ডাক্তার রমনীকান্ত রায়ের চার ছেলে রতিকান্ত রায়,প্রীতিকান্ত রায়,শ্রীকান্ত রায়,ধীকান্ত রায় আর এক মেয়ে অনিতা রায়।ধীকান্ত তাদের সর্বকনিষ্ঠ।কিন্তু এ আনন্দময় সংসারে বড়ছেলের দুরারোগ্য ব্যাধি দেখা দেয়ায় এ সংসারে  দেখা দেয় দুঃখের অমানিশা।**

**ধীকান্তের আজও মনে পড়ে সেদিনটির কথা যেদিন তার বড়দা ঢাকা আর্ট কলেজ থেকে অনেকদিন পড়ে বাড়ি ফিরেছিলেন।তাঁর হাতে ছিল কালো একটি ব্রিফক্যাস।তাঁর পড়নে ছিল ঘিয়ে রঙ্গের প্যান্ট ও সাদা শার্ট।সেদিন ধীকান্ত ঘুর্ণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি তাঁর বড়দার গোঁফ ভর্তি ভার মুখের আঁড়ালে মারাত্বক  দুরারোগ্য ক্যান্সার ব্যাধিতে বাসা বেঁধেছিল।তখন ধীকান্ত ছিল মাত্র তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র।ধীকান্তের ছেলেবেলার একমাত্র বন্ধু ছিল তার বড়দা।বড়দার আর্টের লেখা দিয়েই ধীকান্তের শিক্ষা জীবনের হাতেকড়ি হয়েছিল।কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এই দুরারোগ্য ক্যান্সার ব্যাধিই ধীকান্ত কিশোর বয়সেই তার বড়দাকে চিরদিনের জন্য হারিয়েছিল।আর এমনি দূর্ভাগ্যের মধ্য দিয়েই ধীকান্ত তার জীবনের পথ পরিক্রমা শুরু করেছিল।**

**পর্বঃ২**

**আজ ধীকান্ত তার বাবার সংঙ্গে মামার বাড়ি যাবে।সকাল থেকে তার মনে খুব একটা স্বস্থি নেই।মাকে ছেড়ে বাড়ির বাইরে থাকার অভ্যাস নেই।তবে তার একমাত্র বড় বোন অনিতা দিদি তার সংঙ্গেই থাকবে।সন্ধ্যায় ধীকান্ত তার বাবার সংঙ্গে তার মামার বাড়ি রামপাশায় পৌঁছে।পরদিন সকালে ১০ই জানুয়ারি ১৯৮০ ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবারে ধীকান্ত তার দিদি অনিতার সংঙ্গে খুরশীমুল উচ্চ বিদ্যালয়ে ৬ষ্ট শ্রেণীতে ভর্তি হয়।এই স্কুলেই ধীকান্তের দিদি ১০ম শ্রেণীতে পড়ছে।**

**মামার বাড়িতে ধীকান্তের একমাত্র দিদা সারদা রাণী তালুকদার ছাড়া আর কেউ নেই।ধীকান্তের আপন কোন মামা বা মাসি নেই।তার দাদুভাই লাবন্য তালুকদারের একমাত্র মেয়ে সন্তানই তার মা।তার দাদুভাই সরকারী চাকুরী করতেন।তার দাদুভাইকে পাক-বাহিনী ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল।**

**স্কুলে সহপাঠীদের মধ্যে বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী তার ভাল বন্ধু।বড়বোন অনিতা দিদির বান্ধবী ও সহপাঠিনী রমা চক্রবর্তী ও শংকরী চক্রবর্তীর ছোট ভাই বিষ্ণুপদ।স্কুলের পাশেই চক্রবর্তীদের বাড়ি।স্কুলের বিরতির সময়টা বিরাট বাগান বাড়িতে বন্ধু বিষ্ণুকে নিয়ে সময়টা অনায়াসে কেটে যেতো।বিষ্ণুদের বাগান বাড়িতে প্রায় ছয় ঋতুর নানা রকম ফল খেতে তাদের বন্ধুত্ব জমে উঠতে।বিষ্ণুপদ বেশী কথা বলতো।ধীকান্তের বেশ ভাল লাগত।কিন্তু যেদিন বিষ্ণুপদ জানাল তাদের পরিবারের জেটু,কাকুরা কলকাতায় চলে গেছে,তারাও চলে যাবে।যেদিন ধীকান্ত জানতে পারলো তার সহপাঠী বিষ্ণুপদও তাকে ছেড়ে কলকাতা চলে যাবে সেদিন তার মন ভীষণ খারাপ হয়েছিল।**

**প্রায়শই স্কুল ছুটি হলেও বিষ্ণুপদ বন্ধুর সংঙ্গে অনেকটা সময় কাটিয়ে ধীকান্ত মামার বাড়ি যেত।স্কুলে সব শিক্ষকই ধীকান্তকে আদর করতো।তার একটা বড় কারন ছিল ধীকান্তের বড়দা,মেজদা,সেজদা সবাই এ স্কুলেই পড়াশুনা করেছিল।ধীকান্তের বড়দা রতিকান্ত রায় এ স্কুলের একজন নামকরা মেধাবী ছাত্র ছিল।**

**স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে কাজল দেব,ফটিক চক্রবর্তী,আব্দুল বারী, নরেশ সরকার বি,এস,সি স্যার এমন কি স্কুলের প্রধান শিক্ষক শামসুল ইসলাম স্যারের মুখে বড়দা রতিকান্ত দাদার প্রশংসার কথা শুনলে ধীকান্তের চোখে মাঝে মাঝে জল আসতো।আবার বড়দার প্রশংসা থেকে ধীকান্ত অনুপ্রেরণাও পেত।জীবনে বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখতো।**

**পর্বঃ৩**

**ধীকান্তের বড়দা রতিকান্তের মৃত্যুর পর থেকে তাদের পারিবারিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে পড়ে।পরিবারের প্রথম সন্তানের অকাল মৃত্যুতে ধীকান্তের মা-বাবার শরীর মন ভেঙ্গে পরে।ধীকান্তও সেই তৃতীয় শ্রেণীতে পড়া ছেড়ে দিতে চেয়েছিল।তারপর তার মা,বাবা,মেজদা,সেজদা সবাই অনেক বুঝানুর পর ধীকান্ত পড়তে বসেছিল।**

**মাদ্রাজে চিকিৎসার খরচ চালাতে গিয়ে পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে।এদিকে দুই বছর ধরে ফসল হচ্ছে না।সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলা এক ফসলি এলাকা।তাই প্রতি বছর জমি বিক্রয় করে ধীকান্ত রায়ের রায় পরিবার এখন ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধীকান্তের জেঠাবাবুকে পরিবারের সিংহভাগ টাকা-পয়সা খরচ করে এম,বি,বি,এস পাশের পর সরকারী চাকুরীর পান।একান্নবর্তী পরিবারের আশা ও স্বপ্ন পুরনে সকলে নতুন উদ্যমে কাজ করে।কিন্তু ধীকান্তের জেঠাবাবু ডাঃ যামিনী রায়ের বিয়ের পর সকলের স্বপ্ন গুড়ে-বালি রুপ নেয়।জেঠাবাবুর বিয়ের কয়েক বছর পর তিনি ভারত চলে যান।সেখানে গিয়ে কয়েক বছর মেডিকেলে পড়ালেখা করেন।মাঝে মাঝে বাড়িতে এসে পড়ালেখার খরচ পাতি নিয়ে যান।ভারতের আসামের করিমগঞ্জ হাসপাতালে ধীকান্তের জেঠাবাবু ডাঃ যামিনীকান্ত রায়ের প্রথম পোষ্টিং হয়।চাকুরী লাভের কয়েকবছর পর জেঠাবাবু নিজের পরিবার নিয়ে নিজের নিয়মে সংসার চালাচ্ছেন।মাঝে মাঝে ধীকান্তের জেঠাবাবু বাংলাদেশে আসেন,নিজের ভাগের সম্পত্তি বিক্রির জন্যে।সম্পত্তি বিক্রি শেষ হলে জেঠাবাবু আবার তার চাকুরীস্থল করিমগঞ্জ হাসপাতালে চলে যান।**

**ধীকান্তের স্বপ্ন পুরনে তাকে যথার্থ মানুষ হতে হবে।১৯৮০ সালের ৪ঠা নভেম্বরের শেষাংশ।বেশ শীত পড়েছে।কুয়াশচ্ছন্ন দিন-রাত।এ সময়টা ধীকান্তের খুবই ভাল লাগে সামনের মাসেই ধীকান্তের বার্ষিক পরীক্ষা।ধীকান্তের মনটা তেমন ভাল নেই।ছয় মাস ধরে সে তার মাকে দেখেনি।মাকে কাছে পাওয়ার জন্যে সে অনেকটা ব্যাকুল হয়ে পড়েছে।পৌষ সংক্রান্তিতে বাড়িতে পাড়ার ছেলেদের নিয়ে শীতের পিঠা-পায়েশ খাওয়ার হৈ-হল্লোর দিনগুলো তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।এখানে স্কুলে লেখাপড়া বাড়িতে দিদির শাসন।এখানে পাড়ার সকল ছেলেদের সাথে মিশতে বারন করেছে।পরীক্ষা শেষ হলেই বাড়ি ফিরবে।ধীকান্তের আর যেন সহ্য হচ্ছে না।**

**নির্দিষ্ট সময়ে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে।কিন্তু তার অনিতা দিদির এস,এস,সি নির্বাচনী পরীক্ষার রেজাল্টের পর ফ্রম ফিলাপ।আর ফ্রম ফিলাপের পর কিছু দিনের জন্যে বাড়ি যাবে।**

**পর্বঃ৪**

**ধীকান্তের বড়দি অনিতা রায়ের এস,এস,সি পরীক্ষার ফ্রম ফিলাপের টাকা গতকাল দেয়া হয়েছে।আজ সে তার বাবার সংঙ্গে বাড়ি যাবে।আনন্দে তার যেন গতরাতে ঘুম আসছিল না।খুব সকালে তার ঘুম ভাঙ্গে।সকালের খাবার খেয়ে তারা রওয়ানা দেয়।তখনকার দিনে রামপাশা থেকে ধর্মপাশা আসার কোন রাস্তা ছিল না।জমির আল বরাবর রাস্তা।রাস্তার পাশের গ্রামগুলি দেখতে দেখতে বাবার সংঙ্গে পায়ে হেঁটে যাচ্ছে।ধর্মপাশা এসে তারা একটি মিষ্টির দোকানে ঢুকল।দোকানদার ধীকান্তকে বেশ কয়েক ধরনের মিষ্টি এনে দিলেন কিন্তু ধীকান্ত চামুচে হাত দিচ্ছে না।ধীকান্ত কেবল সন্দেশ খাবে।ধীকান্ত দোকানদারকে সে জানাল বাবার বেশী টাকা খরচ করতে সে রাজি নয়।তার কথায় সবাই হাসছিল।কিন্তু নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন কিশোর বালকের এ ভাবনাকে সত্যিই ভাবিয়ে তুলে।খরা,শিলাবৃষ্টি,প্রাকৃতিক দূর্যোগের এ হাওরবাসীর সন্তানের এ ভাবনায় তার বাবা গ্রাম্য ডাক্তার রমনীকান্ত রায়ের চোখ দিয়ে কয়েকফোঁটা নোনাজল অনায়াসেই বেরিয়ে পড়ে।**

**কিশোর বয়স থেকেই ধীকান্ত তাঁর বড়দার আদর্শেই মানুষ হতে চায়।তাঁর বড়দা রতিকান্তদা অবসরে ছবি আঁকতেন।কবিতা লেখতেন।মাটি,কাঠ দিয়ে স্থাপত্য শিল্প তৈরি করতেন।ধীকান্তের জীবনের একটা চাওয়া ছিল সেও তাঁর বড়দার মতো বড় হতে চায়।তাদের পারিবারিক একটা ছোটখাট লাইব্রেরী ছিল।ধীকান্ত পুত্র-পুত্রাধিক্রমে সে পারিবারিক  লাইব্রেরীর একনিষ্ট সেবক ও সাধক হয়ে ওঠে।কিশোর বয়স থেকেই তার মধ্যে এক সৃজনশীল প্রতিভার সৃষ্টি হয়।তার এ প্রতিভার জন্যে পরিবারের একজনের অনুপ্রেরণা পেত।সে তার সেজদা শ্রীকান্ত।তার স্বপ্নের বাস্তবায়নে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া দরকার।যখন সে মাত্র নবম শ্রেণীর ছাত্র তখন তার বাবা ধীকান্তের নাম রেজিষ্টেশন করার সময় তার পাল্টে নতুন নাম দেন।এ নামটি নাকি ধীকান্তের বড়দা রতিকান্তের রাখা নাম।কমলকান্ত রায়।৬ষ্ট শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সে মামার বাড়ির খুরশীমূল উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ে।প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত তার নাম সবাই ধীকান্ত বলেই চিনে।**

**বারবার ফসলহানির ফলে তাদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে পড়ে।অবশেষে কমলকান্ত রায়ের পড়ালেখা চালিয়ে যেতে পরিবারের পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়েছে।অতপর তাকে তার বাবার পিসির বাড়ি নেত্রকোনা জেলার আটপাড়া থানার মনশুরপুরে পাঠান।সেখানে নিশ্চিত পুর উচ্চ বিদ্যালয়ে সে নবম শ্রণীতে ভর্তি হয়।স্কুলটি বারহাট্রা উপজেলায়।তাই সে দীর্ঘ ৩ কিলোমিটার হেঁটে বিদ্যালয়ে যায়।ইতিমধ্যে কমলকান্তের মেজদা প্রীতিকান্ত রায় হোমিও ডিএইচএমএস ডিগ্রী লাভ করেন।এ বছরেই কমলকান্তের বাবা মেজছেলে ডাঃপ্রীতিকান্ত রায়কে  বিবাহ করান।আর কমলকান্তের মেজদার বিয়ের বছরে আবার শিলাবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হয়।পরিবারে আবার অভাব-অনটন দেখা দেয়।কমলকান্তের মেজদা তাকে লেখা-পড়া ছেড়ে দেওয়ার জন্যে বলে।**

**পর্বঃ৫**

**এখন থেকে পরিবারের সাহায্য ছাড়াই কমলকান্ত রায় প্রাইভেট পড়িয়ে তার পড়ালেখার খরচ চালিয়ে যাচ্ছে।পাড়ায় ১ম শ্রেণী থেকে শুরু করে ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সে প্রাইভেট পড়ায়।সে এখন অনেকের পরিচিত প্রাইভেট টিউটর।তাকে হেরে গেলে চলবে না।তার স্বপ্নের সিঁড়িপথ যতই কঠিন হোক তবুও তাকে এগিয়ে যেতেই হবে।**

**কমলকান্ত রায়ের মনশুরপুর গ্রামে লজিং যা তার আত্মীয় বাড়ি।কমলকান্ত রায় এর বাবার পিসাতভাই এর ভাইপোদের বাড়ি।গোপাল আর অভিমান্য।তারা দুই ভাই।গোপালদা বিয়ে করেছেন বারহাট্রার বীরপাগুলী গ্রামে।কমলকান্ত যখন ৯ম শ্রেণীর ১ম সাময়িক পরীক্ষা দেয় তখন গোপাল দাদার একটি ছেলে সন্তানের জন্ম হয়।তার নাম রাখা হয় গৌরাঙ্গ।গ্রামে প্রায় পঞ্চাশ ঘরের বসতি।অধিকাংশই কুড়ি সম্প্রদায়ের নিম্ন বর্ণের হিন্দু।দেশভাগের সময়ে অনেক হিন্দু ভারতে চলে গিয়েছে।সিঙ্গের বাড়ি নামক কয়েকঘর কায়স্থ সম্প্রদায়ের বাড়ি আছে।কমলকান্তের সহপাঠী রতন সরকার এ কায়স্থ বাড়ির ছেলে।রতন ও কমল দু'জন নবম শ্রেণী থেকে পরিচয়।রতনদের বাড়িতে প্রায় প্রত্যেক দিনই তার যাওয়া আসা।ক্রমে দু'জনের বন্ধুত্ব বেশ জমে ওঠে।রতন একজন ভাল কন্ঠশিল্পী।ভারতীয় শিল্পী মান্নাদের অনেক গান রতন ভালভাবে রপ্ত করেছে।রতনের গাওয়া গান শুনলে মনে হয় যেন মান্নাদের গানই  শুনছি।রতনের মেজভাই স্বপন সরকার নেত্রকোনা সরকারী কলেজে পড়ছে।স্বপনদাও কন্ঠশিল্পী।স্বপন সরকারের কাছেই কমলকান্তও গান শিখছে।কমলকান্তের কন্ঠ এত ভাল সে নিজেও জানে না।গ্রামের সকলেই কমল রতনের বন্ধুত্ব খুশী।**

**এ গ্রামের পাশে বেশ কয়েকটি  গ্রাম।এ গ্রামগুলি থেকে অগনিত শিক্ষার্থী নিশ্চিন্তপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে।বিদ্যালয়টির অবস্থান বারহাট্রা উপজেলা অথচ এ গ্রামগুলি আটপাড়া উপজেলায়। শিমুলতলা,পিয়াজকান্দি,নারাচাতল,আমগোয়াইল পাশাপাশি গ্রাম।আমগোয়াইল সবচেয়ে বড় গ্রাম।এ গ্রামের উওর অর্ধেক বারহাট্রা উপজেলায় বাকী দক্ষিন অর্ধেক আটপাড়া উপজেলায়।আশির দশকে আটপাড়া উপজেলা থেকে বারহাট্রা উপজেলার দীর্ঘ ২০ কিলোমিটার পথই ছিল কাচা রাস্থা।নিশ্চিত পুর থেকে বারহাট্রা মাঝে মধ্যে দু'একটা রিস্কা চলতো।অধিকাংশ মানুষ পায়ে হেঁটে চলতো।তখন বীরপাগুলী উওরে কাশিয়াকাপন হয়ে একটি রাস্তা বারহাট্রার সংঙ্গে যোগাযোগ ছিল।কবি নির্মলেন্দু গুন পরিচিতি লাভের পর তিনি তার জন্মভুমির নাম রাখেন কাশবন।সেই থেকে কাশিয়াকাপন নাম কাশবন হয়েছে।বারহাট্রা রেলপথ ব্রিটিশ পিরিয়ডের হলেও আশির দশকে কাশবনের রাস্তটিই ছিল আধাপাকা-আধাকাঁচা।**

**যশমাধব গ্রামের তরুন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব রেজবী ভাইয়ের নেতৃত্বে বারহাট্রা থেকে আটপাড়ার রাস্তা ইট সলিং এর কাজ শুরু হয় নব্বইয়ের শুরুতে।**

**দীর্ঘ ৫ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে তার এস,এস,সি পরীক্ষা দিতে হবে জেনে তার বারহাট্রার মামা কমলকান্তকে খবর পাঠান সে যেন বারহাট্রা থেকেই পরীক্ষা দেয়।**

**জীবন যুদ্ধের একটি বেশ বড় ধাপ এস,এস,সি পরীক্ষা।আগামী ১০/০৩/১৯৮৭ ইং তাকে বারহাট্রা সি,কে,পি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে সে এস,এস,সি পরীক্ষা দেবে।তার পরীক্ষার ফ্রম ফিলাপ শেষ।তার পড়ালেখা কষ্ট করে চালাচ্ছে।সে প্রাইভেট পড়িয়ে যে পরিমান টাকা পায় তাতে দিব্যি চলে যাচ্ছে।সে তার মা-বাবাকে জানিয়েছে পরীক্ষার জন্যে তাকে কেউ সাহায্য করতে হবে না।নিশ্চিন্ত পুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু চন্দন দেবনাথ এস,এস,সি বিদায় অনুষ্টানের ভাষনে কমলকান্ত রায়ের নির্বাচনী পরীক্ষার ফলাফলের প্রসংশা করেন।তিনি আরো আশাবাদ ব্যক্ত  করে বিদায় অনুষ্টানের সভায় কমলকান্ত রায়,গৌরী রাণী জোয়ারদার,দেবী রাণী জোয়ারদার,ছবি রাণী জোয়ারদার,নজরুল ইসলাম,হেলাল আহমদ ও খোকনের মেধাতালিকায় শিক্ষার্থীদের জন্যে সকলকে আরো আশীর্বাদ করার আহব্বান জানান।**

**প্রায় ৪ কিলোমিটার কাঁচা**

**কমলকান্ত রায় এর মা-এর মামাতো ভাই ডাঃনগেন্দ্র কিশোর সরকারের বারহাট্রার বাসভবন 'তৃপ্তি নিকেতন' এ থেকে সে পরীক্ষা দিবে।কমলকান্ত রায়ের মামার বাসাটি বারহাট্রা সি,কে,পি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনের ডাকবাংলা এর পশ্চিম সংলগ্ন।**

**পর্বঃ৬**

**এস,এস,সি,পরীক্ষা যথা সময়ে শেষ করে কমলকান্ত রায় তার নিজের গ্রামে চলে আসে।কিছুতেই তার কোন কাজে মন বসছে না।বাড়ির লোকজন বলাবলি করছে সে পরীক্ষা পাশ করুক বা না করুক এখানেই তার লেখাপড়ার ইতি টানতে হবে।হায়রে নিয়তি,সে তো বড়ই নিষ্টুর কারিগর।সে নিয়তির কাছে আজ বুঝি কমলকে হারতে হবে।সকাল থেকে কমল পারিবারিক গৃহস্থালি কাজে ব্যাস্ত থাকে।কাজের লোকের মতই অনেক কাজকর্ম করা তার পক্ষে কঠিন হলেও চালিয়ে যেতে হবে।সন্ধ্যায় মার ঘরে খানিক্ষন কাটালো।বাবা রামপাশায় চলে গেছেন।মার সম্পত্তির কিছু অংশ বিক্রয়ের আলাপ চলছে।দু'বছর হলো কমলের মেজদা বিয়ে করেছে।বউ এতোবড় সংসারের ঘানী টানতে রাজি নয়।তার ভাগে কয়েক কিয়ার সম্পত্তি নিয়ে নিজের নিয়মে নতুন সংসারে মন দেন তিনি।তার ডিএইসএমএস হোমিও ডাক্তারী সার্টিফিকেট পাওয়ার পর তার বউয়ের নামে'সেতু হোমিও হল'ডিসপেনসারী খুলেন।বাবার গ্রাম্য ডাক্তারীর পরিচয়ের বদৌলতে তার ডাক্তারী সহজেই পরিচিতি লাভ করে।**

**কমলকান্ত রায়ের মামা ডাঃনগেন্দ্র কিশোর সরকার বারহাট্রা থেকে খবর পাঠান সে প্রথম স্থানে বারহাট্রা সি,কে,পি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এস,এস,সি পরীক্ষায় পাশ করেছে।কিন্তু এ আনন্দে কারো সাড়া নেই।কারন পরিবারের এ দারিদ্র্যের নিম্নসীমা অবস্হানে তার এ রেজাল্টে কারো কোন ভ্রুক্ষেপ নেই।বড়বোন অনিতা এক বিষয়ে এস,এস,সি পরীক্ষায় ফেল করার পর চার বছর অতিবাহিত হলো ভাল একটা সমন্ধও আসছে না।বাবার গ্রামের হাতুরে ডাক্তারীতে সংসারের চাকা ঘুরছে না।সম্পত্তি বিক্রি করেও বিয়ে দেবার পরিকল্পনাটা আসতেই মেজ ছেলে পৃথক সংসার পেতেছে।কমলকান্তের জন্মের একযুগ পরে তার আর একটি ছোট বোনের জন্ম হয়েছিল।তার নাম রাখা হয় ববিতা।ববিতা যখন ৩য় শ্রেণীতে পড়ে কমলকান্ত রায়ের বড় বোন অনিতার বিয়ে হয় মল্লিকপুরের এক বড় একান্নবর্তী পরিবারে।**

**১৯৮৮ সালে বেশ বড় বন্যা হয়।সারাদেশে বন্যার ফলে দেশের মেরুদন্ড ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম দেখা দেয়।বাংলাদেশ স্বাধীনের পর এই প্রথম রাষ্টপতি শাসিত সরকারের হাতে দায়িত্ব নেস্ত ছিল।লেপ্টেন্যান্ট জেনালের এইস,এম এরশাদ রাষ্টপতি আব্দুস সাত্তারকে বন্দুকের নলের ভয় দেখিয়ে ক্ষমতায় আসেন।সৈরাচার এরশাদকে হটানোর জন্য রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি ১৯৮৮ সালের বন্যা এসে যোগদেয়।**

**কমলকে তার মাসির বাড়ি মোহনগঞ্জ উপজেলার বিরামপুর ইউনিয়নের ভারেরা গ্রামের বাড়িতে থেকে মোহনগঞ্জ ডিগ্রী কলেজে পড়াশুনা করার নতুন লজিং হয়েছে।তার মশাতভাই সুবোধ মেজদার ইচ্ছায় কমলকান্ত রায় ভারেরা গ্রামে থেকে মোহনগঞ্জ ডিগ্রী কলেজে ইন্টামিডিয়েটে পড়বে।**

**পর্বঃ৭**

**কমলকান্ত রায় যখন ভারেরায় থেকে**

**মোহনগঞ্জ ডিগ্রী কলেজে ইন্টামিডিয়েটে পড়ছে তখন তার জীবনের সোনালী সময়ের শুরু হয় নি।কিছু স্বপ্ন আর প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে তার এগিয়ে যাওয়া।এখানে গ্রামের বাড়িতে কোন প্রাইভেট নেই বললেই চলে।পায়ে হেঁটে কলেজে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই।মাঝে মধ্যে মাসির বাড়ির গৃহস্থালি নানা কাজে তাকে কলেজ কামাই করাটা ছিল খুবই স্বাভাবিক।মাসির পাঁচ ছেলে ও চার মেয়ে।চার ছেলে সরকারী চাকুরী জীবি।তার মেসু সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক।তিন মেয়ের ইতিপূর্বে বিবাহ হয়েছে।কমলের ছোট মাশতুত ভাই সাধন ও ছোট বোন বাণীকে পড়ালেখার দায়িত্ব নিতে হয়েছিল তাকেই।যে আশা নিয়ে কমল তার মাসির বাড়িতে এসেছিল,পড়ালেখা করবে,বড় হবে কিন্তু তার সে আশা পুরনে সে যথার্থভাবে কাজ করতে পারছে না।কোথাও যেন স্বস্থি পাচ্ছে না।প্রতিদিন দীর্ঘ পাঁচ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে কলেজে যাওয়া-আসা করা কমলের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।তার মাসির মেজছেলে সুবোধদা নালিতাবাড়ি থানার পুলিশের বড়কর্তা।পুজার ছুটিতে বাড়ি এসেছেন।কমলকে তার উদ্যোগেই লজিং দেয়া হয়েছে।সুবোধ দাদার বিয়েতে যৌতূক হিসেবে পাওয়া বাই-সাইকেলটি কমল ও সাধনকে দেয়া হলো।দু'জন পালাক্রমে স্কুলে ও কলেজে যাবে।ভালই হলো এখন থেকে দু'জনে স্কুল-কলেজে যাওয়ার একটা সহজ সুযোগ হলো।দু'জনেই মন থেকে মেজদাকে ধন্যবাদ জানালো।কমলের কন্ঠস্বর অত্যন্ত ভাল,কিন্তু কোন শিল্পকলা একাডেমীতে ভর্তি হয়ে গান শেখার ইচ্ছাটা তার চিরদিনের।কমলের আজ ১ম বর্ষের একাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা শেষ হয়েছে।তাই আজ অনেকটা হালকা লাগছে।পাশের বাড়িতে আজ সন্ধ্যা বেলা ভাই বন্ধু সাধনের সাথে বেড়াতে যাবে।তার মাসির দুর ঘরের দেবরের কণ্যা পল্লবী গান শিখছে।তার গান শুনা হয় দূর থেকে।আজ কাছে থেকে গান শুনার ডাক এসেছে।তাই কমলকান্ত রায়ের মনে কেমন একটা খোলা জানালার হাতছানি।কেন এমন হচ্ছে সে নিজেই জানে না।প্রতিদিন সকালে মুখ ধুয়া,স্নান করার সময় পল্লবী কমলকান্তের পড়ার ঘরের জানালার পাশ দিয়ে যায়।এক বছর ধরে যাওয়া-আসা অথচ দু'জনের মধ্যে কোন কথা হয়নি।কথা হয়ে ওঠেনি।আজ হঠাৎ কথা বলার ইচ্ছে হচ্ছে কেন?এ প্রশ্নের উওর কেন সে জানে না।নাকি এরই নাম প্রেম,ভালবাসা।**

**...দাদা,কেমন আছেন বলুন তো?এতদিন হলো আপনি সাধন দাদাদের বাড়িতে এলেন,অথচ একদিনও আমাদের ঘরে এলেন না।তা কেমন করে হয়।নাকি কেও আসতে বারন করেছে?**

**...কে বারন করবে,এমনিতেই।সবাই তো ব্যস্ত।সকাল হলেই তো সবাই যার যার কাজে বেড়িয়ে পড়ে।লেখাপড়ার ব্যাস্ততায় আসা হয়ে ওঠে নি।দূর থেকে তোমার পড়া,গান শুনতে পাচ্ছি।আর কথা না বাড়িয়ে তোমার পছন্দের গান শুনাও।**

**.... আসলে দাদা,আপনাদের পরিবারের অনেক কথা বাবার কানে শুনেছি।আপনাদের বাড়ির অনেকেই নাকি ভাল গান গায়।আপনার পছন্দের একটা গান করেন না?**

**... গানের একটি কলি বলছি,তুমি গাও।এ গানটি আমার সবচেয়ে প্রিয়।**

**...ও তাই!কিন্তু দাদা আপনার প্রিয় গানটি আমি নাওতো জানতে পারি।**

**...একদিন সন্ধ্যায় তুমি এ গানটি গেয়েছ বলে আমার মনে হচ্ছে।**

**...ঠিক আছে বলুন,গানের প্রথম কলিটি  বলুন তো।**

**...আমার প্রিয় ভারতীয় শিল্পী হেমন্ত মুখপ্যাধ্যায়ের গাওয়া গান।গানটির প্রথম কলি হলো,"বসে আছি পথ চেয়ে,ফ্লাগুনের গান গেয়ে,যত ভাবি ভুলে যাব,মন মানে না গো,মন মানে না।"**

**এ গানটি যে পল্লবীর একটি প্রিয় গান,তা কমলকান্ত রায় জানে না।গানটি সে মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনলো।প্রথম দিনের প্রথম সাক্ষাতেই কমলকান্ত পল্লবীর প্রতি কেমন যেন বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে।**

**পর্বঃ৮**

**আজ থেকে কমলকান্ত যখনই সুযোগ পায়,পল্লবীদের ঘরে যাওয়া-আসা করে।প্রকৃতির ছায়া ঘেরা বিরাট তিনখন্ডের মাসির বাড়ির সামনে দেড়বিঘা পুকুর,দুই বিঘা বাগান বাড়ি।পুকুর পাড়ের পাশে মন্দির।তাল,তমাল,সুপারি গাছ ও নানা নাম না জানা গাছ-গাছড়া ঘেরা বাড়িটির প্রকৃতির সাদামাটা সৌন্দর্যময় সংঙ্গে পল্লবীর কন্ঠে গান তার জীবনের বসন্তের কানাকানি শুরু হয়েছে।একটা দেবদারু গাছ পুকুরের পূর্ব পাড়ে।সে নিজে মোহনগঞ্জের টিউলিক নার্সারি থেকে কিনে এনে লাগিয়েছে।সেদিন দাদামণির বৌ,ভাইপো শংকরের মা বলেছিল,এ দেবদারু গাছটি নাকি কমলকান্তের মাসির বাড়ি আসার স্বাক্ষী।অনেকেই সেদিন হাসাহাসি করেছিল।পল্লবীর সাথে তখনও কমলকান্তের কথা হয়ে ওঠেনি,তবে পল্লবী মুখ দেখে কমলের মনে হয়েছিল,যেন পল্লবী কাঁদছে।কেন এমন মনে হয়েছিল?কমল ভাবতে পারছিল না।পল্লবী মা প্রতিভা দেবী কমলকে স্নেহ করেন।মাঝে মধ্যে পল্লবীর মা কমলকে দুধ,দই,ছানা,মুড়ি-পিঠা-পায়েশ ইত্যাদি খাওয়ান।মাসির জাকে মাসি ডাকার কথা কিন্তু কমল পল্লবী মাকে মাসি ডাকেনি।তার মাসতুতো ভাই বড়কাকী ডাকে সেও বড় কাকী বলেই সম্বোধন করেছিল।আজও এর ব্যতিক্রম হয়নি এত স্নেহ,এত ভালবাসা যদি কোন কারনে হারিয়ে যায়!সে ভয়টা কমলকে মাঝে মাঝেই ভাবিয়ে তুলে।কমলও পল্লবীকে স্নেহ করে এবং ভালবাসে কিন্তু পল্লবী থেকে তার সাড়া পেতে কমলকে অপেক্ষা করতে হবে।**

**পল্লবী মাত্র নবম শ্রেণীর ছাত্রী।মাঘান উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে কমল মোহনগঞ্জ কলেজে যায়।এ বিদ্যালয়ে পল্লবীর বাবা দীনেন্দ্র তালুকদার সহকারী শিক্ষক।পল্লবীর বান্ধবীদের মধ্যে অর্পনা দে ঘনিষ্ঠ সহপাঠী।অর্পনাদের বাড়ির সামনে দিয়ে পল্লবী স্কুলে আসা-যাওয়া করে।যতক্ষণ না পল্লবী আসছে ততক্ষণ অর্পনা অপেক্ষা করতে থাকে।দু'জনে গল্প-গুজব করে পথ চলে।অর্পনাদের বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব পনের মিনিট পায়ে হাঁটার কাঁচা রাস্তা।পল্লবীদের বাড়ি থেকে দ্বিগুণ।পল্লবীর মা প্রতিভা দেবী বলছিলেন,কমল যেন নিয়মিত সকাল কিংবা বিকাল পল্লবীকে অংক ও ইংরেজী পাড়ায়।কিন্তু কমলের এত অভাব থাকা সত্তেও কেন যে রাজি হয় নি,এ কথাটি প্রতিভা দেবীর মাথায় আজও আসেনি।আবার যখনই কমল সুযোগ পায়,পল্লবীকে লেখাপড়ায় সাহায্য করে।**

**কয়েকদিন হলো কমলকান্ত রায় তার নিজ বাড়িতে যায়।তার এইচ,এস,সি পরীক্ষার ফ্রম ফিলাপের টাকা কিভাবে জোগাড় হবে,তাই নিয়ে তার মা-বাবার সাথে পরামর্শ করতে।কিন্তু আজও কেন আসছে না?কোন কিছুতেই পল্লবীর ভাল লাগছে না।সারাক্ষণ কমলের আসার পথপানে চেয়ে আছে পল্লবী।**

**পর্বঃ৯**

**দুই সপ্তাহ পরে কমল তার মাসির বাড়ি ফিরে এলো।এ দুই সপ্তাহে পল্লবীর মনে হয়েছিল দু'মাস ধরে সে তার দাদাকে দেখতে পায় নি।স্কুল থেকে ফিরেই পল্লবী কমলকে তার রোমে যাওয়ার আমন্ত্রন জানায়।কমল বলেছিল,এখন সে পাল পাড়ায় তার সহপাঠী দুলালের সংঙ্গে একটা বিশেষ প্রয়োজনে দেখা করতে যাবে।সন্ধায় দেখা হবে বলে তড়িঘড়ি করে কমল তার পড়ার ঘর থেকে বেড়িয়ে পড়ল।ফ্রমফিলাপের বিলম্ব ফি সহ শেষ তারিখের খোঁজ নিতে সে দুলালের সাথে দেখা করল।দুলাল পাল নিশ্চিত হয়ে ফরমের শেষ তারিখ বলতে পারিনি।সেখানে ঠাকুর বাড়ির দুলাল ঠাকুরের বড় ভাই দিলীপ ঠাকুরের দেখা পেলো।তার নিকট জানতে পারলো মাত্র পনের দিন বাকী আছে ইন্টারমিডিয়েটের ফরম পুরনের।এ্যারি মধ্যে সে ফ্রমফিলাপের সাকল্য টাকা কোথায় থেকে আনবে।কিন্তু তার এইচ,এস,সি পরীক্ষার ফ্রম ফিলাপের মাত্র ১৮০০টাকা তার জোগাড় করা হলো না।অবশ্য তার মা অঞ্জলীদেবী রায় তাকে তার শেষ সম্বল এক জোড়া স্বর্ণের কানের দুল দিয়েছিলেন কিন্তু সে তা নেয়নি।সে তার মাকে বলেছিল,এবার সে পরীক্ষা দিবে না।ব্যার্থ মনোরথ হয়ে কমলের ফেরা তার মাসি ভাল চোখে দেখেনি।সবাই মনে মনে ভাবছে কমল হয়তো বাড়ির কারো কাছে পরীক্ষার ফ্রমফিলাপের জন্য ধার বা সাহায্য চাইবে।কিন্তু তার জন্য কেউ গায়ে পড়ে কিছুই বলেনি।সন্ধ্যায় পল্লবী ছোটভাই মুকুর এসে বলেছে তার দিদি তাকে ডেকেছে।কারন জানতে চাইলে সে কেবল জানিয়েছে তার দিদির গানের মাষ্টার সৌমিত্র সরকার মধ্যনগর থেকে এসেছে।কমল ভাবছে তাহলে গান শুনতেই পল্লবী তাকে আমন্ত্রন পাঠিয়েছে।আজ কমলের মনের যা অবস্থা গান শুনার মতো সময় থাকলেও গান শুনার কোন ইচ্ছা তার নেই।তার দারিদ্র্যের কথা অনেকেই কিছুটা জানে কিন্তু পরীক্ষা দেবার মতো সামান্য ফ্রমফিলাপের ফি তার শত চেষ্টায় জোটেনি,এ কথা অনেকেই ভাবতে পারেনি।নিজের দুঃখ দারিদ্র্যের কথা অন্য কাউকে বলে বা সেয়ার করে কোন লাভ নেই বলে সে মনে করে।পরীক্ষাটা অনিশ্চিত জেনেও কেন সে পরের অন্ন ধ্বংস করতে নিজের বাড়ি থেকে বেড়িলো।না শেষ পর্যন্ত রাতে না খেয়ে কমল ঘুমিয়ে পড়ল।শেষ রাতে তার ঘুম ভাঙ্গে।বড়কাকু পল্লবীর বাবা ভোরের ট্রেনে ময়মনসিংহ যাবে।ময়মনসিংহ হয়ে ফুলপুর,তারপর ছনকান্দা।বড়কাকী রান্না শেষ করে পুকুর থেকে ঘরে ফেরার পথে কমলের সংঙ্গে দেখা।কমল তখন পেটের ক্ষুধায় বাইরে উঠানে পায়চারি করছে।কমলের সংঙ্গে দু'এক কথা বলে বড়কাকী বুঝতে পারলেন,গতরাতে কমল না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল।বড়কাকী কমলকে সংঙ্গে নিয়ে তাদের ঘরে যাচ্ছেন,তখন দূর মসজিদ থেকে মাইকে ভোরের আযানের ধ্বনি ভেসে আসছে।ইতিমধ্যে বড়কাকু খাওয়া শেষ করে ট্রেন ধরতে মোহনগঞ্জ এর উদ্দেশ্যে মাঘান চলে গিয়েছে।পল্লবীর ছোটকাকু রবিন্দ্র তালুকদার বড়কাকুর সংঙ্গে মাঘান গিয়েছেন।খানিকটা পথ এগিয়ে দিতে।পল্লবীর মা কমলকে মুখ ধৌত করার জন্যে বিদ্যুৎ পাউডার দিলেন।গত সন্ধায় কমলকে বেড়ানুর জন্যে নাকি বড়কাকী পল্লবীকে বলতে বলেছিল।আসলে কমলের মাসতুতো বোন বাণী কমলের বাড়ি ফেরার ঘটনাদি একে একে বাড়ির সকলকে বলেছে।সকলের মত পল্লবীদের বাড়ির সবাই কমলের পরীক্ষার অনিশ্চিতের কথা জেনে গেছে।বড়কাকী কমলকে প্রায়শই খাবারের জন্য বলেন,কিন্তু কমলকে দেড় বছরের একদিনও ভাত খাওয়াতে পারেন নি।আজ বড়কাকী কমলকে জোর করে খেতে দিলেন ভোর রাতে।আসলে অনেকদিন পরে কনকধানের চালে মাগুর মাছ দিয়ে তৃপ্তি সহকারে খেল কমল।খাবারের শেষ পর্ব ছিল দুধ ও দই দিয়ে।পৌষ পার্বনের মাস।অনেক শীত পড়েছে।এত দীর্ঘ রাতে না খেয়ে ঘুমানুটা ভাল নয়,বড়কাকীর এমন স্নেহের কথায় কমলের মনটা ভরে ওঠে।**

**পর্বঃ১০**

**দু'দিন পর দিনগত রাতে কমলের গায়ে ভীষণ জ্বর দেখা দিল।তার মাসতুতো ছোট ভাই সাধন বড় ঘর থেকে অনেক আগে কেনা একটা প্যারাসিটামল টেবলেট দিল।টেবলেট খেয়ে ঘুমাতে চেষ্টা করলো কমল।কিন্তু কিছুতেই  ঘুম আসছে না কমলের।বার বার তার মায়ের মুখটি ভেসে উঠছে।মায়ের শেষ অলংকার কানের একজোড়া দুল।সে দুল বিক্রি করে পরীক্ষার টাকা জোগাড় করা তার দ্বারা সম্ভব হলো না।তা যেন তার অন্তরাত্মায় কেমন একটা বাঁধা সৃষ্টি হলো।না সে পারবে না।এ দেড় বছর তার মাসির বাড়িতে ভাল খাবারের সংঙ্গে অনেক কাজও তাকে করতে হতো।পারিবারিক কাজের পাশাপাশি জমিতে রোপন করা থেকে শুরু করে নানাবিধ কাজ তাকে সামলাতে হতো।এত কাজের ভীড়ে অনেকদিন তাকে পড়ার টেবিলে ঘুম এসে যেত।আগে কখনও তার এমনটি হতো না।তার শিক্ষাবর্ষের সাজেসন্স কমপ্লিট হয় নি।তাই তার এক -একবার মনে হলো এবার সে পরীক্ষা দিবে না।পরের বছর ভালভাবে লেখাপড়া করে পরীক্ষা দিবে।প্রয়োজনে সে মাসির ছেড়ে যাবে অন্য কোথাও যাবে।যেখানে সে প্রাইভেট টিউসনিও করতে পারবে না কিন্তু কোথায় যাবে সে ভাবনার যেন শেষ নেই।এসব ভাবতে ভাবতে তার শরীরের জ্বরটা যেন বেড়েই চলেছে।মধ্যরাতে তার চোখজোড়া একটু-আধটু লাগে আবার ঘুম ভেঙ্গে যায়।শেষ রাতে সে স্বপ্ন দেখে,তার সবচেয়ে বড় দাদা রতিকান্ত রায় যিনি তাকে আর্টের অক্ষরে তাকে হাতের লেখা শিখিয়েছিলেন।তার শিক্ষা জীবনের সূচনা বা আমরা যাকে হাতেখড়ি বলি,সে ছিল তার বড়দা।কিন্তু কমলের দূর্ভাগ্য।কমল যখন মাত্র ৩য় শ্রেণীতে পড়তো তখন তিনি দুরারোগ্য ক্যান্সার ব্যাধিতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।তিনি কমলকে স্বপ্ন দেখা দিলেন।শান্তনার বাণী শুনালেন।তাকে জীবনে জয়ী হওয়ার জন্য পড়ালেখা চালিয়ে যেতে বলেন।আসলে মানুষ যখন অসুস্থতায় বা মানসিকভাবে কোন বিষয় বা কোন মায়ার প্রতি সুখ কিংবা দুঃখ অনুভূতি বিকারগ্রস্ত হয় বা ভোগে তখন তার অবচেতন মনে নানাবিধ চিন্তা দেখা দেয় তার প্রতিফলন স্বরুপ স্বপ্ন দেখা দেয়।কমলের হয়েছে ঠিক তাই।সকালে কমলের জ্বরের খবরটা সবাই জানে।পল্লবীর মা প্রতিভা দেবী তাকে দেখতে আসে।পল্লবী আসে তার মায়ের সাথে।তখন কমলের গায়ের জ্বর প্রায় ৪ ডিগ্রী তাপমাত্রা।প্রতিভা দেবীর নির্দেশে পল্লবী কমলকে মাথায় পানি ঢালতে যাবতীয় সরঞ্জামাদি আনে।বেশ কিছুক্ষণ পানি ঢালার পর পল্লবীকে রেখে মা প্রতিভা বাড়ির অন্যকাজে চলে যান।পল্লবীকে বাকী কাজটুকু বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন।পল্লবী আরো প্রায় আধ ঘন্টা পানি ঢালার পর কমল চোখ মেলে পল্লবীকে দেখে অবাক হয়ে যায়।কমল দেখতে পায় পল্লবীর চোখের কোণে পৌষের মাঝামাঝি শীতের হিমেল সকালে শ্রাবণের অশ্রুধারা।পল্লবী কাঁদছে।কমলের কথায় পল্লবী গামছা দিয়ে মাথা মুছে দিল।তখন কমলের কপালে পল্লবী হাত রাখে।না জ্বর এখন খানিকটা থেমেছে।ইতিমধ্যে ভারেরা গ্রামের ডাঃনীলউৎপল চক্রবর্তী কে আনতে ভাইবন্ধু সাধন সরকার চলে গেছে।কমল এখন বিছানায় বসে তার মায়ের মুখখানি স্বরণ করছে।একটি রাতের জ্বর।অথচ কমল অনেকটা বাসি ফুলের ন্যায় ম্লিয়মান হয়ে পড়েছে।**

**পল্লবী খানিকক্ষণ পরে দাদাকে বলে নিজ পড়ার রোমে চলে এল।কিন্তু আজ একি হলো পল্লবীর।পড়ালেখায় মন কিছুতেই তার মন বসছে না।তার সারাক্ষণ কমলদার কাছে যেতে মন চাইছে।একটা প্রচ্ছন্ন মায়া আর ভালবাসায় পল্লবী গা রোমাঞ্চিত হচ্ছে।তার নব যৌবনোদয় আকাশে আজ হঠাৎ একটা কানাকানির সাড়া পড়ে গেল।ঠিক প্রথম যেদিন পল্লবী কমলকে দেখেছিল,সেদিনটির কথা তার মনে পড়লো।**

**পর্বঃ১১**

**স্কুল থেকে নিত্য দিনের মতো ফিরছে অর্পনা ও পল্লবী।মাঘান-মোহনগঞ্জ সড়কের কালি বাড়ির মন্দিরের সামনে দিয়ে আসতেই সাধনদার সাথে কমলকান্ত দাদাকে পল্লবী প্রথম দেখতে পায়।মায়ের মন্দিরের সামনে কমলকান্ত রায়ের সাথে পল্লবীর প্রথম সাক্ষাত ।সাধনদাই প্রথম পরিচয় করে দেয়।অবশ্য প্রথম সাক্ষাতে দু'জনে তেমন কথা হয়নি।তবে এই একটি দিনের কথা তার বার বার মনে পড়ে।দুজনের কথা হয় প্রায় বছর-দেড় পড়ে।যখন কমলকান্ত রায় এইচ,এস,সি ফাইনাল দেয় মোহনগঞ্জ কলেজ থেকে।আর তখন অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে পিছনে পড়ে থাকা অন্য আরেকজনের নকল থেকে বহিস্কার হয়ে ঘরে ফেরে কমল।দায়িত্ব প্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট কমলকে।কোন কথাই তোয়াক্কা করেনি।তিনি তাকে বহিস্কার করেন।কিছুক্ষণ সিটে বসে কমল নিঃশব্দে কাঁদলো।তার মায়ের একটি স্বর্ণের দুল বিক্রির টাকা দিয়ে সে ফ্রমফিলাপের টাকা দিয়েছিল।তার সেজদা শ্রীকান্তকে দিয়ে তার বাবা টাকাটা মোহনগঞ্জ সাধনদের বাসায় পাঠিয়ছিল।কমল মায়ের অলংকার বিক্রির টাকা দিয়ে পরীক্ষার ফ্রমফিলাপের ফি দিতে চায়নি।কেন জানি সে ভাবছিল মায়ের শেষ অলংকার সে বিক্রি করবে না।অবশেষে অন্যের অপরাধে তার এক বছরের বহিস্কারের সাজা হল।একেই বলে,কেউ মরে পাপে,আর কেউ মরে পাকে"।কমলের এই দূর্ভাগ্যের খবর বাতাসের গতিতে পৌঁছে যায় অনেকের কানে।**

**সেদিন পল্লবীর এস,এস,সি নির্বাচনী পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হয়েছে।সে মেধাতালিকায় ৩য় স্থান অধিকার করেছে।এ কয়েকটা মাস আর সঙ্গীত চর্চা হবে না।এস,এস,সি পরীক্ষার পর আবার সঙ্গীতের চর্চা চলবে।পরীক্ষার রেজাল্ট নিয়ে অর্পনা ও পল্লবী বাড়ি ফিরছে।মাঘান রইছ আলীর দোকান থেকে লজেন্স কিনছে।হঠাৎ তারা দেখতে পায় কমলদা ও সাধনদাকে।দু'জনে রিস্কা থেকে নামছে।তবে দু'জনের হাসিমুখে বেদনার ছাপ বিদ্যমান।**

**...সাধনদা,তুমি কি দাদার পরীক্ষা দেখতে গিয়েছিলে।**

**...হ্যাঁ। তা ছোট্ট বোনটি,তোর টেষ্ট পরীক্ষার রেজাল্ট কেমন হলো।**

**...ভালো।আচ্ছা কমলদা আপনার পরীক্ষা কেমন হলো?**

**...ভালো হয়নি কারন আজ পরীক্ষার দ্বিতীয় দিন,আজই পরীক্ষার রেজাল্ট পেয়ে গেলাম।**

**...কি বললেন দাদা!আমার মাথায় কিছুই  ঢুকছে না।**

**সেদিন ভরদুপুরে  কালী বাড়ির বট তলায় পল্লবী, কমলকান্ত,অর্পনা,সাধন ওরা চারজন খানিক সময় বসেছিল।কমলকান্ত সকলকে এক দফা লজেন্স ভাগাভাগি করেছিল।সবার সংঙ্গে কমল এত হাসিখুশী ছিল যে কেউ বলতে পারেনি কমলদার জীবনে আজকের দিনটা দুঃখের। সেদিন সন্ধ্যায় সাধনদার কাছে পল্লবী তার দূর জেঠিমার বোনপো কমলদার পরীক্ষার বহিস্কারের ঘটনা শোনে হতবাক হয়ে পড়ে নিজেকে আর যেন ধরে রাখতে পারছে না।বুকের ভেতর জমে রাখা একটি কথা সে তার কমলকান্ত দাদাকে জানাবে বলে সে দীর্ঘদিন ধরে সুযোগ খুঁজছে।সে কথাটি আজও বলতে পারেনি।সে বার মেজদা নালিতাবাড়ি থানার সেকেন্ড অফিসার সুবোধ দাদার বিয়ের বাসর রাতের পালং সাজানুর কাজ করছিল পল্লবী ও কমল।সেদিন পল্লবী তার মনের কথাটি তার কমলদাকে জানাতে চেয়েছিল।কিন্তু বিয়ে বাড়ির এত লোকের ভীড়ে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।শুধু চোখের ভাষায় সে দিন দু'জন মিলেছিল এক বাসর রাতের সাজানু পালং এর কারুকাজের ভীড়ে।কমলদার নীরবতা ভেঙ্গে দু'একটি রোমাঞ্চকর কথা পল্লবীর সলাজ চোখের স্বপ্নের এক মনোরম জগৎ গড়ে উঠেছিল।পল্লবী ভেবেছিল তার মেধাবী,সাহিত্যিক ও কন্ঠশিল্পী কমলদাদার এইচ,এস,সি পরীক্ষার রেজাল্ট ও তার এস,এস,সি রেজাল্টের পর সে তার মনের কথাটি জানাবে।কিন্তু কমলদার এ অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা পল্লবীকে খুবই ভাবিয়ে তুলছে।তবে পল্লবী অনেকটা অবাক হয়ে যায় কমলদার আজকের এতবড় অনাকাঙ্ক্ষিত দূর্ঘটনার পরও তার মুখ দেখে তা বুঝাই যাচ্ছে না।পৌরষের এমন বাস্তববাদী কমলদার রুপ পল্লবীর খুবই ভাল লাগে।**

**পর্বঃ১২**

**আজ কমল তার দেবদারু গাছটির পাশে আর একটি চম্পা ফুলের গাছ লাগিয়েছে।তার বার বার মনে পড়ছে তার প্রিয় কবি কাজী নজরুলের বিখ্যাত প্রেমের কবিতা"বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি"কবিতার কয়েকটি চরন,"সব আগে আমি আসি,জাগিয়াছি নিশিত গিয়াছি গো ভালবাসী।তোমার পাতায় লিখিলাম আমি প্রথম প্রণয় লেখা,এইটুকু হোক সান্তনা মোর,হোক বা না হোক দেখা"।কমল ঘুম থেকে উঠে দিজেন্দ্রগীতি,রবীন্দ্রগীতি,নজরুলগীতি,রজনীকান্ত সেনের বিভিন্ন গান গায়।**

**তার বাবার পিসাতভাইয়ের ভাইপো তার অভিমান্য দাদা খবর পাঠিয়েছে তাদের বাড়িতে সপ্তাহ খনেকের সময় করে বেড়ানুর জন্যে।যেখানে থেকে সে এস,এস,সি পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছিল।এখানে থেকে পড়ালেখা করতে অসুবিধে হলে তাদের বাড়িতে থাকার কথা বলেছেন।তাই এখানের প্রকৃতির মানুষ সবার কাছ থেকে মনে মনে বিদায় নেয়ার যেন সময় এসেছে।**

**কমলের পরীক্ষার বহিস্কারের ব্যাপারটা বাড়ির সবাই অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে নিচ্ছে না।নানা জনে নানাভাবে বলাবলি করছে।কেউ বলছে দুর্ভাগ্যে,আবার কেউ ভাবছে পরিবেশের কারনে কমল নিজেই হয়তো নকলের ফাঁদে পা দিয়েছে।অথচ কমলের এস,এস,সি রেজাল্টের দিকে নজর দিলে এমনটি ভাবা যায় না।**

**আজ সন্ধ্যায় পল্লবীর পড়ার ঘরে যাবার জন্যে তার ডাক এসেছে।সে ডাকে সাড়া দিতে কমল রাত ৮টায় পল্লবী রোমে যায়।সে প্রথমে টেষ্ট পেপার থেকে বেশ কয়েকটি অংক করলো।চা খেলো।এবার নিজের রোমে যাবার চিন্তা করছে।কমল সারাক্ষণ লক্ষ্য করছে পল্লবী যেন কিছু একটা বলতে চাচ্ছে।কি বলতে চায় পল্লবী।পল্লবী মা রাতের রান্নাকরা নিয়ে ব্যাস্ত।তার ছোটভাই মুকুর রান্না ঘরে রাতের খাবার খেতে চলে গেছে।আর তার বাবা কি একটা কাজে উওর পাড়া গিয়েছেন।হঠাৎ পল্লবী ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কান্না শুরু করে দিয়েছে।**

**...কি ব্যাপার পল্লবী তুমি কাঁদছ কেন?তোমার কি হয়েছে?থাম,তোমার মা যে শুনতে পাবে!**

**...দাদা!আমার অন্তরে অনেক ব্যাথা !এখানে অনেক দিন ধরে সে ব্যাথাটা মহাদ্রাক্ষার কালি দিয়ে লেখা হয়ে গেছে তোমার নাম কমলকান্ত,আমার প্রাণের স্বামী।**

**...তা কি সম্ভব?**

**...কেন সম্ভব নয়!আমার হ্নদয়ের একান্ত গোপন কথাটি বলবো বলে অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করছি।**

**...আমার জীবনের শুরুতেই পরীক্ষার এমন দুর্ভাগ্যের কথা,আমি ঘূর্ণাক্ষরে ভাবতে পারিনি**

**...সত্যি কথা বলতে কি দাদা,তোমার পরীক্ষায় কেন এমন আকস্মিক দুর্ঘটনায় আমি খুবই মর্মাহত!**

**...ও কিছু না।আসলে এটা আমার দুর্ভাগ্যবশত একটা ঘটনা।যা হবার হয়েছে,এ নিয়ে আমি ভাবছি না।**

**...সত্যি কথা বলতে কি দাদা,তোমায় দেখার পর,তোমার সংস্পর্শে আসার পর,আমার হ্নদয়ে অনেক দিন ধরে লালন করা একটি স্বপ্ন তেমায় সারপ্রাইজ করতে চেয়েছিলাম!**

**...ও তাই!কি সে তোমার হ্নদয়ে লালন করা স্বপ্ন যা আমাকে উৎস্বর্গ করতে চেয়েছিলে?**

**...সে তোমার পলি।আমি- আমার- সত্তা।আমার হ্নদয়-মন সকলি তোমায় উৎস্বর্গ করলাম।তুমি গ্রহন করো আমায়।**

**তারপর দু'জনের চোখের জলে অমিয়ধারায় মিলন বাহু বন্ধনে হ্নদয়ের ভাঁজে ভাঁজে গোপন মনের আত্মপ্রকাশে উচ্চারিত হলো,"কথা দিলাম"।সংঙ্গে সংঙ্গে কমলের মনে হলো তার দেবদারু গাছটির পল্লবে-পল্লবে একটা নবচেতনার সাড়া পড়লো,চম্পা ফুলের কলিরা ফুটতে শুরু করলো,সাড়া বনময় কোকিলের কুহুতান শোনা গেল।**

**পর্বঃ১৩**

**পল্লবী বালিকার সহজ-সরল মনকে কমল অনেকবার বুঝিয়েছে।তাদের উভয়ের ভালবাসার বুঝাপড়া খুবই সুপরিকল্পিত ও পবিত্র।ফলে তাদের দু'টি হৃদয়ের ভালবাসার সম্পর্ক হয়ে ওঠে নিবিড় ও প্রানবন্ধ।একদিন ফাঁকা বাড়িতে কমল পল্লবীকে নানা কথায় বুঝাচ্ছে।**

**শুন,প্রিয়া।তোমার ঠাকুদা  সাফল্য তালুকদার ও আমার দাদুভাই  লাবণ্য তালুকদার যৌবনের দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।তাছাড়া কিছুটা দূরের হলেও তুমি আমার মাসির দেবরের কণ্যা।তাই তোমার সম্পর্ক সবাই মেনে নেবে।আসলে আমার জীবনের একটা ইচ্ছা ছিল,যাকে আমি স্ত্রীরুপে পাব,তাকে যেন আমি যৌবনের প্রারম্ভেই দেখা পাই।ঈশ্বর আমার মনের আশাটুকু পূর্ন করায় আমি খুবই আনন্দিত।আর যদি তুমি আমি ভালভাবে পড়ালেখা করে প্রতিষ্টিত হই তবে আমাদের সামনে কোন বাঁধা আসবে না।আমাদের স্বপ্ন সফল হবেই।আমাদের প্রবীণদের বন্ধুত্ব,পূর্ব আত্মীয়,বর্তমান আত্মীয় আর আমাদের ভালবাসা যদি পবিত্র হয় তবে ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমাদের মিলন হবেই।তাছাড়া তোমার মা-বাবা আমাকে খুবই ভালবাসেন ও বিশ্বাস করেন।তবে আমরা দু'জন জীবনে যথার্থ প্রতিষ্ঠিত হলে আমার বিশ্বাস আমাদের এ সম্পর্ক সবাই মেনে নেবে।আর এখন যদি কোন ভাবে আমাদের এ পরকিয়া সম্পর্ক কেউ জেনে ফেলে বা কোন ভাবে কারো চোখে পড়ে তবে তা অঙ্কুরেই নষ্ট হয়ে যাবে।আমার জীবনের প্রতিষ্টার জন্যে আমাকে অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে।প্রয়োজনে এ নেত্রকোনা জেলা ছেড়ে সিলেট জেলায় পাড়ি দিতে হবে।এখন যেমন তুমি চিরকুট লিখে আমার খবর নিচ্ছ তেমনি সারা জীবনভরে তুমি আমাকে প্ররণা দিলে আমরা অবশ্যই জীবনে জয়যুক্ত হবো।**

**...দেখ,পল্লবী আমার জীবনের এত হতাশার পরও আমাকে কখনও ভেঙ্গে পড়তে দেখেছ?তবে তুমি যেমন আপন ইচ্ছায় আমায় তোমার বুকে টাই দিয়েছ তেমনি কখনও ভুলে যেও না!**

**...না,লক্ষিটি তোমায় কখনও ভুলবো না।আমি অবাক হই আসলে তোমার অনেক ধৈর্য্য আছে।**

**...আর এখন দু'জনের লেখাপড়ার সময়।জীবনের মাত্র শুরু।এ অবস্থায় পরিবারের কারো চোখে যদি দু'জনের ঘনিষ্ঠতা বিন্দুমাত্র প্রকাশ ঘটে,তবে সারা জীবনের সকল পরিকল্পনা নষ্ট হবে।**

**...আচ্ছা তোমাকে সবার সামনে দাদা ডাকব,কিন্তু যখন কেহ আসে-পাশে থাকবে না,তখন তোমায় কি বলে ডাকব।**

**...ঠিক আছে,তখন তুমি আমায় পল্লব বলে ডাকবে।**

**...ঠিক আছে,তুমি আমায় পল্লবী বা পলি বলে ডাকবে আর আমি তোমায়  পল্লব বলে ডাকব।**

**কমলের এমন নানাবিধ কথায় পল্লবী বুঝতে পেরেছে দেখে কমলের অনেকটা স্বস্থি ফিরে পেয়েছে।**

**তবু মাঝেমধ্যে ওরা দু'জনে মন্দিরের পেছনের বেদীমুল যেখানটার চারপাশে মেহেদি গাছের আচ্ছাদিত বেড়া সেখানটায় বসে বিকেলবেলা বা রাত দুপুরে তাদের হৃদয় দেয়া-নেয়ার অভিসার চলছে।কখনও পুকুরপাড় বা নেবুতলার বাঁশ বাগানের আঁড়ে জমে ওঠে দু'জনের প্রেম-অভিসার।তবে এদের প্রেম-অভিসারে বিন্দুবৎ পাপ ছিল না।তবে মাঝেমাঝে একে অন্যকে না দেখে থাকতে পারতো না।দু'জনের পরীক্ষা তাই জেগে পড়া চলতো।কখনও কথা বলার সুযোগ না থাকলে ছোট চিরকুটে লেখা চলতো।কমলের পড়ার ঘর আর পল্লবীর পড়ার ঘরের দূরত্ব ছিল সামান্য।দু'জনের পড়ার ঘরের জানালার দূরত্ব ছিল মাত্র এক ফুট।ফলে সহজেই চিরকুট হাতে হাতেই বিনিময় হতো।**

**পর্বঃ১৪**

**এই ক'দিন ধরে কমল লক্ষ্য করছে তার মাসির ছোট মেয়ে বাণী তাকে খুবই সমীহ করছে।তার বেড কভার,বালিশ কভার,কাপড়-ছোপড় না বললেও ধুঁয়ে দিচ্ছে।তার বড় বোনের বাড়ির গল্প-গুজব করছে।হঠাৎ একদিন কমলকে মোহনগঞ্জ যাবার সময়ে চুপিচুপি একটি চিঠি ধরিয়ে দিচ্ছে।মেজদির দেবরকে পত্রটি দেবার কথা খামে লেখা ফার্মেসীতে।কমল জানে মেজদির দেবর একজন ফার্মাসিস্ট।লক্ষ্মী ষ্টোরের পাশের ফার্মেসী বসে।তাকে যথারীতি প্রথম পত্র বিনিময় করে।বেশ সকালের জলখাবারে দুধের সংঙ্গে দুধের সরের পরিমান দেখে অনেকটা অবাক হয়।তার মাসতুতো ছোট বোন বাণী হঠাৎ তাকে এত আদর করার কারন সে খুঁজে পাচ্ছে না।পরের সপ্তাহে আবার কলেজে যাবার সময়ে বাণীর দ্বিতীয় পত্রের খামে ষ্টাপলার দেয়া।পত্র দেয়ার সময় বাণীকে অন্যমনস্ক লাগছিল।কমলের মনে সন্দেহ আরও বেড়ে গেল।কলেজ রোডের রাজাপুরের তমিজউদ্দিন ঘরের ভেতরের রোমে কমল বাণীর দ্বিতীয় পত্রটি ষ্টাপলার পিন কৌশলে খোলে।পত্র খোলে কমল জানতে পারে মেজদির দেবর ফার্মাসিস্টের সংঙ্গে বাণীর দীর্ঘ দিনের প্রেম-ভালবাসার মন ও দৈহিক সম্পর্ক।পরে সে জানতে পারে একদিন নাকি সে কারনেই বাণী নাকি কীটনাশক বিষপান করে অনেক কষ্টে মৃত্যুর দ্বার প্রান্ত থেকে ফিরে আসে।বাণীর তৃতীয় পত্র কমল নেয়নি ফলে বাণী রোষানল এখন কমলকে ঘিরে।**

**দিন-পনের পড়ে বাণীর ইন্টামিডিয়েটের প্রথম সেমিষ্টারের ইয়ারচেইঞ্জ পরীক্ষা চলছে।ছোটভাই সাধনের দায়িত্বে বাণীকে প্রতিদিন রিস্কা করে কলেজে যাওয়া-আসার কাজ চলছে।কি একটা জরুরী কাজে সাধন নেত্রকোনা যাবে।তাই কমল আজ বাণীকে কলেজে নিয়ে যাচ্ছে।সেদিন পথে যেতে যেতে বাণী তার কমলদাকে তার প্রেমের সমস্ত ঘটনাদির সংক্ষেপে বলে এবং একবার তার ভালবাসার মানুষটিকে দেখার জন্যে সে পরীক্ষার পর তার মেজদির বাড়িতে যেতে অনুরুধ করে।কমল সে অনুরোধ রাখতে রাজি না হলে বাণী রিস্কা ষ্টেন্ডে এসে কমলের রিস্কায় না গিয়ে নিজেই অন্য রিস্কা করে তার মেজদির দেবরের সন্ধানে চলে যায়।বাণী গভীর রাতে বাড়ি ফিরলে সমস্ত দোষ পরে কমলের গায়।তাই ফলশ্রুতিতে কমলের মেসু শৈলেন্দ্র মাষ্টার কমলকে ঘটনার সমস্ত দোষ চাপিয়ে তাকে গালিগালাজ করেন।কমলকে বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার জন্যে ধিক্কার দেয়।**

**বাড়ির সবাই জানে বাণীর এ সম্পর্ক দীর্ঘ দিনের।এ জন্যে কমলকে দোষারোপ করা সত্যিই নেহায়েত অন্যায়।কমল বুঝতে পেরেছে তার ছন্নছাড়া জীবনের ক্ষেত্রে এরুপ দোষ একটা ছল মাত্র।আসলে কমলকে সবাই ব্যবহার করেছে মাত্র।এখন তাকে একটা ছল করে এ বাড়ি ছাড়া করাই আসল উদ্দ্যেশ্য।বাণীর সম্পর্কের সাহায্যকারী হিসেবে কমলকে দোষারোপ করা পল্লবীদের বাড়ির কেহ মেনে নেয়নি।তার ভাইবন্ধু সাধন কমলের জন্যে অনেক কেঁদেছে।আর দুর অন্তরীক্ষে থেকে বিধাতা এ কলংকের যথার্থতা লক্ষ্য করে থাকবেন।**

**পরদিন সকালে কমল সমাজ কমলপুর হয়ে পায়ে হেঁটে খিলা-নারাচাতল হয়ে সন্ধায় মনসুরপুরে পৌঁছে।এটি নেত্রকোনা জেলার দক্ষিন আটপাড়া উপজেলার একটি বর্ধিষ্ণ গ্রাম।এ গ্রামে তার বাবার পিসাতভাইয়ের ভাইপো অভিমান্য সরকারের বাড়ি।এ বাড়িতে থেকেই কমল নিশ্চিন্ত পুর উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়তো।তখন নিশ্চিন্তপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে এস,এস,সি পরীক্ষার কেন্দ্র ছিল না।তাই বারহাট্রা সি,কে,পি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের কেন্দ্র থেকে কমল ১৯৮৭ সালে এস,এস,সি পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছিল।**

**পর্বঃ১৫**

**আজ পৌষ পার্বনের পূর্ব রাত।গত বছরের এ দিনটির কথা আজকের পল্লব কি করে অতিথের কমল রায়কে ভুলাতে পারবে?পল্লবীর ভালবাসার পরশ পাথরের ছুঁয়ায় কমল রায় পল্লব ছদ্মনাম ধারন করেছে।পল্লবীর মা অথ্যাৎ পল্লবের বড়কাকী মায়ের স্নেহের হাতের বানানু পিঠে,পায়েশ,মিষ্টান্ন খেতে পল্লবীর সংঙ্গে লুকোচুরি খেলা।পৌষ পার্বনের শেষ রাতে শীতের হিমেল ঠান্ডায় স্নান করা।আগুনে তা দিয়ে নিজেদের শীতের হাত থেকে রক্ষা করা।নতুন কাপড় পরে সকালে চিড়া-মুড়ি খেতে গিয়ে মুড়ি ছিটিয়ে শরীরের ভেতরের কাপড়ে খুঁজতে থাকা।শ্রী পঞ্চমীতে স্বরসতী পূজায় রাত জাগা।পুজার দিন শাড়ী পরে পল্লবী সলাজ নয়নে মন্ডপে আসতো।পল্লবের সংঙ্গে পল্লবী যুগলে স্বরসতী মাকে অঞ্জলী দিত।নতুন কাপড় পড়ে সকলকে প্রনামের সংঙ্গে সংঙ্গে পল্লবী তার প্রিয়তম পল্লব দাদাকেও প্রনাম করতো।নিজের সর্বশ্রেষ্ট সম্পদ যৌবনের শ্রেষ্ট আহ্বানে একে-অপরকে সাড়া দিত।মন্দিরের পেছনের বেদীমুলে বসে পল্লবের উরুযুগল সন্ধিতে মাথা রেখে সারাটা রাত ভ্রমর-ভ্রমরীর মতো গুনগুন স্বরে গান গাওয়া কি করে ভুলবে পল্লব সে প্রেম অভিসারের দিনরাত।**

**একদিন পল্লব তার পড়ার ঘরের চাবির জোটায় একটি জ্বলন্ত সিগারেটের আদলে তৈরি স্টিক মোহনগঞ্জের লক্ষ্মীস্টোর থেকে কিনে এনেছিল।এটি হাতে দেখে সিগারেট ভেবে পল্লবী পল্লবের হাত থেকে তা কেড়ে নিতে চেয়েছিল।তখন পল্লবী পল্লবকে জড়িয়ে ধরেছিল।আর তখন পল্লবীর স্তন যুগলে বন্দী হয়ে দু'জনের শরীর শিউরে উঠেছিল।সেদিন থেকে সন্ধ্যায় পড়ার ছলে দু'জনের শরীরের ক্ষুধা প্রায়ই বেড়ে উঠতো বার বার।পল্লবের এ বেহায়াপনা আকর্ষনে পল্লবী বাঁধা দিত না।পড়ার টেবিলের নিচ দিয়ে আলতুভাবে শরীরের উঁচু ঢিবিতে চারা গজানু গাছের কুঁড়িতে হাতছানির ক্রিয়াদি মন্তনে নিঃশব্দে কেবল দু'জনের চোখে চোখে দেখা-দেখি,বলা-বলি।কখনও বা ভাঙ্গা ঘুমের ঘুরে সুখ তাঁরার আলো জানালায় উঁকি দিত চিরকুটের পাতায়।**

**চিরকুটের লেখা ক্রমে লম্বা হলো।এল নৌকার ভাঁজে নীলখামে প্রেম-পত্র।জানালার কার্নিশে রাখা পত্র অন্ধকারে খুঁজে নিত দু'জনেই।**

**একদিন কথা বলার সুযোগ না হলে**

**মনের কথাগুলি লিখে একে-অপরকে জানাইতো।তখন পাড়ায় কারো ঘরে টিলিভিশনের বালাই ছিল না।মাঝে মাঝে কেউ সৌখিনের বশে পড়ে দু'একটা রেডিও ও টেপরেকর্ডার বাজাতো।তবে রাতের বেলায় গল্প শুনার প্রচলন তখনও ছিল।পল্লবী গানের মাষ্টার মধ্যনগরের সৌমিত্র সরকার সন্ধ্যা বেলায় গান শেখাত।আবার রাতের খাবারের পর বাড়ির সবাই সৌমিত্র সরকারের গল্প বা কেচ্চা শুনত।অন্ধকারে কেচ্চা শোনার জন্য পল্লব ও পল্লবী একসাথে বসতো।কেচ্চার কাহিনী শুনতে শুনতে দু'জন একে-অপরের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠতো।সৌমিত্র সরকার কাকুর এক-একটা উপন্যাসের কাহিনী শুনতে অন্ধকারে পল্লব-পল্লবীর হাতে হাত রাখতো।অন্ধকারে  ছুঁয়া কখনও কখনও হৃদয়ের ভাঁজে ভাঁজে মিলে যেত।**

**কিন্তু আজ মনসুরপুরে এ অন্ধকার ঘরে কেবল অমানিশার অন্ধকার।যেন এক উদভ্রান্ত প্রেম।একটা মলিন ছায়া।আসার সময় পল্লবী একটা ঠিকানাও দেয়ার সময়টুকু পায় নি।পল্লবীর বান্ধবী অর্পনা সরকারের নিকট ঠিকানা রাখার কথা ছিল। কিন্তু পল্লবের তা মনে নেই।তার মেসুর অপমানে সে এতটা কাতর হয়েছিল যে কখন সে বাড়িটি ছাড়বে।**

**পর্বঃ১৬**

**এ জগতে একটা স্থান আর অধিকার ছেড়ে আবার ফিরে পাওয়া বড়ই কঠিন যাকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বিড়ম্বনা বলে আখ্যা দিয়েছিলেন।আজ কমল মনসুরপুরে ফিরে এসে তা হাড়ে হাড়ে অনুভব করছে।এখানে তার কালাদা অভিমান্য সরকার ভিন্ন অন্য কেউ তার ফিরে আসাটা খুব একটা ভাল চোখে দেখেনি।**

**পাশের পাড়া নারাচাতল এর কমলের স্কুল জীবনের বন্ধু ফরিদ সিদ্দিক এর সহায়তায় সে একটি টিউশনি পেয়েছে।মাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর দুইজন ছাত্রী।এর আগে অনেক টিউটর ওদের দুইবোনকে পড়িয়েছে কিন্তু কেহই দু'বোনকে শব্দ তৈরি করতে রপ্ত করতে পারেনি।মেয়ে দু'টির বাবা ঢাকায় বিদেশী মালটিমিডিয়া কোম্পানির অফিসার পদে চাকুরী করেন।অনেকের ধারনা মেয়ে দু'টি মানসিক প্রতিবন্ধী কিন্তু কমলের তেমনি মনে হয় নি।তবে প্রথম দিনেই মেয়ে দু'টির ভয় দুর করতে তাকে অনেক কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছিল।তাই প্রথম দিন প্রাইভেট পড়া শেষ করে সে তার বন্ধু ফরিদকে কথা দিয়েছিল সে পারবে ওদের যথার্থরুপে শিক্ষা দিতে পারবে।তাকে যে পারতেই হবে।সামনেই তার এইচ,এস,সি পরীক্ষার ফ্রমফিলাপের টাকা তাকে কামাই করতে হবে।সত্যিই অবিশ্বাস্য ঘটনাটি ঘটেছিল যেদিন কমলের নতুন প্রাইভেটের ক্ষুদে শিক্ষার্থী দু'জনই নিজেদের চেষ্টায় সুন্দর হাতের লেখায় তার বাবাকে পত্র লিখেছিল।সে মেয়ে দু'টির বাবা ঢাকায় ওদের হতের লেখা পত্র পেয়ে আনন্দে কেঁদেছিল।কয়েকদিন পরে ঈদের ছুটিতে বাড়ি ফিরে কমলের ছাত্রীদ্বয়ের শিক্ষার বিকাশ,ভাষাগত উচ্চারন দক্ষতা ও বুদ্ধির দীপ্তিময় উন্নতিতে তার বাবা খুবই আনন্দিত হয়েছিল।ফরিদ লোক দিয়ে ডেকে পাঠালে কমল তার প্রাইভেট ছাত্রীদের বাবার সংঙ্গে দেখা করে।আজ কমলের ছাত্রী ফাতেমা ও মানোয়ারা মুখে অনেক হাসি,অনেক আনন্দ।ঈদের দু'দিন পূর্বেই এ বাড়িতে আজ ঈদের আনন্দ চলছে।ফাতেমা ও মানোয়ারার বাবা কমলের হাতে ৮ হাজার টাকা ও একটি সুন্দর শার্ট তুলে দিলেন।**

**...আসলে কমলবাবু তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানানুর ভাষা জানা নেই।**

**...আসলে আংকেল,ওদের পড়ার ভীতি ছিল।**

**...অনেক শিক্ষক দিয়ে ওদের ইতিপূর্বে পড়িয়েছি।শেষ পর্যন্ত আমি ভেবেছিলাম ওদের ঢাকার কোন অটিস্টিক স্কুলে ভর্তি করাব।যাক আল্লাহর রহমতে ও তোমার চেষ্টায় অসাধ্য কাজটি সম্ভব হলো।**

**...আমার চাওয়া থেকে আপনি আমাকে অনেক পারিশ্রমিক দিয়েছেন।আমি সত্যিই খুশী।**

**...এ কথা বলে আমায় লজ্জা দিও না।তোমার পরিশ্রমের তুলনায় আমি যা দিয়েছি,তা খুবই সামান্য।আমার এ কার্ডটি রাখ।অত্যন্ত ডিগ্রী পাশ করে একবার ঢাকায় এসো তোমার নিপুঁন হাতে গড়া ফাতেমা ও মানোয়ারাকে দেখে যেও।যদি ভবিষ্যতে তোমার সঠিক যোগ্যতা হয় তোমাকে আমার কোম্পানিতে একটি চাকুরীর চেষ্টা করবো।মাঝেমাঝে আমার সংঙ্গে যোগাযোগ রেখ।**

**...জ্বী আংকেল।আপনার সংঙ্গে যোগাযোগ করবো।আপনি কবে ওদের নিয়ে ঢাকা যাবেন?**

**...আর তিনমাস পর।এ তিনমাস ওদের ইংরেজী ও গনিতে ভালভাবে পড়াও।ওদের একটা ভাল প্রাইভেট একাডেমীতে ভর্তি করাতে চাই।তোমার পরীক্ষার পূর্ব পর্যন্ত ওদের সাহায্য করো।**

**...ঠিক আছে আংকেল।এ নিয়ে আপনি ভাববেন না।আমি যতদিন এখানে আছি ওদের ঢাকায় ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে ভালভাবে পড়াবো।**

**...ঠিক আছে।তোমার বাকি তিন মাসের টাকা আমি ফরিদের কাছে দিয়ে যাব,কেমন।**

**কমলের মনের জোর আজ অনেকটা বেড়েছে।তা সম্ভব হয়েছে তার স্কুল জীবনের বন্ধু ফরিদের মাধ্যমে।আর কালাদা অভিমান্য সরকারের স্নেহের পরশে।আসলে মানুষ যদি চেষ্টা করে তাহলে সে বিজয়ী হতে পারে।বিধাতা দীনবন্ধু।তিনি ইচ্ছে করলে কারো ভাগ্যলিপি মুহুর্তে পরিবর্তন করতে পারেন।**

**পর্বঃ১৭**

**অনেকদিন পড়ে কমল তার বারহাট্রা সি,কে,পি পাইলট স্কুলের  বন্ধু ফরিদ সিদ্দিক ও তার ঢাকার চাচাত ভাই বাবু সিদ্দিককে নিয়ে মোহনগঞ্জ ডিগ্রী কলেজে যাচ্ছে।আগামী নভেম্বর ১৯৯১ ইং শিক্ষাবর্ষে সে দ্বিতীয় বার এইচ,এস,সি পরীক্ষায় অংশগ্রহন করবে।মনশুরপুর থেকে পায়ে হেঁটে খিলার মেটু সড়ক হয়ে সমাজ-কমলপুরের রাস্থা।তখনকার দিনে পায়ে হেঁটে অগ্রহায়ণ মাসের জমির আল বেয়ে যাওয়ার রাস্তার বিকল্প ছিল না।তিন বন্ধু জীবনের নানা গল্প করে পথ চলছে।আসার সময় মোহনগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেন পেলে তারা বারহাট্রা স্টেশনে নামবে আবার পায়ে হেঁটে মনশুরপুর আসবে।প্রথমে মোহনগঞ্জ ডিগ্রী কলেজের অফিসে গিয়ে কমল তার পরীক্ষার ফ্রমফিলাপের ডেইট জানবে।পরে তারা তিনজনে মোহনগঞ্জ মিতালি সিনেমা হলে বা দিলসাদ সিনেমা হলে ছবি দেখবে।বেলা ১১ঘটিকায় তারা মোহনগঞ্জ কলেজে যায়।আরো তিনমাস পরে তার ফ্রমফিলাপের ডেইট হবে।মোহনগঞ্জ বাজারের অলিগলি কমলের খুবই চেনা।ট্রাপিক পয়েন্ট আসতেই কমলের কানে আসছে রিস্কাওয়ালারা ডাকছে কেউ মাঘান যাবে কিনা।মাঘান রিস্কা ষ্টেন্ডে নেমেই কমলের মাসির বাড়ি যেতে হয়।মূহুর্তেই কমলের মনটা চলে যায় তার মাসির দেবরের কণ্যা পল্লবীর কাছে।সে আজ মনসুরপুর থেকে আসার সময় একটা কাগজে তার বর্তমান ঠিকানা লিখে এনেছে।যদি ভারেরার নির্ভরযোগ্য কাউকে সে মোহনগঞ্জে সাক্ষাত পায় তাহলে সে তার ঠিকানাটা পল্লবী দেবে।নিরঞ্জন পালের দোকানে বসে তিন চা খাচ্ছে।নিরঞ্জনদা জানালেন আগামী রবিবারে তার মাসতুতো বোন বাণীর বিয়ে তার মেজদির ডাক্তার দেবরের সংঙ্গে।কয়েকমাস পূর্বে বাণীর এ সম্পর্ককে জের ধরেই তার মেসু তাকে তাদের বাড়ি থেকে কমলকে বের করে দিয়েছিলেন।আগামী রবিবারে তাদের সামাজিক স্বীকৃতির মাধ্যমে বিয়ে হবে।কিন্তু কমলের মনে দুঃখ একটাই সবাই বাণীর এ সম্পর্ক জানার পরও তাকে অযথাই দোষারোপ করা হয়েছে।আসলে কমলের মেসু যিনি মোহনগঞ্জ সরকারি পাইলট স্কুলের একজন  শিক্ষক তিনি কেন অযথাই কমলকে অন্যায়ভাবে বাণী ও ডাঃঅনাথবন্ধুর সম্পর্কের ঘনিষ্টতায় দোষারোপ করছিলেন তা আজও সে বুঝে উঠতে পারেনি।তবে বুঝতে শিখেছে একটা ছল করে কমলকে বাড়ি বের করাই ছিল তার মেসুর ইচ্ছা।তবুও কমল মনে মনে ছোটবোন বাণীর শুভবিবাহের শুভ কামনাই করেছে।কমলের বিশ্বাস একদিন সবাই কমলকে বুঝতে পাবে,জানতে পারবে বাণীর সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে কমল দায়ী নয়।দুপুরের ম্যাটিন শো দেখার জন্যে কমল তার দুই বন্ধু বাবু সিদ্দিক  ও ফরিদ সিদ্দিককে নিয়ে দিলশাদ সিনেমা হলের সামনে টিকেট কাটার চেষ্টায় ঘাম ঝরাচ্ছে।এ অগ্রহায়ণ মাসের শীতের দিনেই টিকিটঘরের সামনে হাউসপুল ভীড়ে কমলের বন্ধু ফরিদ সিদ্দিক ঘেঁমে  যাচ্ছে।আজকের ছায়াছবি টি বাম্পারহিট ইন্ডিয়ান অপাড় বাংলার উওম-সুচিত্রা জুটির "শাপ-মোছন"।ছবিটির একটি গান কমলকান্ত রায় কলকাতার আকাশবাণী রেডিওতে শুনেছিল।ভারতীয় বিখ্যাত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কন্ঠে গাওয়া গান।কমল কয়েকমাস পূর্বে পল্লবীকে এ গানটি গাওয়ার জন্যে বলেছিল।"বসে আছি পথ চেয়ে ফ্লাগুনের গান গেয়ে,যত ভাবি ভুলে যাব,মন মানে না গো"।এ গানের কলিটি কমল প্রায়ই গুন গুন করে গায়।একটি সংঙ্গীত পরিবারের অভিশপ্ত জীবনের কাহিনী।ছবিটির শিল্পসৌন্দর্য কমলকে আকৃষ্ট করেছে।বাবু সিদ্দিক বলেছে এ ছবিটি ভারতীয় উপন্যাসিক ও শ্রেষ্ট লেখিকা ফ্লাগুনী মুখোপাধ্যায়ের লেখা।সত্যজিৎ রায় ভারতীয় চলচিত্রে শ্রেষ্ট পরিচালক হিসেবে বিভূতিভূষন বন্দোপাধ্যায়ের "পথেরপাঁচালি" ও ফ্লাগুনী মুখোপাধ্যায়ের "শাপ-মোছন"অসাধারন কৃতিত্বের দাবীদার।সাদাকালো পর্দার ছবি হলেও ছবিটির মান খুবই ভাল।মধ্য বিরতির সময় কমল শোভন চেয়ারে বসে কাঁদছে।ছবির নায়িকা মাধুরী ও মহেন্দ্র দু'টি চরিত্রই কমলের শিল্পী মনকে মুগ্ধ করেছে।মাধুরী উচ্চবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও তার পিতৃবন্ধুর নিন্মমধ্যবিত্ত ছেলেকে যে সরলতায় আপন করে নিয়েছে,ভালবেসেছে তা খুবই অসাধারন কারুকাজ।ছবির এ দৃশ্যকে দেখে কমলের পল্লবীকে মনে পড়ছে।আসলে পল্লবীও তার গানের কন্ঠস্বরের প্রসংশা করেছিল,ভালবেসেছিল।কিন্তু ছবির কাহিনীর আড়ালে ছিল শ্রেষ্ট কাহিনীকারের জীবন আলেখ্য তা কি বাস্তব জীবনে সম্ভব।এ প্রশ্নটির সঠিক সমাধানের জন্যে তার পরীক্ষার পড়ে সকল রাগ-অভিমান ভুলে সে আবার যাবে তার প্রিয়ার কাছে।না কাউকে নির্ভরযোগ্য পায়নি।সিনেমা হল থেকে বেড়িয়ে কমল মোহনগঞ্জের অলিগলিতে লোক খুঁজেছে।তার লেখা ঠিকানাটা পকেটে করেই সন্ধ্যার ট্রেনে বারহাট্রা স্টেশনে নেমে রাত নয়টায় মনসুরপুরে ফির**

**পর্বঃ১৮**

**কমল তার কালাদাদা অভিমান্য সরকারের পরিবারের সবার নিকট থেকে বিদায় নিয়ে মোহনগঞ্জে চলে যাবে।তার স্কুল বন্ধু ফরিদ সিদ্দিক,তার বড়ভাই সম্রাট সিদ্দিক  ও তার চাচাতো বোনদের পরিবার বর্গের নিকট থেকে একে বিদায় নিচ্ছে।ফরিদ সিদ্দিক তার চাচতো বোনদের প্রাইভেটের আরো ৬ হাজার টাকা দিয়েছে।মনসুরপুরের বিমলকুড়ি,দুলাল মৌরির পরিবারের সদস্যদের নিকট থেকে বিদায় নিয়েছে।শিমুলতলা গ্রামের ফজলু মিয়া,ফারুক আব্দুলা গনি,খোকন সবার নিকট থেকে বিদায় নিয়েছে।গত দু'মাস পূর্বেই তার এইচ,এস,সি পরীক্ষার ফ্রমফিলাপ শেষ হয়েছিল।সে প্রথমে বাড়ি যাবে ভেবে মোহনগঞ্জ আসে।মোহনগঞ্জ বাজারের মধ্যে সে তার মাসতুতো ছোট ভাই সাধনের দেখা পায়।সাধন বলেছে তার মেজদা নালিতাবাড়ি থানার সেকেন্ড অফিসার তাকে বলেছিল কমল যেন তাদের বাসায় থেকেই যেন পরীক্ষা দেয়।না সাধনের কথায় কমলের মনের ব্যাথাটা তেমন হালকা হয়নি বরং ব্যাথাটা আরও বেড়েই চলেছে।কমল আজ ছয়মাস পরে বাড়িতে যাচ্ছে।তার জীবনের স্বপ্নকে বাস্তবে রুপ দিতে তাকে এইচ,এস,সি পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট  করতে হবে।ধর্মপাশা পৌঁছে কমল তার পথ চলার সাথী হিসেবে পেয়ে যায় তার বাখরপুরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক পুরাতন বন্ধু প্রদীপ সরকারকে।সে আজ তার মাসির বাড়ি ফুলবাড়িয়া থানার ঝনকান্দা থেকে।এই ছনকান্দাই পল্লবীর মামার বাড়ি।সেখানে সৌভাগ্য পল্লবী সংঙ্গে প্রদীপের আলাপ ও পরিচয় হয়।প্রদীপ কমলের ভাল বন্ধু জানতে পেরে পল্লবী ঠিকানা জানতে চেয়েছিল।কিন্তু কমলের সঠিক ঠিকানা প্রদীপ দিতে পারেনি।প্রদীপ কমলের ঠিকানা না বলতে পারলেও পল্লবীর মনের অনেক কথা জানতে পেরেছে।পথ চলতে চলতে প্রদীপ পল্লবীর সম্পর্কে অনেক তথ্য দিয়েছে।পল্লবীর অভিমান একটাই প্রায় ছয়মাস গত হতে চলেছে তার হৃদয়ের বন্ধু পল্লব দাদার সাথে দেখা নেই।তার বান্ধবী অর্পনার ঠিকানায় একটি পত্র আসবে ভেবে এতদিন অতিবাহিত হলো।কিন্তু আজও কেন তার পল্লবদার কোন খবরা-খবর পায় নি।**

**গাছতলা বাজারে এসে কমল তার বন্ধু প্রদীপকে নিয়ে একটা চা-ষ্টলে ঢোকে।তারা চা নাস্তা শেষ করে আবার যাত্রা শুরু করে।বাকী পথটুকু তাদের পায়ে হেঁটেই যেতে হবে।প্রদীপ কমলকে তার জীবনের বর্তমান অবস্তার কথা জানায়।সে এখন ময়মনসিংহের গাঙ্গিনা পাড় একটি কাপড়ের দোকানে কাজ করে।এস,এস,সি পরীক্ষা দেবার পূর্বেই তার বড় ভাইয়েরা তার লেখাপড়া ছাড়িয়ে দিয়েছে।তাদের বাড়ি,বিষয় সম্পত্তি তাদের পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে ভাগ করা হয়েছে।বড় ভাইয়ের সাথে তার সম্পত্তি ভাগ হয়েছে কিন্তু সে জানে সম্পত্তি কোন ভাগই সে পাবে না।এস,এ,রেকর্ডের সময় বড় ভাইয়ের নাম এসেছে।কমলের পরিবারের অবস্থাও তদ্রুপ।তার তিন ভাইয়ের সম্পত্তি ও বাড়ি,চারা সবখানেই দুই ভাইয়ের নাম আছে কিন্তু কমলের নাম নেই।তার দুই ভাই তাদের কাকা মিনুকে দায়ী করেছে।এ দিক দিয়ে প্রদীপ ও কমলের জীবনের মিল আছে।সন্ধ্যা নামার একটু পূর্বে ওরা দু'জন নিজ গ্রাম বাখরপুরে আসে।**

**অনেক দিন পরে মাতৃভূমির প্রকৃতিতে সন্ধ্যা নামছে।গ্রামের পূর্ব প্রান্তে দেবত্ব বনে সাদা বক সাড়ি সাড়ি উড়ে যাচ্ছে।অনেকদিন পড়ে মায়ের স্নেহের পরশে কমলকান্ত আনন্দিত।তার এইচ,এস,সি পরীক্ষার ফ্রমফিলাপে শেষ।সে এবারও পরীক্ষা দিবে জেনে মা,বাবা খুবই আনন্দিত হলেন।রাতে কমল মায়ের নিকট মাসির বাড়ির সমস্ত ঘটনা বলে এবং সাধনের সংঙ্গে আসার সময় আজকে মোহনগঞ্জে দেখা হয়।সাধন তাকে তাদের বাড়ি যাওয়ার জন্যে বলেছিল এবং তাদের মাইলোড়া বাসায় থেকে পরীক্ষা দেওয়ার কথা বলেছিল।সব কথা শুনে মা কমলকে সাধনদের বাসায় থেকেই পরীক্ষা দেওয়ার সিদ্বান্ত দেন।**

**পর্বঃ১৯**

**সপ্তাহ খানেক বাড়িতে খাটিয়ে কমল আজ আবার মোহনগঞ্জ এর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে।সকাল নয়টায় পায়ে হেঁটে প্রথমে ধর্মপাশা যায়।বাড়ি থেকে ধর্মপাশা পৌঁছতেই বেলা ১টা বেজে গেলো।সে প্রাইভেট পড়িয়ে পড়ালেখার খরচ চালাচ্ছে জেনে মায়ের অনেক কষ্ট হয়েছে।তবুও তার মার  দিন-রাত একটা গভীর চিন্তা**

**ছিল কখন যে তার ছোট ছেলের লেখা পড়া চিরতরের জন্যে বন্ধ হয়ে যায়।অথচ যখন তাদের একান্নবর্তি পরিবার ছিল তখন তাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুবই ভাল ছিল।কমলের জেটাবাবুকে সে ছেলেবেলায় দেখেছে।তবে তার তেমন একটা মনে নেই।সেই ষাটের দশকে কমলের জেঠাবাবু সরকারি হাসপাতালের একজন এম,বি,বি,এস ডাক্তার ছিলেন।পরিবারের সিংহভাগ টাকা খরচ করেই তাকে ডাক্তারী পড়ার খরচ চালিয়েছিল।কমলের বাবার বিয়ের পর কয়েকবছর পরেই তার জেঠাবাবু সপরিবারে তার ভাগের সম্পত্তি বিক্রি করে ভারত চলে যায়।ফলে তাদের পরিবারের আর্থিক মেরুদন্ড আস্তে আস্তে ভেঙ্গে পড়তে শুরু করে।আবার তাদের এক ফসলে অঞ্চলে পর পর ফসল অকাল বন্যার পানিতে ফসল হানি,শিলা বৃষ্টি,কখনও অধিক খরাতে জমির ফসল নষ্ট হয়ে যায়।তখন জমি-জমা বিক্রি করা ছাড়া কোন উপায় থাকতো না।জমির তেমন দামও পাওয়া যেত না ফলে দিন দিন তাদের পরিবারের আর্থিত অবস্থা ক্রমে সূচনীয় হয়ে পড়ে।প্রায়ই পরিবারের ব্যায়ভার বহন করতে ঋনের বোঝা টানতে তার বাবাকে হিমসিম খেতে হতো।কমল তার পরিবারের এসব কথা ভাবতে ভাবতে বিকাল তিন ঘটিকায় মোহনগঞ্জ এসে পৌঁছে।**

**সেদিন ছিল বুধবার।তার মাসতুতো ছোট ভাই মোহনগঞ্জ বাজার খরচ করতে আসে।হঠাৎ সাধনের দেখা হয়।সাধন কমলের নিকট বাসার চাবি দিয়েছে।তখন বাসায় সাধন ছাড়া কেউ থাকে না।এবার সাধনও মোহনগঞ্জ ডিগ্রী কলেজ থেকে এইচ,এস,সি পরীক্ষা দিবে।সাধন বেশীর ভাগ সময়েই বাড়িতেই থাকে।পরীক্ষা নিকটবর্তী হওয়ায় সে গত সপ্তাহেই বাসায় উঠেছে।নিজেই রান্না করে।আজ বুধবার তাই সে কেবল দুপুরের রান্না সেরেই বাড়ির জন্যে বাজার খরচ করতে বেড়িয়েছে।কমল একাই বাসায় এসে গোছগাছ সাড়লো।বাসার একটি টেবিলে সাধন পড়ে।আর বাকী আর একটি টেবিলে কমল সাধনের কথা মতই তার বই,খাতা পত্র গোছগাছ করে রাখে।ইতিমধ্যে সে স্নান করে সাধনের অপেক্ষা করছে।কমল ভাবছে অনেক কথা।তার মেসু কয়েকমাস পূর্বে তাকে তার মাসতুতো ছোট বোন বাণীর প্রেমের সাহায্যকারী বলে অপবাদ দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে।আজ সাধন বলতেই সে চলে যাবে,এ যেন সে ভাবতেই পারে না।কমল তার মায়ের কথায় এখানে এসেছে।কমলের মা বলেছিল,কোন বাবার মেয়ে যদি রাত দুপুরে বাড়ি ফিরে অথবা কারো হাত ধরে চলে যায় তখন সে বাবার মনের অবস্থা ভাল থাকার কথা নয়।হয়তো সাধনের বাবা রাগের মাথায় কমলকে কুটুক্তি করেছিল।বাণীর বিয়ের পর সবার ভুল ভেঙ্গেছিল,কিন্ত সেদিনটির কথা কমল ভুলতে পারেনি।নানা কথা ভাবতে ভাবতে কমলের মনে ছয়মাস পূর্বে পল্লবীর বিদায় বেলার কথাগুলি মনে পড়ছে।পল্লবী বলেছিল," পরীক্ষার পূর্বে একবার এসো দাদা"।পল্লবীর হাতছানি কমলের মনে বেশী করে দাগ কাটছে।**

**সাধন বাজার থেকে ফিরেছে।কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় বাজার বাসার জন্যে রাখল।সাধন জানাল তার বাবা নাকি আজ বাসায় আসবে।সেজন্য বেশী করে সে দুপুরের রান্না করেছে।সাধনের বাবা পেনসন পাওয়ার পর মাসিক বেতন তুলতে মোহনগঞ্জ সোনালী ব্যাংকে এলে,নিজের  পেনসনের টাকায় কেনা বাসায় খানিক্ষন বিশ্রাম নেন।কিছুক্ষণ পড়ে কমলের সংঙ্গে তার মেসু দেখা হয়।তার মেসু স্বাভাবিক ভাবেই কমলদের বাড়ির কুশলাদি জেনে নেয় এবং  তিনি তার পরিবারের অনেক বিষয়াদি কমলকে জানায়।বিগত ছয়মাস পূর্বে কমলকে বাড়ি থেকে বের করার ক্ষেত্রে সে দিনে তার মানসিক ব্যার্থতার নানাদিকের কথা তিনি কমলকে শেয়ার করেন।সাধনের পড়াশুনার অমনোযোগীতা ও উদাসীনতা কথা,বড় চার ছেলেরা যার যার পরিবার নিয়ে চাকুরী স্থলে অবস্থান ও সবিশেষ বাড়িতে রান্না করার মত কেহই নেই উল্লেখ করেন।এ বাসায় থেকেই নিজেরা রান্নাকরে পরীক্ষা দেওয়ার কথা বলেন এবং সাধনকে যথাসম্ভব পড়ালেখায় সাহায্য করতে বলেন।তিনজনের খাওয়া শেষ হলো।একটা রিস্কা ডেকে সাধন বাড়ির বাজার খরচ ও তার বাবাকে তুলে দিয়ে আসলো।কমলকে সংঙ্গে নিয়ে সাধন অনেক দিন পড়ে বাসায় পড়তে বসলো।কমলের মনে স্বস্থি ফিরে আসলো।আগামী রবিবারে তাদের গ্রাম ভারেরা বানিয়াগাতীতে মাঘী পূর্নিমার মেলা বসবে।মেলা উপলক্ষে বাড়িতে বাড়িতে পিঠা-পায়েশ খাওয়ার ধুম পড়ে যায়।তাই আগামী রবিবারে সাধন তার কমলদাকে সংঙ্গে করে বাড়ি যাবে**

**পর্বঃ২০**

**আজ রবিবার।সকালে হালকা নাস্তা সেরে কমল ও সাধন মাঘী পূর্নিমার মেলা উৎসব পালনে সাধনদের বাড়িতে যাচ্ছে।এ কয়মাসে কমল প্রাইভেট পড়িয়ে প্রায় পনের হাজার টাকার উপরে কামিয়েছে।বাড়িতে গিয়ে সে তার বাবার হাতে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছে।গতরাতে সাধনকে নিয়ে মোহনগঞ্জের বাটা সু-ষ্টোর থেকে দামী বেলীকেস সু কিনেছে এবং ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর থেকে কিনেছে দামী জ্যাকেট আর জিন্স সেট।এখন নতুন পোষাকে কমলকে অসাধারন লাগছে।**

**...দাদা,আজ আপনাকে অসাধারন হ্যান্ডসাম লাগছে।**

**...সত্যিই তাই!**

**...হ্যাঁ দাদা।আমার মনে হচ্ছে আজকের এ মাঘী পূর্নিমার রাতে আপনার কোন প্রিয়জনের সানিধ্য পাওয়ার দরকার।**

**...দুর বোকা!আমার জীবনের এমন সুন্দর রাত আসার এখনও অনেক সময় হয়নি।আর কখনও আসবে কিনা জানি না!**

**...কেন দাদা?এমনটি ভাববেন না দাদা।করো জীবনে দুঃখ চিরকাল থাকে না।**

**মোহনগঞ্জ মাঘান রিস্কা ষ্টেন্ড থেকে রিস্কায় বসে দু'জন আলাপ করতে যাচ্ছে।কমল ইতিমধ্যে পল্লবীর জন্যে একটা উপটৌকন কিনে রেখেছে।দু'টি উপন্যাস।একটি বিভুতিভূষন বন্দোপাধ্যায়ের 'পথেরপাঁচালি' এবং আর অপরটি ফ্লাগুনী মুখোপাধ্যায়ের 'শাপ-মোছন'।**

**উপন্যাস দু'টির কথা কমল তার প্রেয়সী পল্লবীকে উপহার দেয়ার কথা অনেক আগেই বলেছিল।কিন্তু তখন তার হাতে উপন্যাস দু'টি কেনার টাকা ছিল না।গত রাতে ব্যাগ গোছানুর সময় সাধনের অলক্ষ্যে সে বই দু'টি তার ব্যাগে রেখছে।সেই ডাগর দু'টি চোখ,সারাক্ষণ মুখে হাসি লেগেই থাকে।কথা বলতে বলতে যে কোন সময় হঠাৎ ঘেমে যাওয়াটা কমলের খুবই ভাল লাগে।ওর গায়ের গন্ধটি কমলের খুবই মিষ্টি লাগে।পল্লবের পল্লবীর বাম গালে একটা কালো তিল।এ তিলটি যেন প্রজ্বলিত আকাশের দ্রুব তাঁরা।সব সময় আলো ছড়াচ্ছে।চিবুকের হাসির রেখা তার নব যৌবনের বাগানে যেন ফুটন্ত গোলাপ।**

**ইতিমধ্যে পল্লবীদের বাড়ির সবাই জেনে গেছে কমল সাধনদের বাসায় উঠেছে।এখান থেকেই সে এইচ,এস,সি পরীক্ষা দিবে।পল্লবী কাকু রবিকাকা গতকাল পল্লবীর মাকে বলেছে,সাধন ও কমল মাঘী পূর্নিমার মেলায় বাড়িতে আসবে।পল্লবী ও তার মুকুর তাদের মামার বাড়ি ফুলপুর থানার ঝনকান্দা যাওয়ার কথা ছিল।পল্লবী এস,এস,সি পরীক্ষা শেষ হয়েছে।সে এখন পরীক্ষার ফলাফলের অপেক্ষা করছে।কিন্তু মুকুরের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ না হওয়ায় আর যাওয়া হয়নি।পল্লবীর বান্ধবী অর্পনা এখন তার মামার বাড়ি বারহাট্রায়।তাই পল্লবীর এখন আর একাকীত্ব ভাল লাগে না।মাঝেমাঝে হারমোনিয়াম নিয়ে খানিকটা সময় কাটে।গান গাইতেও তার এখন খুব একটা ভাল লাগে না।সারাক্ষণ তার পল্লবদার মুখটা ভেসে ওঠে।আজ তার প্রিয়তম পল্লবদা তাদের জেঠাবাবুর ঘরে আসবে।পল্লবীর দাদুর মামার বাড়ি এ গ্রাম।সাধনের বাবা ও পল্লবীর বাবা মামাতো পিসাতভাই।একই বাড়িতে পল্লবীদের পাশাপাশি ঘর।আজ সকাল থেকে পল্লবী অধীর আগ্রহে তার প্রিয়তম পল্লব দাদার জন্যে পথপানে চেয়ে আছে।**

**মানশ্রীর পালপাড়ার উওরের মাঠে মাঘী পূর্নিমার মেলার প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ হওয়ার পথে।মেলার প্রদর্শনী গেইটে সহপাঠী দুলাল চক্রবর্তীর সংঙ্গে দু'জনের দেখা হলো।গত বছর এইচ,এস,সি পরীক্ষার আকস্মিক দূর্ঘটনার আলাপ হলো।পাল পাড়ার দুলাল পুলিশে চাকুরী নিয়েছে।সাধনকে উওর পাড়ার গোপাল জানিয়েছে,এবার মেলার বারটি গেইট সহ সমস্ত ডেকোরেশন গত বছরের তুলনায় আরো উন্নত হবে।সিংগের বাড়ি ব্রজনাথ সিং এর কলকাতার দাদা চিন্ময় সিং এর পরিবার সহ গত সপ্তাহেই বাংলাদেশে এসেছে।চিন্ময় সিং কলকাতার বারোয়ারি জয়িত্রী দলকে দিয়ে নানারকম লাইটিং সহ সমস্ত আধুনিক সাজে সজ্জিত হবে মেলার প্রাঙ্গণ।সাধন তার সহপাঠী দুলাল,গোপাল,দিলীপের সংঙ্গে আলাপ করছে।বেলা প্রায় দশটা।সকালের খাওয়া হয়নি।সাধনের বুঝি পেটে ক্ষুধা নেই।কমলের ভাল লাগছে না।কখন সে তা প্রিয়তমা পল্লবীর দেখা পাবে।যাক এবার সাধন ও কমল মেলা প্রাঙ্গণ থেকে বাড়ির দিকে রওনা দিচ্ছে।**

**পর্বঃ২১**

**হাত মুখ ধুঁয়ে সাধন তার কমলদাকে নিয়ে ভাত খাচ্ছে।খাবার প্রায় খাবার শেষ।দু'জনে হাত ধুঁয়ে নিচ্ছে।হঠাৎ পল্লবীর আগমন।**

**...বড় বৌদি, মা একটু মিষ্টান্ন দিয়েছেন।সাধনদাকে দেওয়ার জন্যে।**

**...শুধু তোমার সাধনদাকে?**

**বৌদির এমন কথায় পল্লবী লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছিল।দু'জনকে মিষ্টান্ন দিতে দিতে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করছিল।বড়বৌদির এমন ফানে পল্লবীর বদলে যাওয়াটা অনেকেই লক্ষ্য করছিল এবং হাসছিল।**

**...কেন বৌদি এতটুকু মিষ্টান্নতে যত জনের হয়,দেবো।**

**...ও তাই বলো!**

**...তুমিই দিবে,নাকি আমি দেবো।**

**...আমিই দিচ্ছি।**

**...দেখে শুনে দাও!**

**...দিচ্ছি।**

**সবাই কেন হাসছিল?পল্লবী চেয়েছিল,মিষ্টান্ন দিয়ে সে তার প্রিয়তম পল্লবদা মাঘী পূর্নিমার উৎসব সেলিব্রেট করতে চেয়েছিল।আসলে পল্লবীদের ঘরে নতুন কিছু রান্না করা হলে,পিঠা-পায়েশ,মিষ্টান্ন বিভিন্ন ফল যেমন,লিচু,আম,কাঁঠাল ইত্যাদি পাকলে পল্লবীর মা সাধনদের বাড়িতে পাঠায়।দু'বাড়ির এসব দেয়ার-নেয়ার মধ্যে পারিবারিক সম্প্রীতি দীর্ঘ দিনধরে চলছে।যদিও সাধনদের আপন জেঠাতো ভাই দীনুরা ছিল ঝগড়াটে।ফলে সাধনদের পরিবারের সহিত তাদের আপন জেঠাতো ভাইদের সম্পর্ক প্রায়ই ফাটল ধরতো।কোন সময় নাকি দীনুরা সাধনদের বাড়ির সীমানায় কয়েকটি দামী সেগুন,রেন্টি,আকাশী গাছ কেটে নিয়ে যায়।যদিও এর আগে অনেকবার সাধনের মেজদা নালিতাবাড়ি থানার সেকেন্ড অফিসার সুবোধদা স্থানীয় আমিন পরিমল রাউৎকে দিয়ে বাড়ি মেপেছিল,সীমানায় ফিলার দিয়েছিল।তবুও এ সমস্যার সমাধান হয়নি।শেষ পর্যন্ত নেত্রকোনা ফৌজদারী আদালতে মামলা হয়েছিল।সাধনের বাবা শৈলেন্দ্র সরকার মোহনগঞ্জ সরকারি পাইলট স্কুলের শিক্ষক ছিলেন।নেত্রকোনার ফৌজদারি আদালতে মামলার সময় সাতজন উকিলই ছিল সাধনের বাবার ছাত্র।ফলে মামলায় জয়ের আশংকা সাধনদের পরিবারের পক্ষে চলে আসে।পল্লবীদের বাবা,কাকু গ্রামের মুরব্বীদের সহায়তায় গ্রাম্য সালিশে বিষয়টি নিস্পত্তির মধ্যস্থতা করার চেষ্টাও করেছিল।তবুও সাধনদের জেঠাতো ভাইয়েরা গ্রাম্য সালিশের ডাকে আসে নি।ফলে সেদিন থেকে সাধনদের জেঠাতো ভাইদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠেনি।পল্লবীদের বাড়ির সম্পর্ক উভয় পক্ষের বাড়ির সংঙ্গে সমানে সমান।তবে সাধনদের বাড়ির লোকেরা পল্লবীদের বাড়িতে যাক,এটা সাধনদের জেঠাতো ভাইয়েরা ভাল ভাবে দেখতো না।অবশেষে মামলায় সাধনদের জয় হয়।সেই থেকে সাধনদের পরিবারের সদস্যরা দৈবাৎ পল্লবীদের ঘরে যায়।নেহায়েত প্রয়োজন ছাড়া পল্লবীর মা,বাবা,কাকু,কাকীমনিরা ও আসে না।তবে কারো ঘরে ভাল কিছু খাবার তৈরি হলে ছোটদের দিয়ে পাঠানু হয়।আজকেও এই সুবাদে পল্লবীকে দিয়ে পল্লবীর মা মিষ্টান্ন পাঠালেন।**

**পল্লবী বড়বৌদির কথায় কিছুটা লজ্জাই পেয়েছে।তার পল্লবদাদার সাথে যে বিদ্যমান সম্পর্ক তাতো তার বান্ধবী অর্পনা ছাড়া আর কেহ জানে না।তাহলে বড়বৌদির এ রসিকথার কোন অর্থই খোঁজে পাচ্ছে না পল্লবী।এতদিন পড়ে তার প্রিয়তম পল্লবদার সাথে দেখা কিন্তু একটু মিষ্টান্ন সেলিব্রেট করতে গিয়ে এমন বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হবে,তা সে ভাবতেই পারছে না।আর তার পল্লবদাকে মিষ্টান্ন দিতে গিয়ে তার গায়ের ওড়নাটা হঠাৎ পিছলে পরে দাদার থালে,তখন সেজবৌদি,বড়বৌদির হাসির মাত্রা দ্বিগুণ বেড়ে যাওয়ায় পরিবেশটি আরো অনাকাঙ্ক্ষিত হয়ে পড়ে।**

**রান্নাঘরে না দাঁড়িয়ে পল্লবী তাদের ঘরে আসে।অনেকদিন পড়ে তার প্রিয়তম পল্লবকে দেখে তার হৃদয়ের ভালবাসার পাপড়ি যেন পাখনা মেলেছে।সাধনদা বলেছে," পল্লবী,জলি,তুলি,মুকুর সবাইকে তৈরি থাকতে"।সবাইকে নিয়ে আজ রাতে মাঘী পূর্নিমার মেলা দেখতে যাবে।হৃদয়ের কাছে আজ পল্লবদা।মনে মনে ভাবছে সাধনদাকে ফাঁকি দিয়ে তার প্রিয়তম পল্লবদাকে সংঙ্গে নিয়ে মেলায় খানিক্ষন হাত ধরে হাঁটবে।কথাটি মনে করতেই পল্লবীর শরীরটা কেমন যেন শিরশির করে উঠলো।পলকে একটা হাসির হালকা ঢেউ পল্লবীর গা'র উপর দিয়ে বিলি কেটে গেল।**

**পর্বঃ২২**

**খাওয়া শেষ করে খানিক্ষন পড়ে কমল পল্লবীদের ঘরে বেড়াতে গেল।সাধন কি একটা কাজে বানিয়াগাতীর গোপালদের বাড়িতে গিয়েছে।কমল এ সুযোগটা কাজে লাগাতে চায়।অনেকদিন পড়ে কমল পল্লবীর সানিধ্য লাভে এটিই উপযুক্ত সময়।পল্লবীর মা,কাকী ও তার ছোট বোন তুলিকে নিয়ে সাধনদের বড় পুকুরে স্নান করতে গিয়েছে।একটু আগে পল্লবী স্নান শেষ করে পুকুর থেকে ফিরেছে।বড় ঘরে কাউকে খুঁজে পাওয়া গেল না।অগত্যা কমল পল্লবী রোমে উঁকি দেয়।আস্তে আস্তে ঘরে প্রবেশ করে।কমল পা টিপে টিপে পেছন থেকে দু'হাত দিয়ে পল্লবীর দু'চোখে ধরে।পল্লবী হাত দিয়েই বুঝতে পারলো এ নিশ্চয়ই তার প্রিয়তম পল্লবদার হাত।অনেকদিন পড়ে পল্লবের বাহুবন্ধনে পল্লবীর শরীরে বিদ্যুৎচমক বয়ে গেল।হৃদয় তন্ত্রীতে আনন্দের ঢেউ খেলে যাচ্ছে।খানিক্ষণ কমল পল্লবীকে অষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে।শুরুতে পেছন ফিরে,তারপর মুখোমুখি,মাখামাখি।একটু আগে সেজুঁতি করা কমলালেবুর কোয়ার মত ঠোঁট দু'জোড়া জিহ্বার স্বাদ-আস্বাদনে দু'জনে একাকার।**

**...প্লিজ,পল্লব ছাড়ো!যে কোন সময় মা ঘরে এসে যাবে।**

**...মা তো স্নান করতে গেছেন।আসতে অনেক দেরী আছে।একদম নড়াচড়া করো না লক্ষ্মীটি।অনেকদিন আগে ফেলে আসা তোমার-আমার ভালবাসার ত্রৌঞ্চদ্বীপে একটু আবগাহন করি।**

**...ঠিক আছে!এবার ছাড়।ছাড় না।**

**এবার পল্লবী অনেকটা জোড় পূর্বক নিজেকে পল্লবের বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করেছে।দু'জন স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করছে।পল্লবী লজ্জায় লাল হয়ে গেছে।সদ্য স্নাত পল্লবী তার ঠোঁট,গাল,গ্রীবাদেশ জল ও টিসু দিয়ে মুছে নিয়ে নতুনভাবে সেজুঁতি করছে।আর ঈষৎ হাসছে।**

**কমল ভাবছে আজ একি হলো আমার!এমনটি হওয়ার তো কথা ছিল না।পল্লবী মুখের ঈষৎ হাসির রেখা চোখে পড়ায় পল্লবের মনটা অনেকটা চিন্তামুক্ত হয়েছে।গত পরশু মোহনগঞ্জ তন্বী লাইব্রেরী থেকে কেনা দু'টি উপন্যাস পল্লব তার প্রিয়া পল্লবীর হাতে তুলে দেয়।**

**...দাদা,আমার দীর্ঘ দিনের ইচ্ছা ছিল।বিভূতিভূষন বন্দোপাধ্যায়ের "পথেরপাঁচালি"উপন্যাসটি পড়বো।তুমি আমার মনের আশাটি পূর্ন করায়,তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ।**

**...আর কিছু।**

**...আপাতত না।একটু আগে যতটুকু হয়েছে,তাই যথেষ্ট।**

**...আজ রাত বারটার পর মন্দিরের পেছনের বেদীমুল এসো।**

**...ঠিক আছে,আসবো।আর এটা..**

**...এটা আমার প্রিয় উপন্যাস "শাপ-মোছন"তোমার জন্মদিনের উপহার হিসেবে দিলাম।**

**...এ উপন্যাসটির কথা সাধনদার সেজদা কানুদা আমাকে বলেছিল।এটি নাকি ফ্লাগুনী মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ট রচনা?**

**হ্যাঁ।আমার প্রিয় একটি উপন্যাস।**

**...ঠিক আছে।আমার জন্মদিনে তোমার প্রিয় উপন্যাস,প্রিয় উপহার হিসেবে-আমি সাদরে গ্রহণ করলাম।**

**...শুনে সুখী হলাম।**

**...আচ্ছা দাদা,তুমি এখানে কয়দিন থাকবে।**

**...আমার পরীক্ষা তো মার্চের নয় তারিখ।হয়তো আগামীকালই চলে যাব।**

**...এত তাড়াতাড়ি!আর কয়টা দিন বুঝি থাকা যাবে না।**

**...হ্যাঁ।অবশ্য সাধন যদি কোন কাজে আটকে যায় তবে দু'একদিন থাকতেও পারি।**

**...তাই যেন হয়!**

**কিছুক্ষণ পড়ে পল্লবীর মা,কাকীমা ও তার ছোটবোন তুলি স্নান শেষ করে বাড়িতে আসে।কমল একে একে পল্লবীর মা ও কাকীমার সাথে দেখা করলো।প্রণাম করলো।পল্লবীর মা জানতে চাইলো,পল্লবী কমলকে প্রণাম করেছে কিনা?পল্লবী এসে কমলকে গড়গড় করে প্রণাম করলো।আর মনে মনে বললো,"দাদাকে কি প্রণাম করবো,আমার পল্লবদাদা যে অনেক আগে এসে,আমাকে আলিঙ্গন করে আমার হৃদয়ের ভাঁজে ভাঁজে প্রেমের জোয়ার বয়ে দিয়েছে।আমার সতের বছরের যৌবনের ভরা ফ্লাগুন উত্তাল হাওয়ায় পাল তুলে দিয়েছে।**

**পল্লবীর মা প্রতিভা দেবী কমলকে খুবই স্নেহ করেন।তাই তিনি আস্তে আস্তে তাদের বাড়ির সকলের কুশলাদি জানলো।কমলের পরীক্ষার প্রস্তুতি কেমন চলছে?এবার পরীক্ষার প্রস্তুতি কেমন হয়েছে?ইত্যাদি নানা কথার ফাঁকে সাধনের ছোটবোন বাণী বিয়ের আধ্যপান্ত ঘটনার বিবরন দিলেন।কমলের আকস্মিক বিদায়ের ঘটনাদি নানাদিকের ব্যাখ্যা দিলেন।পল্লবীকে দিয়ে নাস্তা আনালেন।গরম দুধের সংঙ্গে এক পাশে দই ও পাটিসাপটা পিঠে,মালপা,এক পাশে বেশ কয়েকটা সন্দেশ ভাজাপুলি,নারকেলের মোয়া দিয়ে তৈরি নাস্তা।দুধের নিচে রাখা দুধের সর।কমল তার প্রিয় খাবার খেতেই এ মাঘী পূর্নিমার তিথিতে এসেছে।তবে তার প্রিয়া পল্লবীর পরিবেশনায় এসব খাবার পেয়ে সে তৃপ্তি সহকারে খেতে পারবে তা সে কখনও ভাবতে পরেনি।**

**পর্বঃ২৩**

**সন্ধ্যা বেলা মানশ্রী পাল পাড়ার উওরে মাঘী পূর্নিমার মেলায় আয়োজক সিং বাড়ির ব্রজনাথ সিং ভারেরা,পালপাড়া,কায়স্থপাড়া,দাসপাড়া সহ সকল পাড়ায় ঘরে ঘরে লোক পাঠিয়ে নিমন্ত্রণ করেছেন।মেলা এলাকার স্ত্রী-পুরুষ,ছেলে-মেয়ে  আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই যেন অংশগ্রহন করে।বিকাল ৪ ঘটিকায় মোহনগঞ্জ থানার তরফ থেকে নিঃছিন্দ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঘোষনা করা হয়েছে।প্রথমে বড়কাকী পল্লবীকে মেলায় যেতে বারন করেছিলেন।ব্রজনাথ সিং কাকুর ঘরে ঘরে নিমন্ত্রণ করায় এবং কলকাতার বিখ্যাত ডেকোরেশনের কথা ও মোহনগঞ্জ থানা কতৃর্পক্ষের নিরাপওার মাইকিং শুনে সন্ধায় সকলের অনুষ্টানে যেতে**

**রাজি হয়।গত বছর নাকি মাঘী পূর্নিমার মেলায় স্থানীয় মাদ্রাসার ছাত্ররা একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটিয়েছিল ফলে এবার অনুষ্টানে যেতে অনেকেই স্বস্থি পাচ্ছিল না। ছোটকাকি,মুকুর,তুলি,পলাশ, জলি ও সাধনকে সংঙ্গে নিয়ে বড়কাকী অথ্যাৎ পল্লবীর মা সন্ধা ছয়টায় মেলায় ঘুরে আসবেন বলে স্থির করলেন।পল্লবীর ইচ্ছা রাত ৯টায় আতশ বাতির মাধ্যমে বুদ্ধদেবের স্বর্ণ খচিত মূর্তির আবরন উন্মোচন অনুষ্টানটি দেখবে।ব্রজনাথ কাকু জানিয়েছেন মূলফটক থেকে মন্দির পর্যন্ত দু'পাশে তরুন বয়সের ছেলে ও অষ্টাদশী তরুনীদের নাম লিষ্ট করেছে।এতে এ পাড়ার মেয়েদের মধ্যে পল্লবীর নাম আছে।পল্লবীকে হলুদ শাড়ী লাল পেড়ে সহ পূর্ন সেট দেয়া হয়েছে।এ পাড়ার আরো অনেক মেয়েদের নাম লিষ্টে আছে।তাদের মধ্যে ময়না,মিতু,আলপনা,মিরা,পান্না তারাও মূর্তি উন্মোচন অনুষ্টানে অংশ নেবে।আর ছেলেদের মধ্যে এ পাড়ায় সাধন,কমলের নাম আছে।তাদের ও সাদা পেন্ট,কেরুলিন কারুকাজের পাঞ্জাবী দেয়া হয়েছে।তাই পল্লবীর মা মেলা থেকে ফেরার পর পল্লবী,কমল ও সাধন মেলায় যাবে।বড়কাকী কমলকে ডেকে বলেছেন।কমল যেন,সন্ধায় ঘন্টা খানেক সময় পল্লবীর ঘরে থাকে।কমল সহজেই তার বড়কাকীর কথায় রাজি হয়।আজ রাত ১২টার পড়ে পল্লবী ও পল্লবের সাধনদের মঙ্গলচন্ডী মন্ডপের পেছনের একটি অনেক আগে কাটা গাছের বেদীমুল বসার কথা ছিল।মন্দিরের চারপাশে মেহেদি গাছের উঁচু বেড়া।দিনের বেলায়ই বাইরে থেকে দেখা যায় না।**

**যাক আজ আর মেহেদি গাছের কাঁটার আঁচড় সহ্য করতে হলো না।বড়কাকী অাজ তাদের যেন একসাথ থাকার আদেশ দিলেন।কমলের ইচ্ছে হচ্ছে সন্ধা পাঁচটায়ই পল্লবীদের ঘরে চলে যায়।কিন্তু তাকে এতোটা বেহায়াপনা করা ঠিক পাছে যদি কেহ সন্দেহ করে।**

**পল্লবী তার মায়ের সিদ্ধান্তের কথা জানলো।মনে মনে মাকে ধন্যবাদ দিচ্ছে। তার মা ও ছোটবোন,কাকিমা ও ছোট কাকাতো ভাই-বোনদের সন্ধারাতে মেলা যাওয়ার সিদ্ধান্তে সে খুবই খুশী হয়েছে।তবে মাঘী পূর্নিমার এ চাঁদনি রাতে তার পা দু'টি কাঁপছে।আসলে কারো মনে হবে হয়তো শীতে কাপঁছে।না শীতে কাঁপছে না।তার প্রাণের প্রিয়তম পল্লবদা আজকের মধু পূর্নিমা রাতে অভিসারে আসবে।**

**সন্ধ্যা সাতটায় কমল পল্লবীদের ঘরে আসে।পল্লবীকে নিয়ে লেখা একটা কবিতার পান্ডুলিপি।তার প্রথম কবিতাটি"প্রিয়ার জন্যে পংক্তিমালা"।কবিতাটি সম্প্রতি একটি ম্যাগাজিনে প্রকাশ হয়েছে।পল্লবীর মা,ছোটবোন তুলি,কাকীমা ও কাকীমার ছেলে-মেয়েরা সবাই মাঘী পূর্নিমার মেলায় যাবার জন্যে তৈরি হয়েছে।একটু পরেই তারা রওনা হবে।কমলের দেখা পেয়ে পল্লবীর মা বললো,"কমল, তোমার বড়কাকু কিছুক্ষণ পরে মনে হয়তো বাড়ি ফিরবে।আমরা বাড়ি না ফেরা অবধি তোমরা বাড়িতেই থাকবে"।**

**কমল পল্লবীর ঘরে বসে ম্যাগাজিন পড়ছে।এ্যারি মধ্যে পল্লবী সব ঘরের দরজা ঠিক ভাবে লাগানু আছে কিনা দেখে আসে।বড় ঘরের মেইন দরজা লাগিয়ে নিজের ঘরে আসে।তার হাতে এক কাপ গরম দুধ।**

**...প্রিয়তম পল্লব।তোমার এককাপ দুধ।তোমার হাতে কি?**

**...প্রিয়তমা,আমাদের মোহনগঞ্জ ডিগ্রি কলেজে গত নভেম্বরে প্রকাশিত"প্রেরণা"ম্যাগাজিন।এ ম্যাগাজিনে আমার লেখা একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে।তুমি কি তা দেখেছ?**

**...না দেখেনি।তবে সাধনদার নিকট শুনেছি তোমার লেখা প্রকাশ হয়েছে।সাধনদা আমার জন্যে এক কপি  ম্যাগাজিন এনেছিলেন কিন্তু আমার হাতে আজও পৌঁছেনি,শুনেছি ম্যাগাজিনটি নাকি সাধনদার বন্ধু উওমদা নিয়ে গেছে।**

**...এই নাও তোমার কপি।আমার কবিতাটি এবার পড়।**

**...ঠিক আছে।পড়ছি।**

**কবিতা পড়া শেষ করে দু'জনে হাসতে থাকে।আজ ঘরের মধ্যে একান্ত দু'জনে নিবিড় আলাপনে সময় কেটে যায়।**

**...পল্লবদা,তোমার এ কবিতাটি তোমার প্রিয়াকে নিয়ে সোনালী বন্দরে পালানোর চেয়েছ।আমার মনে হয় এভাবে পালানোটা ঠিক নয়।**

**...ভালবাসলে কেউ যদি মেনে না নেয় তবে পালানুটা স্বাভাবিক।এমন ঘটনা বাংলা উপন্যাসের নতুন কিছু নয়।**

**...কিন্তু পল্লবদা আমার কাছে এটা পৌরষের কাপূরুষতা মনে হয়।**

**...যদি ভালবাসা সুদৃঢ় হয় তবে যতই বাঁধা আসুক প্রেমিকের উচিৎ প্রেমিকাকে চিনিয়ে নেয়া।**

**...পল্লবদা,আমি চাই তোমার একটা চাকুরী হবে।আমিও একটা চাকুরী করবো।তারপর পরিবারের সবাই আমাদেরকে মেনে নেবে।**

**...ক্ষণিকের মোহে তোমাকে ভালবাসছি না।তোমাকে চিরদিনের জন্য আমি পেতে চাই।**

**...আমাকে তুমি ভুলে যেও না।**

**...আমি তোমাকে কখনও ভুলে যাব না।তোমাকে আমি কথা দিলাম।তুমি আমায় কথা দাও।**

**...আমি তোমাকে কথা দিলাম।জীবনে-মরনে তোমার পাশে থাকবো।**

**তারপর চোখের জলে হলো মন বিনিময়।পল্লব ও পল্লবী দু'টি হৃদয়ের ভালবাসার অঙ্গীকার সুদৃঢ় হয়।উভয়ের অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে মনের অব্যক্ত কথা বিনিময় হয়।আজকের মধু মাঘীপূর্ণিমা রাতে দু'জনের মনের মিলনে আকাশে ফুটে উঠেছে দু'টি নীল ধ্রুব তাঁরা।**

**পর্বঃ২৪**

**কলকাতার বারোয়ারি জয়িত্রী ডেকোরেশনের মাঘী পূর্নিমার মেলার ককসিটের কারুকাজ,শিল্প নৈপুন্যে লাইটিং,আলোকসজ্জার সুরম্য প্রাসাদোপম উদ্যান,রাজপথ,মন্দির এক অসাধারন সৃষ্টি।প্রবেশ তোরনদ্ধার থেকে শুরু করে কাপড়ের তৈরি পঞ্চাশ গজের উপরে রাস্তায় মধ্যভাগে একফুট লাল গালিছা কার্পেটিং ও নানা বর্ণের লাইটিং সহ ব্যানার,ফেষ্টুনে অপরুপ সৌন্দর্যময়।বৌদ্ধ ভিক্ষুরা নৃত্য করে এ পথ দিয়ে মন্দিরের দিকে যাবে আর এক ফুট অন্তর অন্তর একপাশে হলুদ শাড়ী লাল পেড়ে পরিহিতা তরুণীদল।আর তাদের হাতে থাকবে ফুলের পাপড়ির ডালা।অন্য পাশে সাদা পেন্ট ও ক্যারলিন পাঞ্জাবি পরিহিত তরুন দলের হাতে থাকবে প্লাস ক্যামেরা।তরুনীদল বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সর্বাঙ্গে ফুলের পাপড়ি ছিটাবে আর তরুনদল প্লাস ক্যামেরায় সুইচ টিপবে আর উভয় পাশের সহস্র জনতা মঙ্গল ধ্বনি গাইবে।এ অভিনব সেলিব্রেটের মাধ্যমে বৌদ্ধ স্বর্ণ খচিত মূর্তির উন্মোচন অনুষ্টানের শুভ সূচনা হবে।**

**অনেক কষ্ট করে পল্লব-পল্লবী দু'জন পাশাপাশি সারিতে স্থান পেয়েছে।দু'টি প্রাণ আজ নব প্রেমের উল্লাসে হাসছে।অনুষ্টানের শুরুতে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রধান 'ফাদার'সকলের উদ্দ্যেশে প্রেম আলিঙ্গনের জন্যে ষাট জোড়া তরুন-তরুনীদলের একে অন্যের হাতের উপর হাত রাখতে বললেন।কেউ কেউ প্রথমে হাতে হাত রাখতে চাচ্ছিল না।বৌদ্ধ বিহারের 'ফাদার'অমঙ্গল হবে বললে,সবাই হাতের পিঠে হাত রাখলো।তারপর 'ফাদার'ঘোষনা করলেন যে,যে জোড়া বা যুগলের  হাত ছাড়া ছাড়ি হবে না,তাদের প্রেম খাঁটি।তাদের বিয়েতে কেউ যেন বাঁধা না দেয়।ফাদারের বক্তব্য পরীক্ষা করতে সবাই হাত ছাড়াতে চেষ্টা করলো।সবাই ছাড়াতে পেরেছে কিন্ত একমাত্র পল্লবী ও কমল কিছুতেই হাত সরাতে পারছে না।সবাই এ দৃশ্য দেখে অবাক হয়।গ্রামের ও আশপাশের গ্রামের সবাই এ দৃশ্য দেখে তাক লেগে যায়।সাধন পল্লবীর হাত ধরে ও তার বন্ধু উওম কমলের হাত ধরে টানাটানি করেছে খানিকক্ষন।কলকাতা বৌদ্ধ বিহারের  'ফাদার'এবার ভিক্ষুদের সাথে পল্লবী ও কমলকে দিয়ে বৌদ্ধ মূর্তির উন্মোচন করে অনুষ্টানের শুভ সূচনা করলেন।এর আগে এরুপ অনুষ্টানের সাথে কারো পরিচয় কারো জানা ছিল না।অনুষ্টানের এ পর্ব শেষ হলে পড়ে পল্লবী ও কমলের দু'টি হাত স্বাভাবিকভাবে ছাড়ে।সবাই দৃশ্যটি দেখে হাসি তামশা শুরু করে।পল্লবীর কাকু রবিন্দ্র তালুকদার পল্লবীকে নিয়ে বাড়ি চলে যায়।সাধনও তার মাসতুতো ভাই কমলকে নিয়ে বাড়ি চলে যায়।অথচ বৌদ্ধ মঠের ফাদার এটিকে তার ৭৬ বছরের একটি মাঙ্গলিক কর্ম বলে আখ্যা দিলেন।কিন্তু চোরা শুনে না ধর্মের কাহিনী।গ্রামের সবাই অনুষ্টানে মগ্ন হলেও পরদিন সারা গ্রামময় তা বাতাসের গতিতে ছড়িয়ে পড়বে।সাধনের মা অর্থাৎ কমলের মাসি শেষ রাতেই কমলকে মোহনগঞ্জ বাসায় চলে যেতে আদেশ করলেন।**

**সত্যি কি কমলদা পল্লবীকে ভালবাসে?হয়তো তাই হবে।সাধন ভাবছে অনেক কথা।আবার সে ভাবছে সে নিজেও হাত ছাড়াতে অনেক চেষ্টাও করেছিল।বাকি অনুষ্টানটি দেখা হয়নি।কমল ভাবছে,একটি দিনের বিধিলিপিতে তার প্রিয়া পল্লবী ও তার গোপন প্রেমের আত্মপ্রকাশ হলো সহস্র জনতার সমক্ষে।কেন এমন হলো?কেন এমন ঘটলো?কে ঘটনাটি এমনভাবে সাজালো?এসব প্রশ্নের উওর তার জানা নেই।সে ভাবছে পল্লবীর এমন কলংক কেন হলো।সে আগে জানলে হয়তো এমন অনুষ্টানে যোগদানই করতো না।নাকি এ ঘটনা পল্লব ও পল্লবী জীবনে তাদের উদভ্রান্ত প্রেমের প্রকাশ!সত্যি কমল আজ দিশেহারা,গতিহারা বহতা নদীর মতো।তার চিন্তা ভাবনাগুলি কোথাও থৈ পাচ্ছে না।একটি ধর্মানুষ্টানে যোগ দিতে গিয়ে যুগল প্রমের সমাধী হবে,তা কেমন করে সম্ভব?তাদের যুগল প্রেমের সলিল সমাধী কেন হলো।এ সংসার ক্ষেত্রে কেহ তা মেনে নেবে না হয়তো।এ জন্যে বিধাতা আপন হাতে তাদের প্রেমের বিচ্ছেদ ঘটালেন।সত্যি আজ ভোর রাতে সে চলে যাবে বহুদূরে।যেখানে কেউ তাকে চেনে না।কেউ জানবে না পল্লব-পল্লবীর প্রেমের আখ্যান।না সে আর ভাবতে পারছে না।কেবল বার বার তার প্রিয়া পল্লবীর মেঘের অঝুরধারায় মতো কান্না ভরা মুখটি মনে পড়ছে।তার না বলা মনের কথা বুঝি আর শোনা হবে না।কেন তাদের প্রেম অভিশপ্ত প্রেমে পরিনত হলো!আবার ভাবছে এ ঘটনা কি তাদের পবিত্র প্রেমের বহির্প্রকাশ।এ কি উদভ্রান্ত প্রেম,এ কি অন্তরদহন,এ কি অন্তরজ্বালা?তাহলে কি তার এ অভিশপ্ত প্রেমের তপ্ত শিখার দহনে তাকে সারা জীবনই জ্বলতে হবে।**

**পর্বঃ২৫**

**রাত দু'টা বাজছে।কমলের চোখের পাতা দু'টি এক করতে পারছে না।খুবই ঠান্ডা আর কুয়াশায় ভরে গেছে আকাশটা।পূর্নিমার রাত।কুয়াশার চাদরে চাঁদের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না।বার বার কমলের মনে আজকের রাত ১০টার মাঘী পূর্নিমার ঘটে যাওয়া ঘটনাটি উঁকি দিচ্ছে।সাধন যাক বা না যাক,ভোর হলেই সে চলে যাবে মোহনগঞ্জের মাইলোড়া সাধনদের বাসায়।পল্লবীদেরবাড়ি,গ্রাম,আশ-পাশের গ্রাম থেকে সে অনেক দূরে চলে যাবে।রাত পোহালেই পল্লবী আর কমলের আজকের রাতের ঘটে যাওয়া ঘটনা সবাই জেনে যাবে।পল্লবীর মা প্রভাবতী দেবী কমলকে খুবই আদর করতেন,ভাল খাবার খাওয়াতেন।তিনি যখন পল্লবী ও কমলের সম্পর্কের কথা জানতে পারবেন তখন তিনি যে কমলকে বিশ্বাস ঘাতক বলে ধিক্কার দিবেন।**

**আর মাত্র কয়েকটা দিন পড়েই যে তার ইন্টামিডিয়েট পরীক্ষা।তাকে ভালভাবে পরীক্ষা দিতে হবে।কমল তার জীবনে প্রতিষ্টিত হতে হবেই।তাকে যে কোন মূল্যে জীবনে জয়যুক্ত হতে হবে।তাকে জীবনে হেরে গেলে চলবে না।**

**কিছুতেই কমলের ঘুম আসছে না।প্রচন্ড শীতের মাঝেই কমল বাড়ির সামনের উঠানে পায়চারি করছে।সাধন নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে।মনে মনে ভাবছে পল্লবীর কথা।একটি ধর্মীয় অনুষ্টানে যোগ দিতে গিয়ে তাদের প্রেমের বহির্প্রকাশ ঘটল,সহস্র জন সমক্ষে।পল্লবী ও পল্লবের গোপন প্রেম এভাবে সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে,তা সে ঘূর্ণাক্ষরে কখনও ভাবে নি।**

**হঠাৎ পল্লবীদের ঘরের দরজা খোলার শব্দ কমলের কানে এল।এতরাতে কার ঘুম ভাঙলো?নাকি পল্লবীও কমলের মতো সারারাত জেগে কাটাচ্ছে।হয়তো তাই হবে।কমলের ইচ্ছে হচ্ছে এগিয়ে যাবে পল্লবীদের উঠানে।কিন্তু সে এগুতে পারছে না।কে যেন তাকে তার কাপড় টেনে ধরেছে।তার বিশ্বাসগুলোকে কে যেন গলাটিপে মেরে ফেলেছে।এতদিন ধরে তিল তিল করে গড়ে তোলা ভালবাসা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।দুঃচিন্তায় কমলের কিছুতেই ভাল লাগছে না।বাড়ির বাইরের উঠান থেকে পল্লবীদের বড় ঘরের সামনের বিদ্যুতের লাইটি জ্বলে উঠতেই কমলের চোখে পড়ে পল্লবীকে।অনুষ্টানে যাওয়ার সময় পল্লবীর পড়নে লাল পেড়ে হলুদ শাড়িটা এখনও খোলা হয়নি।সে লক্ষ্য করে পল্লবী একাই ঘরের বাইরের বাথরুম গিয়েছিল।কমল হালকা সুরে কান্না জড়ানু কন্ঠে গেয়ে উঠলো একটি ভাল লাগা রবীন্দ্র সংগীতের কলি।"আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে,তাই হেরি তায় সকলখানে।"খুব একটা দূরে ছিল না পল্লবী।পল্লবী সহজেই তার প্রাণের মানুষের কন্ঠ স্বর শুনতে পায়।পল্লবী আস্তে করে বলে ওঠে,"মন্দিরের পেছনে"।কমল পল্লবীর সংক্ষেপ উওর সহজেই বুঝতে পারে।কমল তার রোম থেকে জ্যাকেট পড়ে দু'মিনিটের মধ্যে মন্দিরের পেছনের বেদীমুল পরিষ্কার করে পল্লবীর জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে।অনেক্ষন ধরে কমল পল্লবীর জন্যে অপেক্ষা করছে কিন্তু এখনও পল্লবী আসছে না।এদিকে মন্দিরের পেছনের জাম গাছটাতে হুতুম পেঁচা রাতে প্রহরের বার্তা জানাতে বার বার ডেকে যাচ্ছে।এ সময়টা পল্লবীকে কমল খুবই বেশী মিস্ করছে।তার একটা কারনও আছে।কারন রাতে হুতুম পেঁচা ডাকলে পল্লবী খুবই ভয় করে।একরাতের কথা কমল আজও ভুলতে পারছে না।হঠাৎ হুতুম পেঁচার ডেকে উঠলে পল্লবী কমলকে জড়িয়ে ধরেছিল।তারপর দু'জনে খানিক্ষন অন্য এক জগতে পা দিয়েছিল।যেখানে দু'টি হৃদয়ের একান্ত কাছে পাওয়ার বাসনায় বিভূর।যদিও সে অভিসারের দু'টি হৃদয়ের মিলনে বিন্দুমাত্র পাপ ছিল না।তবুও সেদিনের কথা কমল আজও ভুলতে পারেনি।**

**পল্লবী সেদিন তার পল্লবদাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল,"মধু জমে মিস্ত্রি হলে,সে আর গড়িয়ে যায় না।তোমার পল্লবী তোমারই থাকবে।আমার এ মন তোমাকেই দিলাম।আর দেহের সম্ভোগ তো কামনা মাত্র।ভোগের সমাপ্তি হলে ভালবাসার টান কমে যায়।"**

**কমল সেদিন পল্লবী কথায় অবাক হয়েছিল।পল্লবী নাকি আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবামৃত সংঘের'নাম হট্ট'বই পড়ে এসব জ্ঞান অর্জন করেছে।পল্লবী তখন মাত্র নবম শ্রেণীর ছাত্রী ছিল।পল্লবীর এ ধর্মীয় বই পড়ার একটা বিশেষ টান ছিল।তার বাবা তাকে এ কাজে প্রেরনা দিতেন।পড়ার ফাঁকে বা অবসরে তার ধর্মীয় বই পড়ার অভ্যাস হয়েছিল।**

**প্রায় আধঘন্টা পরে পল্লবী শাড়ী পড়েই মন্দিরের পেছনের বেদীমুলে আসে।খানিক্ষন নীরব থাকার পর পল্লবী ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে শুরু করে।কমল পল্লবীর ছাপা কান্না থামাতে চেষ্টা করে।কমল স্বাভাবিক ভাবেই পল্লবীকে আদর করে।কান্না থামাতে কমল পল্লবীকে আলতোভাবে জড়িয়ে ধরে।নানা কথা বলে কান্না থামাতে চেষ্টা করছে।রাতের সামান্য কান্না অনেক দূরে চলে যায়।যে কেউ কান্নার শব্দ শুনে চলে আসতে পারে।কিন্তু কিছুতেই কান্না থামাতে পারছে না।কি করবে কমল?ভেবে পাচ্ছে না।**

**পর্বঃ২৬**

**কিছুক্ষণ কান্নাকাটির পর পল্লবী কমলকে জড়িয়ে ধরলো।দু'জনের দেহ জড়ানু হৃদয়ের ভাঁজে ভাঁজে ভালবাসার প্রকাশের পর কমল তার কল্পনার দারুচিনির দ্বীপে সুগন্ধ নিতে পল্লবীর বুকে খানিকক্ষন মাথা রাখল।**

**...পল্লবদা,তুমি আগামীকাল সকালে  স্বাভাবিক ভাবে সকলের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাও।সামনেই তোমার পরীক্ষা।আমার জন্যে ভেবো না।**

**...আমাদের ভালবাসার প্রকাশ এভাবে হাজার জনতার সমক্ষে ঘটবে তা আমি ঘুর্ণাক্ষরে ভাবিনি।**

**...এ জন্যেই তুমি ও আমি এতটুকু দায়ী নই।সবাই যাই বলুক,ফাদারের কথায় সবার বিশ্বাস নেই।তাছাড়া এতে আমাদের স্বাভাবিক থাকতে হবে।**

**...গত তারিখে আমি তোমার বান্ধবীর অর্পনার ঠিকানা নিতে ভুলে গিয়েছিলাম।তুমি সকালে ঠিকানাটা দিও।তোমার কথাটা সত্যিই ঠিক আছে।আমাদের দু'জনের স্বাভাবিক থাকাটা খুবই দরকার।সবার নিকট থেকে স্বাভাবিকভাবে বিদায় নিয়ে আগামীকাল চলে যাচ্ছি।পরীক্ষা শেষ হলে,আমি সিলেট চলে যাব।**

**...সিলেট কোথায় যাবে?**

**...তা আমি এখন বলতে পারছি না।তবে সুখদা নাকি সিলেটে আমার একটি লজিং ঠিক করে রেখেছেন।**

**...দূরে গিয়ে তুমি আমাকে ভুলে যেও না!আর আমার এস,এস,সি পরীক্ষায় যেন ভাল ফলাফল হয়,সে জন্যে আশীর্বাদ রেখো।হয়তো সকালে তোমার সংঙ্গে কথা না হতে পারে।তোমাকে হৃদয় দিয়ে ভালবেসেছি,এ জন্যে সারাটা রাত ঘুমাতে পারছি না।**

**...এখন ঘুমাতে হবে।চল ঘরে যাই।**

**পরদিন সকালে কমল সকলের নিকট থেকে স্বাভাবিক নিয়মে বিদায় নিয়ে সাধনকে সংঙ্গে নিয়ে মোহনগঞ্জের মাইলোড়ায় বাসায় ফিরে।আগামী বৃহস্পতিবার থেকে সাধন ও কমলের এইচ,এস,সি পরীক্ষা আরম্ভ হবে।সন্ধ্যায় কমলকান্তের সেজদা শ্রীকান্ত দাদা বাখর পুর থেকে এক বস্তা চাউল ও একটা মোরগ নিয়ে এসেছে।পরীক্ষার দিনকতক সেজদাই রান্নার কাজ  করবেন।দু'জনে মনোযোগ দিয়ে পড়ছে।সাধনদের বাড়ি থেকে আসার সময় কয়েক রকমের পিঠা ও পুকুরের কাতল মাছের কয়েকটি টুকরা বাজি টিফিন ক্যারিয়ারে দিয়ে ছিলেন,সেজদা সকলের জন্য চা করলেন সংঙ্গে পিঠা দিলেন।বেশ ভালই নাস্তা হলো,এবার সেজদা কাতল মাছের তরকারি রাঁধতে লাগলেন।আজ আর বাজার করতে হবে না।সেজদা রান্না করার কাজটি বেশ ভাল ভাবেই রপ্ত করেছেন।এ জন্যে তার প্রশংসার তুলনা হয় না।১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে সেজদা নাকি একটি মুক্তিযুদ্ধের  ক্যাম্পে যুদ্ধের পাশাপাশি রান্না করার কাজটিও রপ্ত করেছিলেন।গত তারিখে বাড়ি থেকে আসার সময় কমল তার সেজদাকে তার পরীক্ষার সময় রান্না করার জন্যে মোহনগঞ্জ আসার কথা বলেছিল।সেজদা তখন কথা দিয়েছিল।সাধনদের বাসায় রান্না করার কেউ নেই,তাই সেজদা আসায় সাধন ও কমলের খুবই ভাল হয়েছে।তাদের দু'জনের পড়ালেখা করতে সুযোগ বেড়ে গেল।রান্না করা,বাজার করা থেকে বাসার দেখাশুনার কাজ এখন সেজদার।রাত দশটায় বেশ মজা করে খাওয়া হলো।সেজদার রান্না করা খাবারের প্রশংসা যে কেউ করতে হবে।**

**কমলের পরীক্ষা শুরুর দিনে পল্লবী তার বান্ধবী অর্পনাকে নিয়ে মোহনগঞ্জ ডিগ্রী কলেজ গেইটে আসার কথা ছিল।কমল ভাবছে,পল্লবী আসবে কিনা।নাকি সে মাঘী পূর্নিমার উৎসবের ঘটনা সারা গ্রামময় সাড়া পরে গেছে।সাধনের জেঠাতো ভাই শিবু হয়তো এতদিনে গ্রামের সবাইকে নিয়ে পল্লবী ও কমলকে নিয়ে অলৌকিক ঘটনা ও কলকাতার বুদ্ধমঠের মহারাজ ফাদারের বাণী গ্রামের সকলের কানে পৌঁছে দিয়েছে।কমলের সবচেয়ে অস্বস্তি ভাবনাটা হলো পল্লবীর মাকে নিয়ে।পল্লবীর মা কমলকে খুবই স্নেহ করতেন,ভালবাসতেন সন্তান তুল্য।কিন্তু লোকমুখে পল্লবী ও কমলের ভালবাসার কাহিনী শুনলে হয়তো তার কমলের প্রতি বিশ্বাস চিরতরে চলে যাবে।কমল ও পল্লবী দু'জনেই চেয়েছিল ছাত্রাবস্থায় তাদের বাল্য প্রেম যেন কেউ না জানে।হয়তো কমল যদি লেখাপড়া করে চাকুরী পেয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতো এবং পল্লবী ও যদি একটা চাকুরী করতো তখন যদি তাদের ভালবাসার প্রকাশ হতো,হয়তো সবাই তা মেনে নিত।কথায় আছে,মানুষ ভাবে এক কিন্তু হয় আরেক।**

**পর্বঃ২৭**

**কমল ও সাধন এইচ,এস,সি পরীক্ষা শেষ করেছে।সাধনের সেজভাই বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে এবি রেঙ্কের নন-কমিশনার পদে বা,নৌ,জা তিস্তা যুদ্ধ জাহাজে কর্মরত একজন গর্বিত  নাবিক।চট্রগ্রামের পতেঙ্গা জাহাজ ঘাঁটিতে চাকুরী করছেন।কমলের এইচ,এস,সি পরীক্ষার রেজাল্টের পর পতেঙ্গা যাওয়ার নিমন্ত্রণ আছে।কমলের বারহাট্রার মামা ডাক্তার নগেন্দ্র কিশোর সরকারের বন্ধু কমান্ডার ফজলুর রহমান সাহেব বা,নৌ,জা ঈশা খানের কমান্ডার।তিনি কমলকে পতেঙ্গার সমুদ্র সৈকত বেড়ানুর আহ্বান,আমন্ত্রণ ও চট্রগ্রাম নেভাল এ্যাভিনিউ এর নাভলেন আবাসিক বাসায় থাকার নিমন্ত্রণও জানিয়েছেন।কমলের মামা নগেন্দ্র কিশোর সরকার ও কমান্ডার ফজলুর রহমান দু'জন স্কুল জীবনের বন্ধু।তৎকালীন পাকিস্তান পিরিয়ডের প্রভাত স্যার যখন মোহনগঞ্জ সরকারী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন,তখন দু'বন্ধু এস,এস,সি পরীক্ষার্থী ছিলেন।কমান্ডার ফজলুর রহমান মোহনগঞ্জ টেঙ্গাপাড়া সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।কমল ও সাধন মনে মনে সিদ্বান্ত নিয়েছে,পরীক্ষার রেজাল্টের পর পরই তারা দু'জন চট্রগ্রাম যাবে।**

**মাস খানেক আত্মীয় স্বজনদের বাড়িতে বেড়ানুর পর কমল আজ বড় বোনের বাড়ি মল্লিকপুর থেকে নিজ বাড়ির দিকে রওয়ানা দিয়েছে।মাঘান ব্রিজে এসে সে খানিকক্ষন মিশন কর্মকারের দোকানে বিশ্রাম নেয়।**

**সাপমারা খালের উঁচু ঢিবির উপর বটগাছটার দিকে চেয়ে আছে। যেখানটায় দাঁড়িয়ে কমলকে তার মাসির বাড়ির দেবদারু গাছটি, হাতছানি দিয়ে ডাক দেয় বার বার।সেই পুকুর পাড়,নেবুতলার জবা ফুল বাগিচা,প্রিয়া পল্লবীকে নিয়ে প্রতি রাতের স্বাক্ষী মন্দিরের বেদীমুল।ফেলে আসা ভারেরার সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে বার বার।মাসির দেবরের কণ্যা পল্লবী।কমলের জীবনে সে যে প্রথম প্রণয়িনী।**

**তার প্রথম পরীক্ষায় পল্লবী ও তার বান্ধবী অর্পনাকে নিয়ে মোহনগঞ্জ কলেজ গেইটে আসার কথা ছিল,কিন্তু আজ দু'মাস অতিবাহিত হতে চলল তার প্রিয়ার সংঙ্গে দেখা হলো না।কবে যে দেখা হবে কমল ভাবতে পারছে না।**

**মাঘান রইছ আলীর চা-ষ্টলে অনেক ভাবনায় অনেক্ষন চলে গেল।না কমল পল্লবীদের আশ-পাশ বাড়ির কাউকে দেখতে পেল না।অনেকটা সময় কমল ব্যায় করে ফেললো।না এখন তো উঠতেই হবে।তার যে বাড়ি যেতে হবে।শেষ পর্যন্ত কমল উঠে যায়।**

**তার বাবার শরীরটা তেমন ভাল নেই।সারা জীবন কমলের বাবা ডাঃরমনীকান্ত রায় তালুকদার এলাকায় একজন পল্লী চিকিৎসক হিসেবে সেবা করে যাচ্ছেন।কমলের জেঠাবাবু ডাঃযামিনী কান্ত রায় তালুকদার একজন এম,বি,বি,এস ডাক্তার।পরিবারের সিংহভাগ টাকা খরচ করে নিজে হোষ্টেলে চাউলের বোঝা বয়ে কমলের বাবা বড় ভাইকে ডাক্তারী পাশ করিয়ে ছিলেন।বিয়ের পর তার সুখাইড় সরকারী হাসপাতালে চাকুরী হয়।কমলের জেঠাবাবু যখন সরকারী ডাক্তার হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন,তখনও ছিল তাদের একান্নবর্তী পরিবার।অবশ্য সবই মা বা বড় ভাই বোনদের নিকট থেকে শুনা গল্প।আসলে তখন কমলের জন্মই হয়নি।জীবনের নানা কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ির পথে চলছে কমল।আজ বাড়ির পথটুকু শেষ হচ্ছে না।কোথায় যেন না পাওয়ার বেদনার একটা কাঁটা বার বার তার মনকে বিষিয়ে তুলছে।সাধনের সেজদা সুখময়দা সিলেটের বিশ্বনাথ থানার একটা মাধ্যমিক স্কুলে চাকুরী করছেন।তার স্কুলে পল্লবীর বান্ধবী অর্পনার মামা বাবু অনুকুল দও দীর্ঘ দিন ধরে হিন্দু ধর্মীয় পদে চাকুরী করেন।অনেক আগে অর্পনাদের বাড়িতে এই অনুকুল বাবুর সংঙ্গে দেখা হয়েছিল,ক্ষনিকের জন্যে।কমল ভুলে গেলেও অনুকুল বাবু ঠিকই কমলকে চিনতে পারেন।কমলকে অনুকুল বাবুই প্রথম পরিচয় দিলেন।আজ অর্পনার মামা মোহনগঞ্জ থেকে কমলের পথ সংঙ্গী।দু'জনে এক রিস্কায় মোহনগঞ্জ থেকে ধরমপাশায় আসছে।তিনি নাকি আজ তার বোনের বাড়ি মানশ্রী থেকে এসেছেন।গতকাল অর্পনাকে নিয়ে তিনি নাকি পল্লবীদের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন।পল্লবীর মা নাকি অনেক্ষন ধরে কমল সম্পর্কে নানাবিধ আলাপ করেছেন।কি আলাপ করেছিল,তাই ভাবছে কমল।অর্পনার মামাকে কি করে বলবে কমল,কি বলবে।কমল ধরমপাশায় এসে অর্পনার মামাকে নিয়ে একটা চা-ষ্টলে ডুকল চা পান করবে।সুযোগ পেলে যদি পল্লবীর মায়ের আলাপ সম্পর্কে কিছুটা জানা যায়।**

**অর্পনার অনুকুল মামা সত্যিই একজন সাদাসিধে মনের অসাধারন একজন সাদা মনের মানুষ।তিনি চা খেতে অকপটে পল্লবীর মায়ের সাথে কমল সম্পর্কে যা যা আলাপ হয়েছিল তার বিশদ বর্ননা দিলেন।পল্লবীর মা প্রতিভা দেবী পল্লবী ও কমলের বুদ্ধ পূর্নিমার ঘটনার ইতিবৃত্তের আদ্যপান্ত বর্ননা দিলেন এবং তাদের পরিবারের ঐতিহ্য ধ্বংসের ক্ষেত্রে কমলের প্রতি তার অতি স্নেহের বিশ্বাস ঘাতকতার উল্লেখ করলেন।অবশেষে প্রতিভা দেবী বুদ্ধমঠের ফাদারের বাণীর লোক মুখের শুনা নানা কথার সমর্থনে অনুকুল বাবুর নিকট থেকে প্রত্যুত্তর চাইলেন।অনুকুল বাবু প্রতিভা দেবীর কান্না থামাতে,সাফ উওর জানালেন,"এটা ফাদারের কথার ছাটা ছিপৎ মাত্র।" অর্পনার মামার অনুকুল বাবু নির্দিষ্টতা মতামতে ফাদারের কথার নেগেটিভ দিকগুলির বর্ননা দিলেন এবং পল্লবী ও কমল সম্পর্কের ভ্রান্ত ধারনাকে আমলে না আনার জন্যে হিন্দু ধর্মের শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ ব্যক্ত করেছিলেন।**

**অনুকুল বাবুর কথায় নাকি পল্লবীর মায়ের 'কমল ও পল্লবীর প্রতি' বিষিয়ে যাওয়া মনটার আংশিক পরিবর্তন হয়েছে।**

**কমল মনে মনে ভাবছে,এ নিশ্চয় পল্লবীর বান্ধবী অর্পনা দত্তের বুদ্ধির কারসাজি।**

**পর্বঃ২৮**

**অনুকুল দত্তের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে কমল নিজ বাড়ির পথে রওয়ানা দেয়।কমল ধর্মপাশা এসে বাকী পথ একা একা পায়ে হেঁটে পথ চলছে।হাওড়ে রাজাপুর যাওয়ার পথে একটি গাছের নীচে বেশ কয়েকজন পথচারী বিশ্রাম করছে।মনে হচ্ছে একই পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্য।পল্লবীর বয়সের একজন অষ্টাদশী মেয়ে গাছের ছায়ায় বসে আছে।মেয়েটির পড়নে ফিরুজা রঙ্গের সেট।ঠিক এমনি এক সেট পোষাক পল্লবীর ও আছে।কমলের মনের ভেতরটা হঠাৎ করে মরুভূমির তুফান সৃষ্টি হলো।আসলে ঘটনাটা অনেকটা ভ্রান্ত নিরীক্ষণ।তবুও কমলও গাছটির কাছে একপাশে দাঁড়ায়।না মেয়েটি দেখতে অনেকটা পল্লবীর মতই ঠিকই কিন্তু বয়সটা প্রায় মিল আছে খানিকটা,কিন্তু গায়ের রংটা ভিন্ন।পল্লবী গন্ডদেশে একটা তিল আছে তা এ মেয়েটার নেই।তবে যেন মনে হয় পল্লবীর যমজ বোন।বাস্তবে পল্লবীর কোন যমজ বোন নেই।আসলে সবটাই কমলের ব্যক্তিগত ভ্রান্ত নিরীক্ষণ।কমলের মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত রবীন্দ্র সংগীতের একটি গানের কলি,"আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে,তাই হেরি তায় সকল খানে"।অগত্যা পথচারীদের সাথে ফ্লাগুনের প্রখর রৌদ্রে গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার পথযাত্রা শুরু করে।পথচারীরা দোল পূর্নিমা উপলক্ষে মধ্যনগর আখড়ায় হরিনাম সংকীর্তন শুনতে যাবে।পথচারীদের সংঙ্গে আলাপ করতে করতে পথটুকু বেশ আনন্দের মাধ্যমেই চলছে।পথচারী পরিবারের প্রধান ভদ্রলোকটি বেশ ধার্মিক।ধর্ম বিষয়ে নানা আলাপে আলাপে বেশ ঘনিষ্টতা জমে উঠেছে।কমলের মুখে সংস্কৃত বিশুদ্ধ উচ্চারনে ভদ্রলোক বেশ তৃপ্ত হয়েছেন।ঘন্টা খানেক পর পথচারী তাদের পথে চলে যাচ্ছে।কমলও চলে যাবে অন্য পথে।পথ আমাদের ডাকে।পথের ডাকে সবাইকে একদিন চলে যেতে হবে এ মায়াময় পৃথিবী থেকে।নিখিলেষ নাগের শেষ কয়েকটি কথা কমলকে কেবলি ভাবিয়ে তুলছে।নিখিলেষ নাগের পরিবারের সদস্যরা চলছে কৃষ্ণ প্রেমে মাতুয়ারা হয়ে সুদূর বারহাট্রা থেকে মধ্যনগরের আখড়ার জিউর রাধামাধব মন্দিরে।কমল আরও ভাবছে পল্লবীও কি তার জীবনের পথে বিদায় নিয়েছে,অনেকটা ঐ পথচারীদের মত।পথচারী অষ্টাদশী মেয়েটির নাম সূচনা।সে তার মা-বাবার প্রথমা স্নেহ আত্মজা বলেই সুচনা নামটি রাখা হয়েছে।সবার সংঙ্গে একটু আধটু কথা হয়েছে।সূচনার মা আলাপ কালে সূচনাকে নাম ধরে ডেকেছে।পায়ে হাঁটার পথচলায় সবচেয়ে বেশী আলাপ করেছে সূচনার বাবা নিখিলেষ নাগ বাবুর সাথে।একেবারে কথা হয় নি সূচনার সাথে।সূচনার ড্রেসটি পল্লবীর একটা ড্রেসের মত।যখন ফ্লাগুনের উদাসী বাতাস সূচনার চুল উড়ায় তখন সূচনাকে চুল গোছাতে হয়।সূচনার তখনকার চুল গোছানুর অঙ্গভঙ্গিটা একদম পল্লবীর মত।সূচনা চুল গোছানুর সময় ঘাড়টা ঘুরানোর সময় পাশ থেকে সূচনাকে একদম পল্লবীই মনে হয়।বাস্তবিক পল্লবী যদি এ দীর্ঘ পথচলায় এতটুকু সময়ে কথা বন্ধ রাখে তাহলে কমল কিভাবে সহ্য করবে।এ ভাবনাটা,এ চিন্তাটা কমলকে পথচলায় বেশ ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে।খোলা মাঠের মত প্রশস্ত পায়ে হাঁটার রাস্তা হলদে কান্দা থেকে রাজাপুর হয়ে সবুজে ঢাকা পায়ে হাঁটার রাস্তা।এ রাস্তায় পথচারী সংঙ্গীহীন চলাটা খুবই কঠিন।ঠগা হাওরের কান্দার দু'পাশে সবুজে ঢাকা সবুজ ধানখেত।হাজার হাজার একর জমি।চোখ যতদূর যায় সর্বত্রই ধানের সবুজে ঢাকা সুনামগঞ্জ জেলা।বৈশাখে এসব জমির ফসল ভাটি বাংলার কৃষকের ঘরে আনন্দের বার্তা পৌঁছে দেবে।এখন ফাগুন মাস।এক ফসলা জমির ধানের এখন ভর যৌবন।**

**এতদিন কমল ভাবতো জীবন তপস্যাক্ষেত্র।তার হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা দিয়েই সে পল্লবীকে ভালবেসেছিল।তার জীবনের তপস্যা এ ভাবে হঠাৎ করে শেষ হয়ে যাবে সে তা কখনও ভাবেনি।যতদিন যাচ্ছে ততই তার মনে হচ্ছে তার জীবনের সকল তপস্যাকাল শেষ হতে চলেছে।তার তিলতিল করে ভালবাসা,প্রেম উদভ্রান্ত প্রেমে পর্যবসিত হবে তা কমল কখনও ভাবতেও পারেনি।নিখিলেষ নাগ বাবুর কথাটি শাস্ত্রমতে সত্য।একমাত্র ঈশ্বর প্রেমই খাঁটি।তবে কমল রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের মতে বিশ্বাসী।স্বামী বিবেকানন্দের পরম বাণীটি কমলের মনে পড়ে,"জীবে প্রেম করে যে জন,সে জন সেবিছে ঈশ্বর"।**

**আজ দোল পূর্নিমা।কমলের এ দিনটির কথা মনে হতেই অতিথের দিনগুলি হাতছানি দেয়।মাসির বাড়ির দোল পূর্নিমা উদযাপনের দিনগুলি কমলের মনে পড়ে।আবির রাঙানু অনুষ্টানের শুরু হয়,পল্লবীর গায়ের সুগন্ধ,রং ছড়ানু সন্ধ্যাবেলা।পল্লবীকে প্রথম আলিঙ্গনের রং মাখা তুলতুলে গন্ডদেশে বিদ্যুতের বেগের ছুঁয়ায় প্রণের সমস্ত উপত্যকায় নিবিড় ভালবাসা কি করে ভুলবে কমল।সাধনদের দোল বেদীমুল থেকে আবির এনে গোপনে পল্লবীর কপালে টিপ পড়ানু।তারপর দু'জনে মেহেদির দেয়াল ভেঙ্গে মেহেদির কাঁটার আঁচড় সহ্য করে মন্দিরের পেছনে পুরাতন গাছের বেদীমুলে বসে জড়ানু লতার ন্যায় খানিক্ষন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে প্রেম প্রশান্তির সন্ধানে অভিসার চলতো অনেক্ষন।সে অভিসারের স্বাক্ষী স্বরুপ দেবদারু গাছটি অনড় দৃষ্টিতে দেখেছে।**

**পর্বঃ২৯**

**আজও দোল পূর্নিমার স্মৃতিকথা কমলের অন্তরে দোলা দেয়।এক বছর হয়ে গেল দোলযাত্রার আনন্দ নেই।গত দোল পূর্নিমায় কমল মনসুরপুরে ছিল।মনসুরপুরের তার সিং বাড়ির তার এক সহপাঠী বন্ধু ছিল।দোলযাত্রা পরের দিন সহপাঠী বন্ধুটির বাড়িতে পরিবারের সদস্যরা সবাই মিলে গানের আসর বসতো।সে বন্ধুটি ভাল নজরুলগীতি,আধুনিক গান,রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতো।আটপাড়া ও বারহাট্রা এলাকায় সবাই এক ডাকে রতন সরকারকে চিনতো।নিশ্চিন্ত পুর স্কুলে ৮ম শ্রেণীতে কমল ও রতন একসাথে পড়তো।স্কুলে কাজল স্যার তাদের দু'জনকে,দেবী রাণী জোয়ারদার,ছবি রাণী জোয়ারদার,মিতালী সরকার,লিপি ঠাকুরানী,বিলকিছ ঠাকুরানী মোট সাতজনকে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্টানের গান গাওয়ার জন্যে তামিল দিতেন।সেই ১৯৮৪ সালে নিশ্চিন্ত উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু চন্দন দেবনাথ বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্টানে জাঁকজমক অনুষ্টানের আয়োজন করা হয়েছিল।মহান শহীদ দিবস ২১শে ফেব্রুয়ারি অনুষ্টানের গানের প্রস্তুতি থেকেই কমলের সংঙ্গে রতনের বন্ধুত্ব হয়ে ওঠে।আজ অতিথের দিনগুলো কেবলি স্মৃতির পর্দায় কমলের মনে ভেসে ওঠে বারবার।**

**কমল তার অতিথের দিনগুলোর কথা বর্ননায় স্মৃতি মন্তনে বলল,"কাজল স্যার আমাদের ক্লাসমেট বিলকিছ কে গান সিলেক্ট করেছিলেন যে গানটি আজও মনে পড়ে।বিলকিছ কে কাজল স্যার যে গানটি সিলেক্ট করেছিলেন সে গানের প্রথম কলিটি হলো,ওগো তোমার আকাশ দু'টি চোখে আমি হয়ে গেছি তাঁরা"।বিলকিছের গাওয়া এ গানটা আমাদের নিশ্চিন্ত পুর উচ্চ বিদ্যালয়ের কেরানী নাজিম উদ্দীন স্যার তন্ময় হয়ে শুনতেন।বিলকিছ ছিল আমগোয়াইল গ্রামের।আর নাজিম উদ্দিন স্যার ছিলেন স্বর্পপাগুলী গ্রামের মাষ্টার কেন্তু স্যারের ছোট ভাই।আমি প্রায়ই বিলকিছের সাথেই মনশুরপুর ফিরতাম।বিলকিসের মুখে নাজিম উদ্দিন স্যারের প্রশংসা শুনতাম।অনেকদিন পড়ে জানলাম,নাজিম উদ্দিন স্যারের সাথেই বিলকিছের বিয়ে হয়েছে।নাজিম উদ্দিনের ছোটভাই মতিউর রহমান খোকন ও হেলাল আমার সহপাঠী ছিল।দেবী ভাল নৃত্য শিল্পী ছিল,একটি রবীন্দ্রসংগীতের তালে তালে সে নৃত্য করত।দেবীর নৃত্যের গানের চরনটিও হলো,"আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরি,নাচিব গিরি গিরি,গাহিব গান'।দেবীর মত  ছবিও একটা রবিন্দ্র সংগীতের গাইত।ছবির রবীন্দ্রসঙ্গীতটি হলো,আমি যার নুপুনের ছন্দ,বেনুকার সুর,কে সে সুন্দর তে কে কে'।"**

**কমলের বন্ধু রতন সরকার ছিল ভারতীয় শিল্পী মান্নাদের ভক্ত।রতন সরকার ভারতীয় শিল্পী মান্নাদের গানগুলির মতো হুবুহু সুরে গাইতে পারতো।**

**কমল ভাল গাইতে পারে প্রথমে পল্লবী জানতো না।পল্লবী তখন ৯ম শ্রেণীর ছাত্রী।পল্লবী গানের মাষ্টার সৌমিত্র সরকারের বাড়ি মধ্যনগরের মাঝপাড়ায়।তিনি মধ্যনগরের কীত্তর্নের নিমন্ত্রণ নিয়ে দোল পূর্নিমার কয়েকদিন পূর্বে ভারেরা বানিয়াগাতীতে আসেন।দোল পূর্নিমা উপলক্ষ্যে ৫৬ প্রহর ব্যাপী মধ্যনগরের রাধা গোবিন্দ জিউর আখড়ায় তারকব্রহ্ম হরিনাম সংকীর্তন অনুষ্টিত হয় প্রতিবছর।একদিন সৌমিত্র বাবু পল্লবী দাদু ভাইকে বলেছিলেন,"কীত্তর্ন উপলক্ষ্যে তার আতিথেয়তা তিনি যেন রক্ষা করেন।সেজন্যে পল্লবীর দাদুভাই সাফল্য তালুকদারকে কীত্তর্নে নিয়ে যেতে সুদূর মধ্যনগর থেকে সৌমিত্র বাবু আসেন।দোল পূর্নিমার দু'দিন পূর্বে বিকেল বেলায় পল্লবীকে নিয়ে সৌমিত্র সরকার গান শেখাতে বসেন।শুধু হারমোনিয়ামে গানের তালিম চলছে।পল্লবীর রবি কাকু যিনি এ সময় তবলা বাজাতেন,কি একটা কাজে তিনি দুপুরে খিদিরপুরের আল-আমিন ভাইদের বাড়িতে গেছেন।এখনও ফিরেন নি।তাই তবলা কেউ বাজাচ্ছে না।তবলা বিহিন গানের চর্চা তেমন জমছে না।তবলাজোড়া পাশেই আছে ঠিকই কিন্তু তবলা বাজছে না।গানের ব্যাঘাত ঘটছে।অগ্যতা কমল কোন এক গানের শেষে তবলায় কাহারবা তালের রেওয়াজ বাজায়।তাই দেখে সৌমিত্র বাবু অবাক হন।তিনি বলেন,বেশ ভালই বাজনা।রবিদার বাজনার চেয়ে ভালই মনে হচ্ছে।তারপর সৌমিত্র বাবু পল্লবীর পরবর্তী গানে তবলা বাজানুর জন্যে কমলকে আহ্বান জানান।প্রথমে কমল বাজাতে রাজি হয়নি।পরে পল্লবীর বাবা দীনেন্দ্র তালুকদার কমলদের বংশানুর ক্রমিক সংঙ্গীতের ধারাবাহিকতার বর্ননা দিলেন এবং কমলকে তবলা বাজানুর জন্যে বললেন।সৌমিত্র বাবু পল্লবীকে,"তুমি তাই,তাই গো আমার পরান যাহা চায়"।রবীন্দ্র সংঙ্গীতটি গাওয়ার জন্যে বলেন এবং তিনি হারমোনিয়ামে সূর তুলেন।পল্লবী মনে মনে এ গানটি গাওয়ার আশা করেছিল।গানটিতে কমল সুন্দর সুচারু রূপে তবলা বাজাল দেখে পল্লবী ও তার গানের মাষ্টার কাকু সৌমিত্র সহ উপস্থিত সবাই অবাক হয়ে যায়।তখন সৌমিত্র বাবু বললেন,যার তবলার বাজনার একাত্মতা,তাল প্রকৃতির সৌন্দর্যময় পথ চলায় পথচারীর পথ ভুলে যায়।তার কন্ঠ শোনার জন্য আমার মন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।"কমল এবার সৌমিত্র সরকার স্যারের কথার উত্তরে বলল,"স্যার আপনার কথায় আমি প্রীত হলাম।আমি কোন সংগীত একাডেমী থেকে বা আপনার মতো কোন সংগীতের শিক্ষকের নিকটে গান বা বাজনা শিখিনি।আমি যখন বারহাট্রায় থাকতাম,তখন আমার স্কুল জীবনের বন্ধু কন্ঠশিল্পী রতন সরকারের বাড়িতে মাঝেমধ্যে গানের আসরে বন্ধুর সহায়তায় কিছুটা সংঙ্গীত শিক্ষা চলতো।অবশ্য পল্লবীর বাবা বড়কাকু দীনেন্দ্রকাকু আমাদের কন্ঠশিল্পীর বংশ বলে যে আখ্যা দিয়েছেন,তা এখন শুধুই অতিথ।যাক স্যার আপনার কথার মূল্যায়ন দিতে গিয়ে আমি কবি কাজী নজরুলের একটি ভজন গাওয়ার চেষ্টা করছি"।**

**কমল হারমোনিয়াম নিয়ে সরস্বতী স্বরণ করে,"সখি,সে হরি কেমন বল,নাম শুনে বুকে এত প্রেম জাগে,চোখে আনে এত জল"।গানের সূর মূর্চ্ছনায় উপস্থিত সকলে মুগ্ধ হয়ে যায়।**

**পর্বঃ৩০**

**কমল কয়েকদিন ধরে নিয়মিত রেডিও এর সকাল,দুপুর ও রাতের খবর শুনে।তার মাসতুতো ভাই সাধন বলেছিল,"তাদের এইচ,এস,সি পরীক্ষার ফলাফলের খবর বাংলাদেশ বেতারে প্রকাশ করবে।খবরে প্রকাশের পর-পরই কলেজের নোটিশ বোর্ডে রেজাল্টের ফটোকপি টাঙ্গিয়ে দেয়া হবে।"**

**পরদিন সকালে কমল তার এইচ,এস,সি পরীক্ষার ফলাফল জানতে মোহনগঞ্জ যাবে।গতকাল সন্ধ্যা ৭টার বাংলাদেশ বেতারে ও টেলিভিশনে এইচ,এস,সি পরীক্ষার ফলাফল আগামীকাল প্রকাশ হবে বলে ঘোষনা দিয়েছে।রাতে কিছুতেই কমলের ঘুম আসছে না।মনের মধ্যে নানা চিন্তায় সারাক্ষণ ভীড় করছে।অবশ্য তার বিশ্বাস আছে তার রেজাল্ট ভাল হবে তবুও একটা অজানা সন্দেহে রাত যতই গভীর হচ্ছে চিন্তাটা মাথায় বারবার ঘুরপাক খাচ্ছে।হঠাৎ তার প্রিয় মানসী পল্লবীর মুখটি ভাসছে।পল্লবীর গন্ডদেশে কয়েকফোঁটা অশ্রু ঝরাপাতার কান্নার মতো শিশিরস্নাত আলিঙ্গনে কমলের তন্দ্রা ভেঙ্গে যায়।পল্লবীর বান্ধবী অর্পনার মারফতে গত সপ্তাহে পাওয়া পত্রটি পড়তে থাকে।পল্লবী লিখেছে,"দাদা,তোমার-আমার আত্মপরিচয় প্রকাশিত হওয়ার পর,মা আমাকে খুবই গালিগালাজ করেছেন।আমি এখন শায়কবেধা পাখি,তাই আমার মনে হচ্ছে কে যেন আমার পালক দু'টি ভেঙ্গে দিয়েছে।তাই আমি আমার মনের আকাশে উড়তে পারছি না।"কমল পল্লবীর চিঠির কয়েকটি কথা পড়ে নিয়ে কেবলি ভাবছে।কিছুতেই তার ঘুম আসছে না।রাত দু'টা বাজছে।সে আজ চিঠি পড়ে ভাবছে,একি তার ভাবনাগুলি কেমন বিশৃঙ্খল মনে হচ্ছে।কখনও সে ভাবছে,যদি সে আর পড়ালেখা করতে পারে না,তাহলে পল্লবীর যথার্থ উপযুক্ত হতে পারবে না।ভাবতে ভাবতে কমল ঘুমাতে পাড়ছে না আবার ভাবছে পল্লবীর প্রেমের টান যদি সুদৃঢ় হয় তবে কেন এত হতাশা।না কি ভুলে যাওয়ার জন্যে একটা প্রাথমিক ফাঁদ।ফুল তুলতে গেলে কাঁটার আঁচড় সহ্য করতে হবে।সে কথাটি তো পল্লবী কমলকে শিখিয়েছে।মন্দিরের বেদীতে বসে রাত জাগা পাখির সাথে দু'জনের প্রণয় আখ্যান লিপিতে কতকথার মাঝে পল্লবীর সুদৃঢ় চিত্তের আত্মপ্রকাশে রাখীবন্ধন ছিন্ন হতে পারে না।-- --পল্লবী একদিন কমলকে তার এক বান্ধবীর চিঠির কাহিনী শুনিয়েছিল,তার বান্ধবী লিখেছিল,"আজ আমার বিয়ে। এটাকে অবশ্য লোকে বিয়ে বলবে কি না তা নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। রাহাত অনেকটা ভয়ে, চাপে পড়ে বিয়েটা করতে বাধ্য হয়েছে। রাহাত আর আমার প্রেম তিন বছর পেরিয়ে গেছে অথচ এখনও ছেলেটার সেই ভীতু ভীতু চাহনি আমাকে অবাক করে দেয়! আমি অনেক কষ্টে আমার পরিবারকে সামলে নিয়েছি, সবাই মেনেও নিয়েছে আমাদের সম্পর্কটা কিন্তু রাহাত এখনও ওর পরিবারে নাকি বলেই উঠতে পারেনি। অনেকবার বলেছে এবারই বলছে অথচ এবার, এবার করে কতশত বার যে চলে গেছে তার হিসাব নেই। রাহাত ওর মা'কে ভীষণ ভয় পায়, মায়ের সামনে গেলে ওর পা কাঁপে, গা ঘামতে শুরু করে, গোছানো সব কথা এলোমেলো হয়ে যায় \_\_এসব কথা বুক ফুলিয়ে বেশ কয়েকবার আমাকে বলেছে। ওর পরিবারের সবাই নাকি ওর মা'কে খুব ভয় পায়। আমি ভেবেই পাইনা কেন, মা আবার ভয়ের সম্পর্ক হলো নাকি! বাবা হলে তাও মেনে নেয়া যেত। রাহাত আর আমি পাশাপাশি বসে আছি, দুজনেই চুপচাপ।"**

**সেদিন পল্লবীর মুখে তার বান্ধবীর পত্রের কাহিনী শুনে দু'জনেই হেসেছিল কিন্তু আজ পল্লবীর পত্র পড়ে কমলের ভাবনার শেষ নেই।না আর ভাবছে না কমল।আবার বাড়ির টিউবওয়েলে হাত-মুখ ধুয়ে হাত ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।**

**পর্বঃ৩১**

**পরদিন সকালে কমল মোহনগঞ্জের উদ্দ্যেশে রওয়ানা দেয়।সে বছর মোহনগঞ্জের মাইলোড়া পাড়া থেকে ২১ জন শিক্ষার্থী এইচ,এস,সি পরীক্ষায় অংশগ্রহন করে।তবে সবাই পরীক্ষার রেজাল্ট নিয়ে শংকিত।অনেকের ইংরেজী পরীক্ষা ভাল হয় না।তবে কমল ভাবছে তার সব পরীক্ষা ভালই হয়েছে।কমল বেলা ২ ঘটিকায় মোহনগঞ্জ পৌঁছে।সেদিন ছিল বুধবার,মোহনগঞ্জের হাটবার।বাজারে লোকজনের অনেক ভীড়।কমল লোকজনের ভীড় টেলে পথ চলতে রামপাশার সুরঞ্জন তালুকদার পুতুলেরর দেখা পেল।পুতুল কমলের মামাতো পিসাতভাই।ছেলেবেলার সাথী।কমল তার মায়ের সংঙ্গে যতবার মামার বাড়ি এসেছে ততবার তার মায়ের জেঠতুতো ভাইয়ের ছোট ছেলে পুতুলের সহিত বন্ধুত্বতায় জড়িয়েছে।রামপাশার দেব বাড়ি,পাল বাড়ি,নন্দি বাড়ি ও শুক্লবৈদ্য বাড়ি সকল বাড়িতে কমল তার মামাতো ভাই পুতুলকে নিয়ে আম,জাম,কাঁঠাল,বৈচি,বরই,বুবি কত শত ফলের স্বাদ আস্বাদন করেছে তার কোন ইয়ত্তা নেই।কমল যখন ৬ষ্ট ও ৭ম শ্রেণীতে খুরশীমুল উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ত তখন তার খেলার সাথী,সহপাঠীদের মধ্যে পুতুল ছিল অন্যতম।এতদিন পড়ে পুতুলকে মোহনগঞ্জ পেয়ে কমল রামপাশার ইত্যকার সকলের খোঁজ-খবর নেয়।মোহনগঞ্জের মোহন মিষ্টান্ন ভান্ডারে বসে দু'জনে সন্দেশ মিষ্টান্নের স্বাদ-আস্বাদন করে।কমলের মামার বাড়িতে তার দিদিমণি ছাড়া আপন-জন কেউ ছিল না।কমলের মা অঞ্জলী ছিলেন তার মা-বাবার একমাত্র সন্তান।কমলের দাদুভাই লাবন্য তালুকদার ছিলেন ১৯৭১এর বীরমুক্তিযোদ্ধা।দেশ স্বাধীনের পর-পরই তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।তাই কমলের মামার বাড়িতে কমলের দিদিমনি সারদা রানী তালুকদার ছাড়া অন্যকেহ ছিল না।কমল পুতুলকে নিয়ে নাস্তা শেষে মোহনগঞ্জ চিত্রপুরী ষ্টুডিও গেল।চিত্রপুরী ষ্টুডিও এর মালিক স্বপনদার নিকট পল্লবীকে নিয়ে তোলা ছবির নেগেটিভ খুঁজলো।কিন্তু কমল অনেক খুঁজাখুঁজির পর পল্লবীর এককপি ছবি পেয়েছে।পল্লবীর নবম শ্রেণীর রেজিষ্টেশন করার সময় পাসপোর্ট সাইজের তোলা সাদা-কালো ছবি।চিত্রপুরী ষ্টুডিও এর মালিক স্বপন সাহা কমলের খুবই পরিচিত ও ঘনিষ্ট ছিল বিধায় তিনি নেগেটিভ থেকে এককপি ছবি ওয়াশ করে দিলেন।দীর্ঘ দিন পূর্বে তোলা ছবি।নেগেটিভটার অনেক জায়গায় স্পট পড়ে যাওয়ায় ছবিটি তেমন সুন্দর হয়নি।তবে স্বপনদা একজন বিজ্ঞ ফটোগ্রাফার তাই ছবিটি ওয়াশ করা সম্ভব হয়েছে।কমল অনেকটা সময় নষ্ট করেছে।কিন্তু ছবিটি তেমন স্পষ্ট হয়নি বলে কমলের মনটা খানিকটা খারাপ হয়ে গেছে।এদিকে দুপুর গড়িয়ে বিকেল এসে গেছে।ইতিমধ্যে কমলের মামাতো ভাই পুতুল বিদায় নিয়েছে।কমল বিকাল ৪টায় তার মাসতুতো ভাই সাধনের খোঁজ নিতে নিরঞ্জন পালের দোকানে গেল।নিরঞ্জনদা জানালের কিছুক্ষণ পড়ে সাধন নাকি তার দোকানে আসবে।সাধন নাকি তার ব্যাগে বাজার খরচ রেখে গেছে।কমল জানলো,সাধন নাকি তার বাবার আগষ্ট মাসের পেনশন তুলতে সোনালী ব্যাংকে গেছে।অগত্যা কমল নিরঞ্জন পালের দোকানে বসে সাধনের অপেক্ষা করছে।আবার মনে মনে ভাবছে,সাধন কি আজ বাসায় থাকবে,নাকি বাড়িতে চলে যাবে।যদি সাধন বাড়ির বাজার-খরচ নিয়ে বাড়িতে যায় তাহলে সে কি করবে।সে ভাবনা কমলকে খুবই ভাবিয়ে তুলছে।গত বছর এমনি দিনে বৌদ্ধ মুর্তিময়ী উন্মোচন অনুষ্টানের কথা কেউ ভুলেনি।পল্লবী-কমলের হাত-ছাড়াছাড়ি করতে না পারার যে প্রণয় স্বাক্ষীর বৌদ্ধ ভিক্ষুর প্রকাশের মধ্যে যে বিষয় ৭৫ বছরের কালের স্বাক্ষীর কথা বৌদ্ধ মন্দিরের ফাদারের কথা এ এলাকার সবাই জানে,কেউ ভুলে যায় নি।নিরঞ্জন পাল কমলকে চা-ষ্টল থেকে এনে চা পান করালেন এবং কমল ও পল্লবীর বৌদ্ধ মূর্তির মোড়ক উন্মোচনের কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করলেন।কমল নিরঞ্জন পালের অনেক প্রশ্নের উওর দিতে অনেকটা কুন্ঠাবোধ করছে।কিছুক্ষণ পড়ে সাধন তার ভাগ্নে মৃনালকে সংঙ্গে নিয়ে নিরঞ্জন পালের দোকানে আসে।সাধন তার ভাগ্নে মৃনালকে তাদের বাড়ির সাপ্তাহিক বাজার খরচের ব্যাগ সহ মাঘানের রিস্কায় তুলে দেয়।কমল ও সাধন এবার মাইলোড়া বাসায় থাকবে।রাতে বাসায় রান্না করার জন্যে সাধন কিছু বাজার-খরচ শেষ করে।কিছুক্ষন পড়েই প্রকৃতিতে সন্ধ্যা নামছে।অন্ধকারে কমল ও সাধন মোহনগঞ্জ বাজার থেকে মাইলোড়া বাসায় যেতে রিস্কায় উঠল।রিস্কাওয়ালাকে ভাড়া দিতে গিয়ে শার্টের প্যাকেট থেকে টাকা বের করার সময় আচমকা কমলের হাত থেকে পল্লবীর পাসপোর্ট ছবিটা পড়ে গেল।হায়রে নিয়তি আজ একি হলো!মূহুর্তেই বাতাসে পল্লবীর পাসপোর্ট সাইজের ছবিটা হারিয়ে গেল শেয়ালঝানির খালে।**

পর্বঃ৩২

দমকা বাতাসে এভাবে খামে ভরা পল্লবীর পাসপোর্ট সাইজের ছবিটা উড়িয়ে নিয়ে গেল।সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল কমলের গতকালের চিত্রপুরী স্টুডিও থেকে অনেকটা কুড়িয়ে পাওয়া পল্লবী প্রথম যৌবনের তোলা পাসপোর্ট সাইজের নীল জামা আর সাদা সেলোয়ার পড়া ছবিটা।শুরুতেই এমনটা ঘটনাটা কেন ঘটল?এ প্রশ্নে কমল অনেকটা নীড়হারা পাখির মতো পাখা ঝাপটাচ্ছে।ভাই বন্ধু সাধনকে এ ব্যাপারে কোন কিছুই শেয়ার করতে পারছে না,একটা অশনিসংকেত কমলের মনে বিষাদময় রেখা ফুটে উঠছে।

হঠাৎ দমকা বাতাসের সাথে এক পশলা বৃষ্টিতে বাসায় বিদ্যুৎ নেই।সাধন অনেক খুঁজে হারিকেনের আলো জ্বালিয়ে দিল।

...কি ব্যাপার দাদা,রিজাল্টের চিন্তা হচ্ছে বুঝি।

...না সাধন,রিজাল্টের তেমন চিন্তা করছি না,তবে হঠাৎ একটা কারনেই মনটা ভীষন খারাপ হয়ে গেছে।

...দাদা,আমার ইংরেজী পরীক্ষাটা তেমন ভাল হয় নি।আর নতুন বদলী হওয়া ম্যাজিস্ট্রেট অনন্ত কুমার শীল ছোট জাতের শিক্ষিত বলেই মনে হয় পুরো ১টা ঘন্টাই আমাদের হলে ডিউটি করেছে।

...কি বলবো ভাই সাধন!যদি নজরুল স্যারের ইংরেজী Made easy বইটি না কিনতাম,তাহলে আমার পরীক্ষা ও ভাল হতো না।

...থাক এ সব কথা দাদা।আমার বন্ধু উওমকে আজ দু'টার দিকে মোহনগঞ্জ রেল স্টেশনে পেয়েছিলাম।ময়মনসিংহ থেকে এসেছে।বেচারা দাঁড়ি রেখে অনেকটা শরৎবাবুর'দেবদাস'সেজেছে,ওর মুখ ভর্তি দাঁড়ি,লম্বা চুল আর ঝুলনা মনিপুরী ব্যাগ দেখে কবি নির্মলেন্দু গুণের মত লাগছিল।

...কেন কবি হওয়ার দোষের কিসের?

...দোষের কথা তো আমি বলেনি দাদা।দোষের হবে কেন?তবে বুঝলেন না প্রেমে পড়লে যেমন হয় আর কি!

...বাদ দে এসব কথা।

...কেন বাদ দিব?দাদা,তোমার শরীরটাও তো অনেকটা শুকিয়ে গেছে!এই অন্ধকারে তুমি সাধনকে লুকাতে পারবে না।তুমি মেধাবী ছাত্র।তোমার জীবনে টিকে থাকা দরকার।ও সব নষ্টালজিক্যাল মেয়ে পল্লবীর ভাবনাটা ছাড়।

...কেন ছাড়বো কেন?পল্লবী কি আর কারো প্রেমে পড়েছে?

...দুঃখ করো না দাদা।আমার দাদার জীবনে এমন একটা সিদ্বান্ত নিতে এই ছোট ভাই সাধনকে না বলাটা মুটেই উচিৎ হয় নি।

...আসলে সাধন,পল্লবীর কথাটা আমি তোমায় শেয়ার করতে পারিনি।তার একাধিক কারন আছে।প্রথমত,ওর জীবনের সংঙ্গে কখন যে আমি জড়িয়ে পড়ি,তা আমি নিজেও জানি না।আর বলার মতো কোন সুযোগও ছিল না।আজ বাসায় কেউ নেই।আজকে রাতে ঘুমানোর সময় আমার ও পল্লবী সম্পর্কের কিছু কথা তোমায় বলবো কেমন।আচ্ছা,উত্তমতো আমার হলেই পরীক্ষা দিয়েছিল।ও কি রেজাল্টের চিন্তা করছে?

...হ্যাঁ দাদা,উওমেরও নাকি ইংরেজী পরীক্ষা ভাল হয় নি। রেজাল্টের চিন্তার কথা বলেছিল।

...উত্তম তো ভাল ছাত্র।

...আগামীকাল কলেজের নোটিশ বোর্ডে ফলাফল টাঙ্গানু হবে।তখন দেখবে দাদা-আমার রোল নম্বার আসেনি!

...এসব অলক্ষ্মনে কথা বাদ দে তো।বিদ্যৎ আসছে না কেন?

...বিদ্যুতের আশা করে লাভ হবে বলে মনে হয় না।দাদা তুমি সকালে বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছ।যাই ভাত রাঁধতে।অবশ্য আজ তরকারি রাঁধতে হবে না,রবি কাকুকে দিয়ে বড়কাকী মানে তোমার পল্লবীর মা মাগুর মাছের বেশ অনেকটা তরকারি পাঠিয়েছে।দু'জনে ইচ্ছে মতো খাওয়া যাবে।

সাধনের শেষ কয়েকটা কথার রেশ এখন সাড়া ঘর জুড়ে তুলপাড় করছে।কমল ভাবছে,আজ তার এইচ,এস,সি রেজাল্টের পূর্ব রাত তা কি পল্লবী জানে।নাকি পল্লবী তা জেনেই তার মাকে বলে জেঠাতো ভাই সাধনের বাসায় কমলের পছন্দের মাছ মাগুর মাছের তরকারি পাঠিয়েছে।হয়তো পরীক্ষার রেজাল্টের পূর্বে কমল সাধনদের বাসায় আসবে,তা পল্লবী বড়বৌদির কাছে শুনে থাকবে।কমলের নানা ভাবনার ফাঁকে কখন যে ঘরে বিদ্যুৎ আসছে,কমল তা জানতেই পারেনি।রান্নার ফাঁকে সাধন এসে তার টেপরেকর্ডারে গান বাজালো।ভারতীয় সেরা কন্ঠশিল্পী হেমন্ত মুখপাধ্যায়ের কন্ঠে ভেসে আসছে,"বসে আছি পথ চেয়ে ফাগুনের গান গেয়ে,যত ভাবি ভুলে যাব,মন মানে না গো,মন মানে না"।কমলের ভাইবন্ধু সাধন ইচ্ছে করেই তার দাদা কমলকান্তের প্রিয় গানটিই টেপরেকর্ডারে বাজতে দিল।

**পর্বঃ৩৩**

**রাত ৯ টায় সাধন ও কমল রাতের খাবার শেষ করে।পল্লবীর মায়ের পাঠানু মাগুর মাছের তরকারি দিয়ে রাতের খাওয়াটা বেশ ভালভাবেই শেষ হল।আজকের রাতে দু'ভাই বন্ধুর আলাপ বেশ জমে উঠেছে।শরৎ ঋতুর শুরু হলেও বর্ষার শেষে আজকের বৃষ্টির প্রকোপ বর্ষাকে আবার শেষ বিদায়ের বৃষ্টির রিমঝিম অবিরত গান শুনিয়ে যাচ্ছে,টিনের ঘরের ছালে,গাছের ডালে,সারা প্রকৃতিতে আজ মেঘ বালিকার বৃষ্টির তান্ডব খেলা।**

**কবি কাজী নজরুলের ভাষায় যেন আজকের শরৎ আগমনী আর বর্ষার বিদায়ের ক্ষনে ভাইবন্ধু সাধনকে কমল তার প্রিয়া পল্লবীর প্রেমের আখ্যান লিপি শুনাতে অনেকটা দিশেহারা সাগর বেলার ক্লান্ত নাবিক।কমল তার জীবনের আত্ম-পরিচয়ের প্রশস্তি শুনাবে।নিভৃত যতনে সাজানু তার জীবনের কথা।তার যৌবনের শুরুতে নিবিড় আলিঙ্গনে প্রিয়া পল্লবীর সাথে তিলতিল করে গড়ে ওঠা ভালবাসা,তার জীবনের মেঘ বালিকা যেন আজ সাধনদের বাসার টিনের ছালে অবিরত বৃষ্টির বাজনায় নব নৃত্যে কমল তার ভাইবন্ধু সাধনকে প্রকাশ করতে চায়।**

**তাই আজ নিঝুম রাতে কমলের মনে পড়ছে,জাতীয় কবি নজরুলের লেখা বর্ষা দিনের বৃষ্টিস্নাত প্রকৃতির মিলনের লেখনী।কবি কাজী নজরুল লিখেছিলেন,"কেয়া পাতার তরী ভাসায় কমল- ঝিলে**

**তরু-লতার শাখা সাজায় হরিৎ নীলে।ছিটিয়ে মেঠো জল খেলে সে অবিরল কাজলা দীঘির জলে ঢেউ তোলে আনমনে ভাসায় পদ্ম-পাতার থালিকা।"**

**বুকের মধ্যে জমে থাকা কথা বলতে গিয়ে আজ কমলের মনে আর কোন দ্বিধা নেই।গত বছর ভারেরার মাঠে লক্ষ জনতার সমক্ষে বৌদ্ধ মূর্তির মোড়ক দ্বার উন্মোচন অনুষ্টানের কথা তো এ মোহনগঞ্জের বড়খাশিয়া বিরামপুর ইউনিয়নের প্রায় সবাই জানে।**

**...দাদা,ঘুমিয়ে গেলেন নাকি?**

**...না সাধন ঘুমাই নি।শুন,"সেদিন**

**রাতে আমার গায়ে ভীষণ জ্বর দেখা দিয়েছিল।তুমি ছোট ভাই সাধন বড় ঘর থেকে অনেক আগে কেনা একটা প্যারাসিটামল টেবলেট দিয়েছিলে।টেবলেট খেয়ে আমি ঘুমাতে চেষ্টা করেছিলাম।কিন্তু কিছুতেই আমার ঘুম আসছিল না।বার বার আমার মায়ের মুখটি ভেসে উঠছিল।মায়ের শেষ অলংকার কানের একজোড়া দুল।সে দুল বিক্রি করে এইচ,এস,সি পরীক্ষার টাকা জোগাড় আমার দ্বারা সম্ভব হচ্ছিল না।তা যেন আমার অন্তরাত্মায় কেমন একটা বাঁধা সৃষ্টি হয়েছিল।না আমি পারলাম না।এ দেড় বছর আমার মাসির বাড়িতে ভাল খাবারের সংঙ্গে আমার অনেক কাজও করতে হতো।পারিবারিক কাজের পাশাপাশি জমিতে রোপন করা থেকে শুরু করে নানাবিধ কাজ আমাকে সামলাতে হতো।এত কাজের ভীড়ে অনেকদিন আমার পড়ার টেবিলে ঘুম এসে যেত।আগে কখনও তার এমনটি হতো না।এ কারনেই,আমার শিক্ষাবর্ষের সব সাজেসন্স কমপ্লিট হয় নি।তাই আমার এক -একবার মনে হয়েছিল সেবার আমি পরীক্ষা দিবো না।পরের বছর ভালভাবে লেখাপড়া করে পরীক্ষা দিব।প্রয়োজনে আমি আমার মাসির ছেড়ে অন্য কোথাও যাব।যেখানে আমি প্রাইভেট টিউশনিও করতে পারবো।না কিন্তু কোথায় যাব সে ভাবনার যেন শেষ ছিল না।এসব কথা ভাবতে ভাবতে আমার শরীরের জ্বরটা যেন বেড়েই চলেছিল।মধ্যরাতে আমার চোখজোড়া একটু-আধটু লাগছিল আবার ঘুম ভেঙ্গে যাচ্ছিল।শেষ রাতে আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম,আমার সবচেয়ে বড় দাদা রতিকান্ত রায় যিনি আমাকে আর্টের অক্ষরে হাতের লেখা শিখিয়েছিলেন।আমার শিক্ষা জীবনের সূচনা বা আমরা যাকে হাতেখড়ি বলি,সে ছিল আমার বড়দা রতিকান্ত তালুকদার।কিন্তু আমার দূর্ভাগ্য।আমি যখন মাত্র ৩য় শ্রেণীতে পড়তাম তখন তিনি দুরারোগ্য ক্যান্সার ব্যাধিতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।তিনি আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলেন।শান্তনার বাণী শুনিয়েছিলেন।জীবনে জয়ী হওয়ার জন্য তিনি আমাকে পড়ালেখা চালিয়ে যেতে বলেছিলেন।আসলে মানুষ যখন অসুস্থতায় বা মানসিকভাবে কোন বিষয় বা কোন মায়ার প্রতি সুখ কিংবা দুঃখ অনুভূতি বিকারগ্রস্ত হয় বা ভোগে তখন তার অবচেতন মনে নানাবিধ চিন্তা দেখা দেয় তার প্রতিফলন স্বরুপ স্বপ্ন দেখা দেয়।আমারও ঠিক তাই হয়েছিল।**

**সকালে আমার জ্বরের খবরটা সবাই জানে।পল্লবীর মা প্রতিভা দেবী আমাকে দেখতে আসেন।পল্লবী আসছিল তার মায়ের সাথে।তখন আমার গায়ের জ্বর ৪ ডিগ্রী তাপমাত্রার উপরে মনে হয়েছিল।প্রতিভা দেবীর নির্দেশে পল্লবী আমাকে মাথায় পানি ঢালতে যাবতীয় সরঞ্জামাদি এনেছিল।বেশ কিছুক্ষণ পানি ঢালার পর পল্লবীকে রেখে মা প্রতিভা বাড়ির অন্যকাজে চলে গিয়েছিলেন।পল্লবীকে বাকী কাজটুকু বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন।পল্লবী আরো প্রায় আধ ঘন্টা পানি ঢালার পর আমি চোখ মেলে পল্লবীকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।আমি আরও দেখতে পাই,পল্লবীর চোখের কোণে পৌষের মাঝামাঝি শীতের হিমেল সকালে শ্রাবণের অশ্রুধারা।পল্লবী কাঁদছিল।আমায় পল্লবী গামছা দিয়ে মাথা মুছে দিয়েছিল।তখন আমার কপালে পল্লবী হাত রাখে।না জ্বর এখন খানিকটা থেমেছে।ইতিমধ্যে ভারেরা গ্রামের ডাঃনীলউৎপল চক্রবর্তী কে আনতে তুমি ভাইবন্ধু সাধন সরকার চলে গিয়েছিলে,তোমার কি মনে পড়ে?সাধন,তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ নাকি?**

**...না দাদা,ঘুমাইনি।আমি সব শুনতে পাচ্ছি।**

**...সেদিন আমি বিছানায় বসে আমার মায়ের মুখখানি স্বরণ করছিলাম।একটি রাতের জ্বর।অথচ আমাকে অনেকটা বাসি ফুলের ন্যায় ম্লিয়মান মনে হচ্ছিল।**

**খানিকক্ষণ পরে পল্লবী আমাকে বলে নিজ পড়ার রোমে চলে যাচ্ছিল।কিন্তু আমি সেদিন লক্ষ্য করছিলাম এক অন্য রকম পল্লবীকে।পড়ালেখায় তার মন কিছুতেই মনোযোগ দিতে পারছিল না। সারাক্ষণ সে পল্লবী আমাকে খুঁজছে।ঘরে যেতে তার মন চাইছে না।একটা প্রচ্ছন্ন মায়া আর ভালবাসায় পল্লবী ও আমার গা রোমাঞ্চিত হচ্ছিল।তার নব যৌবনোদয় আকাশে আজ হঠাৎ একটা কানাকানির সাড়া পড়ে গিয়েছিল।ঠিক প্রথম যেদিন আমি পল্লবীকে দেখেছিলাম,সেদিনটির কথা আমার বার বার মনে পড়লো।**

**...তারপর!**

**...আজ আর বলবো না।খুবই ঘুম পাচ্ছে।দেখ তো সাধন,এখন ক'টা বাজছে।**

**...রাত দু'টা!**

**আর কথা না বাড়িয়ে দু'জন ঘুমিয়ে পড়ল।**

পর্বঃ৩৪

পরদিন সকালে কমলের ঘুম থেকে ওঠার পূর্বেই সাধনের ঘুম ভেঙ্গে যায়।সাধন ঘুম থেকে উঠে মুখ ধৌত করে।অতপর হালকা নাস্তা তৈরি করে তার কমল দাদার ঘুম ভাঙ্গায়।

...দাদা,হাত-মুখ ধৌত করো।আমি চা-নাস্তা তৈরি করেছি।তাড়াতাড়ি ডাইনিং টেবিলে আসেন।

...ঠিক আছে,আসছি।সাধন,তুমি এত সকালে উঠে নাস্তা তৈরি করে ফেললে।সামনের চা-ষ্টলেই তো কিছুক্ষণ পড়ে নাস্তা করা যেত।তুমি রান্নাবান্নার সব কাজ শিখে ফেলেছ নাকি?

...হ্যাঁ দাদা,আমার মত বেকারদের সব কাজই রপ্ত করতে হয়,এ ছাড়া উপায় নেই।চা কেমন হলো?

...সাধন,তোমার তৈরি চা বেশ ভাল হয়েছে।চা-তে হরলিক্স দিয়েছ নাকি?

...হ্যাঁ দাদা,গত পহেলা বৈশাখে বিরামপুরের মেজদি আমায় বড় একটা হরলিক্স দিয়েছিলেন।তাই মাঝেমধ্যে চা এর সংঙ্গে অথবা কেবল হালকা চিনিযুক্ত গরম পানি দিয়ে খাই।

...বেশ ভালই লাগলো।

...গতরাতে বাকি রয়ে যাওয়া কমল পল্লবীর প্রণয় আখ্যানের প্রথম ভাগ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।আজ আবার শুরু হবে কখন?

...সাধন তুমি কি স্নান করে ফেলেছ নাকি?

...হ্যাঁ দাদা,স্নান নিত্যকর্ম শেষ,সামান্য শ্রীমদ্ভাগবত গীতাও পাঠ করেছি।

...বেশ করেছ।আজ আমাদের রেজাল্টের দিন।গীতার প্রসাদ খেয়েই কলেজে যাব।আমিও বাতরুমে ঢুকে স্নানটা সেরে আসি,তারপর আলাপ করা যাবে।

...তবে দাদা,একটা কথা মনে রাখবেন,গতরাতে আপনার শুরু করা সমস্ত কাহিনী শেষ না করা পর্যন্ত আমরা রেজাল্ট আনতে কলেজে যাচ্ছি না।ঠিক আছে,স্নান শেষ করেন।আমিও রান্নাঘরে সকালের খাবার তৈরি করি কেমন?

...ঠিক আছে।আমি স্নান করতে গেলাম।

কমল স্নান সেরে ঠাকুর ঘরে নিত্যকার কয়েকটি প্রনামমন্ত্র পাঠ করলো,আর মনে মনে ঈশ্বরের কাছে তার এইচ,এস,সি পরীক্ষার ভাল রেজাল্টের কামনা করলো।ইতিমধ্যে পাশের বাসার সুপ্রিয় সাহার বাবা রাজকুমার জেঠু কমলের কন্ঠস্বর শুনে চলে আসেন।মাইলোড়া সাধনদের বাসায় থেকে এইচ,এস,সি ফাইনাল পরীক্ষা দেয়ার সময় কমলের সংঙ্গে রাজকুমার সাহার পরিচয় ঘটে।তিনি বৃদ্ধ মানুষ।বয়সের ভারে তার রাতের ঘুম কম ছিল।রাত জেগে কমলের সরব পাঠের পড়ালেখা তিনি অনায়াসেই শুনতে পেতেন এবং কমলের জন্যে তিনি গর্ববোধ করতেন।আজ রাজকুমার জেঠু কমলের রেজাল্টের শুভ কামনা করেন।কিছুক্ষণ আলাপের পর তিনি তার নিজ বাসায় চলে গেলেন।খানিকক্ষন হলো সাধন সকালের রান্না শেষ করলো।

...দাদা রান্না তো শেষ করলাম।এবার বিছানায় শুয়ে শুয়ে আপনি গত রাতে আপনার বাকী প্রেমের আখ্যান ভাগের শেষাংশ শুনান।

...কি হবে ভাইয়া আমার অভিশপ্ত জীবনের প্রেমের উদভ্রান্ত কাহিনী শুনে।গত পরশু আমার বাড়িতে মেজদার রেডিও তে শিল্পী রফিকুল ইসলামের কন্ঠে একটি গান আমায় কল্পনার জগৎ থেকে অতি বাস্তবে নিয়ে আসে।গানের কলিটি কি ছিল জান?

...কি?

...ওগো শরৎবাবু যদি পেতাম

বলতাম আজ আবার লিখ দেবদাস

হয়তো পাল্টে যেত তোমার হাতেই

পার্বতী চন্দ্রমুখীর ইতিহাস।

এখন সে পার্বতী পাবে না দেশে

সে এখন ভালবাসে অংক কষে।

...সাধন,গানের কলির ভাবার্থ বুঝেছ?

...দাদা,আমি তো আপনার মত সাহিত্য মনে নই।তবু বলবো,এ কালের প্রেমিক বলুন বা প্রেমিকাই বলুক সবাই যোগ-বিয়োগ অংক কষে তারপর প্রেমের খাতায় নাম লেখায়।ভাবার্থ ঠিক পুরোপুরি না বুঝতে পারলেও এটুকু বুঝতে পারছি য,"এখনকার প্রেমিক-প্রেমিকারা স্বার্থপর।"

...গানটি কিন্তু অসাধারন,তাই না।

...হ্যাঁ তাই ঠিক আছে দাদা,আপনি তো একজন ভাল কন্ঠশিল্পী,তাহলে প্রথমে আপনি পল্লবীকে ভালবাসার কথা দেবার মুল পরিস্তিতির ঘটনাটি বলেন।পরে আপনি শিল্পী রফিকুল ইসলামের সে গানটির দু'টি চরন শুনাবেন,কেমন?

...ঠিক আছে।তাহলে শুন-

তোমার মনে পড়ে সাধন,তোমাদের বাড়িতে পুকুরের পূর্ব পাড়ে আমি একটি দেবদারু গাছ ও তার পাশে আর একটি চম্পা ফুলের গাছ লাগিয়েছিলাম।এই গাছ দু'টি ছিল পল্লবী ও আমার প্রেমের একমাত্র নীরব স্বাক্ষী।আমার প্রিয় কবি কাজী নজরুলের বিখ্যাত প্রেমের কবিতা"বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি"কবিতার কয়েকটি চরন,"সব আগে আমি আসি,জাগিয়াছি নিশিত গিয়াছি গো ভালবাসী।তোমার পাতায় লিখিলাম আমি প্রথম প্রণয় লেখা,এইটুকু হোক সান্তনা মোর,হোক বা না হোক দেখা"।কবি কাজী নজরুলের প্রেমের কবিতার অনুরুপ আমাদের প্রেমের নিবিড় আলাপনের স্বাক্ষী স্বরুপ গাছ দু'টি।আমি প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে দিজেন্দ্রগীতি,রবীন্দ্রগীতি,নজরুলগীতি,রজনীকান্ত সেনের বিভিন্ন গান গাই।আমার ১৯৯০ সনের এইচ,এস,সি পরীক্ষার বহিস্কারের ব্যাপারটা তোমাদের বাড়ির সবাই অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে নিচ্ছে না।নানা জনে নানাভাবে বলাবলি করছে।কেউ বলছে দুর্ভাগ্যে,আবার কেউ ভাবছে পরিবেশের কারনে কমল নিজেই হয়তো নকলের ফাঁদে পা দিয়েছে।অথচ কমলের এস,এস,সি রেজাল্টের দিকে নজর দিলে এমনটি ভাবা যায় না।

সেদিন সন্ধ্যায় পল্লবীর পড়ার ঘরে যাবার জন্যে আমার ডাক এসেছিল।সে ডাকে সাড়া দিতে আমি রাত ৮টায় পল্লবী রোমে যাই।আমি প্রথমে এস,এস,সি টেষ্ট পেপার থেকে বেশ কয়েকটি অংক পল্লবীকে করালাম।চা খেলাম।এবার নিজের রোমে যাবার চিন্তা করছি।আমি সারাক্ষণ লক্ষ্য করছিলাম পল্লবী যেন আমায় কিছু একটা বলতে চাচ্ছে।কি বলতে চায় পল্লবী।পল্লবীর মা রাতের রান্নাকরা নিয়ে ব্যাস্ত।তার ছোটভাই মুকুর রান্না ঘরে রাতের খাবার খেতে চলে গেছে।আর তার বাবা কি একটা কাজে উওর পাড়া সুজিতদের বাড়ি গিয়েছেন।

হঠাৎ পল্লবী ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কান্না শুরু করে দিয়েছে।

...কি ব্যাপার পল্লবী তুমি কাঁদছ কেন?তোমার কি হয়েছে?থাম,তোমার মা যে শুনতে পাবে!

...দাদা!আমার অন্তরে অনেক ব্যাথা !এখানে অনেক দিন ধরে সে ব্যাথাটা মহাদ্রাক্ষার কালি দিয়ে লেখা হয়ে গেছে,"তোমার নাম কমলকান্ত"

"আমার প্রাণের স্বামী"।

...তা কি সম্ভব?

...কেন সম্ভব নয়!আমার হ্নদয়ের একান্ত গোপন কথাটি বলবো বলে অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করছি।

তোমার এইচ,এস,সি পরীক্ষার শুরুতেই এমন দুর্ভাগ্যের কথা,আমি ঘূর্ণাক্ষরে ভাবতে পারিনি।সত্যি কথা বলতে কি দাদা,তোমার পরীক্ষায় কেন এমন আকস্মিক দুর্ঘটনায় আমি খুবই মর্মাহত!

...ও কিছু না।আসলে এটা আমার দুর্ভাগ্যবশত একটা ঘটনা।যা হবার হয়েছে,এ নিয়ে আমি ভাবছি না।

...সত্যি কথা বলতে কি দাদা,তোমায় দেখার পর,তোমার সংস্পর্শে আসার পর,আমার হৃদয়ে অনেক দিন ধরে লালন করা একটি স্বপ্ন তেমায় সারপ্রাইজ করতে চেয়েছিলাম!

...ও তাই!কি সে তোমার হৃদয়ে লালন করা স্বপ্ন যা আমাকে উৎস্বর্গ করতে চেয়েছিলে?

...সে তোমার পলি।আমি- আমার- সত্তা।আমার হৃদয় -মন সকলি তোমায় উৎস্বর্গ করলাম।তুমি গ্রহন করো আমায়।

তারপর আমাদের দু'জনের চোখের জলে অমিয়ধারায় মিলন বাহু বন্ধনে হৃদয়ের ভাঁজে ভাঁজে গোপন মনের আত্মপ্রকাশে উচ্চারিত হলো,"কথা দিলাম"।সংঙ্গে সংঙ্গে আমার মনে হয়েছিল আমার দেবদারু গাছটির পল্লবে-পল্লবে একটা নবচেতনার সাড়া পড়লো,চম্পা ফুলের কলিরা ফুটতে শুরু করলো,সাড়া বনময় কোকিলের কুহুতান শোনা গেল।

...তারপর কি হলো দাদা!

...সাধন,সেদিন থেকে আমাদের দু'টি প্রাণের মিলন হলো।শুরু হলো তোমাদের মঙ্গলচন্ডী মন্দিরের পেছনের বেদীতে মেহেদী গাছের আঁড়ে দু'জনের প্রেম-অভিসার।

...দাদা,তুমি যে বলেছিলে কন্ঠ শিল্পী রফিকুল ইসলামের একটি গান শুনাবে?

...এখন আর গান গাওয়া হবে না।এবার সকালের খাওয়া শেষ করে কলেজে যেতে হবে।রেজাল্ট আনতে হবে।

...ঠিক আছে,চলেন দাদা খাওয়া শেষ করে,ঠাকুরের প্রসাদ খেয়ে কলেজ থেকে রেজাল্ট আনতে যাই।

পর্বঃ৩৫

সাধন ও কমল সকাল ১১টায় মোহনগঞ্জ কলেজ রোডে যেতে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীর দেখা পায়।প্রায় সকলের মন খারাপ।তার কারন একটাই ফলাফল বিপর্যয়।কলেজ মোড়ের ক্যানটিনের পাশে যেতেই,সাধন ইশারায় একটি অষ্টাদশী মেয়েকে দেখাচ্ছে।মেয়েটি নাকি সাধনের সহপাঠিনী।মেয়েটি যেমন সুন্দরী তেমনি সপ্রতিভ।মেয়েটির সংঙ্গে সাধন অনেক চেষ্টা করেও নাকি কখনও কথা বলতে পারেনি।তাই সাধন তার কমল দাদাকে কথা বলার জন্যে অনুরোধ করলো।সাধনের কথা শেষ হতে না হতেই মেয়েটি ওদের পাশেই চলে এসেছে।মেয়েটির মুখে হাসি লেগেই আছে।কাকে দেখে মেয়েটি হাসছে?সাধনকে না কমলকে বুঝা যাচ্ছে না।

...নমস্কার দাদা।আমি অলি চক্রবর্তী।

...নমস্কার।তুমি অলি।কবে তোমায় শেষ দেখেছিলাম,আমার মনে নেই।নেলী কেমন আছে?কোথায়,কিসে পড়তেছে।

...ছোরদি গতবছর নেত্রকোনা সরকারী কলেজ থেকে এইচ,এস,সি পাশ করেছে।

...ও আচ্ছা।জলিদির কোথায় বিয়ে হয়েছে?

...নেত্রকোনায়।নেলী ছোরদি তো মেজদির বাসা থেকেই পড়ালেখা করে।

...চল অলি, সামনের ক্যানটিনে বসি।

তোমার সাথে পরিচয় করে দেই,ও আমার মাসতুতো ছোট ভাই সাধন সরকার।

...আজ্ঞে দাদা,উনাকে আমি ভালভাবেই চিনি ও জানি।কিন্তু অপ্রিয় হলে সত্য যে,উনার সংঙ্গে আমার কখনও কথা বলা হয়ে ওঠেনি।

...হ্যাঁ দাদা,কলেজ সহপাঠী তো,তাই ওর সংঙ্গে কথা হয়ে ওঠে নি।অবশ্য দূর থেকে ওকে অনেকবার দেখেছি।আচ্ছা অলি,তোমার রেজাল্টের খবর কি?

...ও আচ্ছা।আমি সেকেন্ড ডিভিশন পেয়েছি।আর সাধন ভাই,তুমিতো মোহনগঞ্জ সরকারী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের শৈলেন্দ্র স্যারের ছোট ছেলে,নাকি ভুল বললাম?

...না ভুল বলনি।একদম সঠিক বলেছ।কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা।

...অন্য কথা মানে কি?

...আমরা পাঁচ ভাই চার বোন।আর আমি যে সবার ছোট,তা কিভাবে নিশ্চিত হলে?নাকি কমলকান্ত দাদার নিকট থেকে জেনেছ?

...না না দাদার নিকট থেকে জানবো কেন।কমলকান্ত দাদা আমার ছোরদি নেলী চক্রবর্তীর সহপাঠী।যখন দাদা খুরশীমুল উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়তেন,তখন থেকে আমাদের পরিবারের সহিত পরিচয়।ঠিক বললাম না দাদা।

...হ্যাঁ,একদম ঠিক বলেছ অলি।নাও কপি নাও,কেক নাও,খেতে খেতে আলাপ করো।সাধন ভাই তুমি শুন,আমি ৬ষ্ট থেকে ৭ম শ্রেণী থেকে দু'টি বছর খুরশীমুল উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করেছি।আর আমার বড়বোন অনিতা দিদির সহপাঠিনী ছিলেন অলির বড়দি শেলী চক্রবর্তী। আর আমার সহপাঠিনী ছিল অলির ইমিডিয়েট বড় বোন নেলী চক্রবর্তী।স্কুলের পাশেই ওদের বিরাট পেঁরু বাড়ি।যেখানে ছিল প্রচুর ফলের বাগান,সব ফলের বাগানই ছিল আমার নকদর্পনে।একটি দিনের কথা মনে পড়ে,একদিন স্কুলের বিরতি পিরিয়ডে নেলীর সংঙ্গে তোমাদের বাড়িতে ভাত খেয়েছিলাম।

...তারপর!তারপর!

...তারপর,আমরা যখন খাচ্ছিলাম তখন অলি তুমি ছিলে তোমার মায়ের কাছে।তোমার মা অদূরে শিং মাছ কাটছিলেন।তখন তোমার একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছিল।

...কি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা যা আজও আপনি ভুলেন নি।

...ঘটনাটি হলো,একটি দুষ্ট শিং মাছ তোমার হাতের অনামিকা আঙ্গুলের উপর বিষকাঁটা ফুটিয়ে দিল।তখন তুমি সম্ভবত ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র।শিং মাছের বিষকাঁটার বিষের দংশনে তোমার গগনবিদারী চিৎকারে সবাই দিশেহারা হয়ে গেছিল।

...ঘটনাটা আসলেই সত্যি।আমার একমাত্র ভাই অঞ্জনদাদা প্রায়ই কথায় কথায় এ ঘটনাটির পুনরাবৃত্তি করেন।আজ আপনার মুখে প্রায় নয় বছর পূর্বে সামান্য ঘটনাটির নিঁখুত বিবরন শুনে,আমি সত্যি অভিভুত ও আনন্দিত।সত্যি কথা বলতে কি দাদা,অসাধারন আপনার স্মৃতিশক্তি।

...ঠিক আছে দাদা সবই বুঝলাম কিন্ত অলি তুমি কিভাবে আমার কথা জানলো,সেটা ঠিক বুঝলাম না!

...এটাও সরল সমীকরন।

...কিভাবে please বুঝিয়ে বলো,এখনই আমাদের উঠতে হবে,রেজাল্টের যে অবস্তা জানিনা আমার রেজাল্ট কি হয়েছে।

...আসলে সাধন ভাই,আমার সবচেয়ে বড় বোন শেলীদির বিয়ে হয়েছে শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ি থানায়।সেখানে আমার এক বান্ধবী আছে।তার নাম সীমা কর্মকার।তার নিকট তোমার সম্পর্কে অনেক আলাপ হয়েছে।তাছাড়া আমাদের বাড়ির অঞ্জনদা,মৃনালদা সহ অনেকেই মোহনগঞ্জ সরকারী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছে।পরে যদি দেখা হয় তবেএ সম্পর্কে আলাপ যাবে,কেমন,আজ তাহলে উঠি?আর আমার পক্ষে ও সীমার পক্ষে সাধন ভাইয়ের ভাল ফলাফল কামনা করছি।যাই দাদা,আবার দেখা হবে।

...ঠিক আছে।বাড়ির সকলকে আমার সংঙ্গে হঠাৎ দেখার গল্পটা বলো এবং আমার জন্যে আশীর্বাদ করতে।তুমি ভাল থেকো,ভাল থাকা হয় যেন।

কমল ও সাধন দু'জনেই হাত নেড়ে সুন্দরী অষ্টাদশী অলি চক্রবর্তীকে বিদায় জানায়।ক্যানটিনে বিভিন্ন টেবিলে বসে থাকা লোকজন দৃশ্যটিকে উপভোগ করে।

কমল ক্যানটিনের বিল দিয়ে দিল।আস্তে আস্তে দু'জন কলেজে পৌঁছল।ঘড়িতে বেলা দুইটা বাজছে।কলেজ প্রায় ফাঁকা।দু'একজন মেয়ে কমন রুমে পায়চারি করছে।বকুলতলা,শহীদ মিনারে ও পুকুর পাড়ে থার্ড ইয়ার বা ফোর্থ ইয়ারের বড় ভাই-বোনেরা খোশগল্পে ব্যস্ত।নোটিশ বোর্ডের পাশে ১৯৯১ সালের এইচ,এস,সি পরীক্ষার্থীদের সামান্য জটলা।এবার ৭৮৪ জন শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাত্র ৪২৮ জন শিক্ষার্থী কৃতকার্য হয়েছে।অনেকেই স্ব-স্ব রোল নম্বার খুঁজে না পেয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছে।

কমলের রোল নম্বর ২১৩৩ এবং সাধনের রোলনং ২১৮৭ নম্বর।কমল প্রথমেই ফাষ্ট ডিভিশনের সিরিয়ালে তার রোল নম্বর খুঁজতে থাকে।কমল দেখতে পায় প্রথমেই তার রোল নম্বর।তার মনের ভেতরে একটা আনন্দের বাঁধভাঙ্গা আনন্দের জোয়ার দেখা দিয়েছে।কমল তৎক্ষনাৎ কাঁদতে আরম্ভ করলো।এ কান্না আসলে কান্না নয়,আনন্দ অশ্রুতে কমলের গন্ডদেশে প্লাবন বইছে।সাধন তার রোল নম্বর পেয়েছে।সাধন সেকেন্ড ডিভিশনে পাশ করেছ।সাধন তার আনন্দকে শেয়ার করার জন্যে তার কমলদার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায়।সাধন অনেকটা হতভম্ভ হয়ে যায়।সাধন তার কমলদার চোখে আনন্দ অশ্রু ও কান্নাকে ফলাফল বিপর্যয় ভেবে দিশেহারা হয়ে,দাদাকে প্রবোধ দিতে গিয়ে কমলকে অষ্টপিষ্টে জড়িয়ে ধরে।

...কি ব্যাপার দাদা,আপনার রেজাল্টের খবর কি?

...সাধন আগে তোমার রেজাল্টের খবর বলো।

...দাদা আমি সেকেন্ড ডিভিশন পেয়েছি।আর আপনি!

...হ্যাঁ আমি পেয়েছি!

...কি পেয়েছ?

...ফাষ্ট ডিভিশন।

তারপর দুই মাসতুতো ভাইয়ের রেজাল্টের আনন্দ অশ্রুতে উভয়ের গন্ডদেশ তপ্ত অশ্রুধারার মিলনে কলেজ প্রঙ্গনে বেশ একটা জটলা সৃষ্টি হয়েছে।মোহনগঞ্জ ডিগ্রী কলেজের ইংরেজী প্রফেসর দেবদাস স্যার জানালেন,"কমলের রেজাল্টই ১৯৯১ ইং সনের এইচ,এস,সি পরীক্ষার মোহনগঞ্জ ডিগ্রি কলেজের সবচেয়ে সেরা রেজাল্ট।

পর্বঃ৩৬

মোহনগঞ্জের মাইলোড়া আবাসিক এলাকায় ১৯৯১ ইং সালের এইচ,এস,সি পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থী ছিল ২১ জন।কৃতকার্য হয়েছে মাত্র ৭ জন।পাড়ার হিসাব বিজ্ঞানের সুপ্রিয় রায় স্যারের বাবা রাজকুমার সাহা কমলের রেজাল্ট জেনে খুবই খুশী হয়েছেন।তিনি তার দূরদৃষ্টি জ্ঞান দিয়ে পূর্বেই কমলের ভাল রেজাল্ট হবে কমলকে বলেছিলেন।পরীক্ষার রেজাল্ট নিয়ে সাধন ও কমল বাসায় ফিরে।সুপ্রিয়দাদের বাসায়,সেলিনাদের বাসায় ও পিন্টু ঠাকুরের বাসায় মিষ্টি বিতরন করা হয়।সাধন যখন বিকালে বাজার করে মাঘান রিস্কাষ্ট্যান্ডে আসে তখন সাধন পল্লবীর ছোট কাকু রবীন্দ্র তালুকদারের দেখা পায়।রবি কাকু সাধন ও কমলের এইচ,এস,সি পরীক্ষার রেজাল্ট জেনে খুবই খুশী হলেন।অবশ্য কমলের রেজাল্ট যে কলেজের সেরা রেজাল্ট হয়েছে এ কথাটি পল্লবীর কাকু জেনে অনেকটা অবাক হয়েছিল।এতক্ষনে হয়তো পল্লবী ও সাধনদের বাড়ির সবাই কমল ও সাধনের পরীক্ষার খবরটা রবি কাকু পৌঁছে দিয়েছেন।

রবি কাকু জানিয়েছেন,পল্লবীর নাকি অসুখ হয়েছে।সারা শরীর ফুলে গেছে।বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের ধারনা,দীর্ঘ দিন ধরে মনের অসন্তোষ ধরে রাখার ফলেই এ রুগের আবির্ভাব হয়েছে।এ সময়টা পল্লবীর পাশে একবার যাওয়ার ইচ্ছে ছিল কমলের।কিন্তু সাধন পল্লবীর মায়ের অনুশাসন ও পল্লবীর প্রতি তার মায়ের অনুশাসন,কমলের প্রতি অনুরাগের বিবরন শুনে কমল ভারেরাতে পল্লবীকে দেখতে যেতে সাহস পায়নি।

কমলের রেজাল্টের পরদিন বিকালে সাধনের মেজদা সুখরঞ্জনদা বাসায় বেড়াতে এলেন।বড়বৌদির পাঠানু একটি উপন্যাসের প্যাকেট উপহার মেজদা কমলকে বুঝিয়ে দিলেন।আসলে পল্লবীর হয়ে কৌশলে বড় বৌদি বইটি মেজদাকে দিয়ে পাঠালেন।

সুখরঞ্জনদা কমলকে একটি পত্র দিলেন।পত্রটি নিয়ে কমল জগন্নাথ পুরের কেইনবাড়ি সুনীলদার নিকট পৌঁছাবে।সুখরঞ্জনদার বি,এড প্রশিক্ষনের পরিচিত বন্ধু সুনীল দেবনাথ কমলের জন্যে সিলেটের গোয়ালাবাজারে একটি লজিং ঠিক করবেন।সে লজিং এ থেকেই কমলকে ডিগ্রী পড়তে হবে।বড়বৌদির উপহার কথাটি শুনতেই কমল বুঝতে পেরেছে,আসলে এ উপহারটি পল্লবী দেয়া।কভার খোলেই কমল পল্লবীর গোটা হাতের লেখা চোখে পড়ে।

"কবে দেখা হবে,জানিনা!তোমার ফাষ্ট ডিভিশন রেজাল্টের জন্যে আমার পক্ষে ছোট্ট উপহার।বুদ্ধদেব গুহের লিখা উপন্যাস,"একটু উষ্ণতার জন্যে"।অনেক নিচে লিখা,"তোমার বৌ"লিখে অনেক দূরে the লিখা।অতপরঃ ভিতরে চলো...।

ভিতরে কিছু একটা আছে ভেবেই কমল দেখে নৌকার ভাঁজে পল্লবীর দীর্ঘ চিঠি।পল্লবী লিখেছে,"নিরবতার সাথে পথ আমার।আমার নিঃসঙ্গতার সাক্ষী তুমি। রাত্রির নিরবতায় বেদনার বালুচরে হাঁটতে হাঁটতে আমি আমার কাছে অচেনা কেউ। বুকের বাম পাজরে তাই চিন চিন ব্যথা। নদী জানে আমার জীবনের কিছু কথা। বিবেকের আদালতে দন্ডিত আমার ভাবনা গুলো পালাবার পথ খুঁজে বেড়ায় গোপন অভিমানে। এখানে মানুষ গুলোর আরেক নাম ‘যন্ত্র। আমি যন্ত্র হতে চাইনি বলে নিজেকে লুকিয়ে রাখি স্বপ্নের পাহাড়ে। আমি স্বপ্ন দেখি কোনো একদিন জোসনা প্লাবিত রাতে আমিও চাঁদের সঙ্গী হবো। চাঁদকে তাই বলি- আমিও জেগে আছি নদীর মতো…

নদীর দুঃখ আমি বয়ে নিয়ে বেড়াতে পারি না, তবে নিজেকে নদীর মতো দুঃখী মনে হয়। একটা সময় ছিল প্রতিদিন তোমার চিঠি আসতো আমার ঠিকানায়। হলুদ খামে করে নানা রকম মজার মজার সব চিঠি। খুব আগ্রহ নিয়ে আমি এই চিঠি পড়তাম। অন্যরকম এক ভালো লাগায় মন ভরে যেত। তারপর সময় মতো চিঠি গুলোর জবাবও দিতাম। সেইসব চিঠি গুলো আমি আজো যত্ম করে তুলে রেখেছি। চিঠি আমি আজো লিখি তবে হলুদ খামে নয়- ‘নীল বেদনায়’। জানি ভবিষ্যতের মানুষ চিঠিতে থাকবে না। নতুন প্রযুক্তির ফলে তারা এগিয়ে যাবে। কম্পিউটার অথবা স্মার্ট ফোনের বাটন টিপে তারা তখন বিশ্বটাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসতে পারে। বাস্তবতা আর ব্যস্ততা বদলে দিবে মানুষের মন। কাউকেই কোন দোষ দেই না। রাত্রির খামে করে সবার " মন" বাড়িতে একগুচ্ছ জোসনার ফুল পাঠালাম। হাত বাড়িয়ে ঘরে তুলে নিও…!সব আধুনিকতা দুরে ছূড়ে শত-বছর পরেও তুমি আমার এ পত্রটি পড়ো বার বার।জানি তুমি পড়বে!তাই তো অনেক জটিল সময়ে,সারা শরীরে ফোলা ব্যাথা ভরা অসুখ নিয়ে,তোমাকে লিখলাম,মোমবাতির আলোয় অতি গোপনে।

আজ আমি জোসনার কাছে চিঠি লিখি। আকাশে জোসনা দেখলেই আমি বেলকনিতে দাঁড়িয়ে থাকি ঘন্টার পর ঘন্টা। জোসনায় আচ্ছন্ন হয়ে রাত কে পাহারা দেই, জোসনায় স্নান করি। ভালোই আছি যদি বলো আমি সবসময় ভালো থাকার অভিনয় করি। কেমন করে বলি তোমায়- আমার ছুটি দরকার, জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়ার ছুটি…

ফেরারি আসামি হয়ে কি লাভ বেঁচে থাকার ? এই তো সেদিন আমার 'মন " বাড়িতে ঘটে গেছে সীমাহীন রক্তক্ষরণ। আমি অবাক হই মানুষের মিথ্যা স্বার্থকথা দেখে।বানীদি তোমার-আমার হৃদয়ের সম্পর্কের কথা বার বার মাকে গল্প বলে।তবুও কারো প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই, কাউকে অভিযুক্তও করি না। নিজেকে নদী ভাবি, তাই বয়ে নিয়ে চলি জীবনের সমস্ত ভাঙ্গা-গড়ার ইতিহাস…

চোখের জলে সাঁতার কাটি আর বুকের ভিতর পোষে রাখি জমাট অভিমান। মানুষ হয়ে জন্মেছি বলে নিজেকে অভিশপ্ত মনে হয়। চলমান জীবনে সবার আগে আমি কিছু হীন মানুষকেই ভয় পাই। মানুষের মন মানসিকতা কতটা নিচু আর মানুষের রুপ কতটা ভয়ঙ্কর তা আমি দেখেছি। আমার ভালো লাগে না মায়ের শাসন। তাই মেনে নিতে পারি না কোন অনিয়ম। অথচ অনিয়ম দেখতে দেখতে নিজের চোখ দু’টিকে আজ নষ্ট করে ফেলেছি। নষ্ট চোখে সবকিছুকে তাই ময়লা মনে হয়…

তাই বলে ভেবনা আমি নষ্ট হয়ে গেছি। জেনে রাখ, জোসনার রুপালী আলোয় আমি তোমাকে আবিঙ্কার করবই। সৃষ্টি সুখের উল্লাসে আমিও তাই স্বপ্ন দেখি একটি সুন্দর সকালের। আমি তো জানি- আমার জন্য কেউ অপেক্ষা করে না, বরং আমাকেই অপেক্ষা করতে হয় আকাশের দিকে তাকিয়ে…

এই পৃথিবীতে যা কিছু সুন্দর তা মানুষের জন্য। কিন্তু সবকিছু সব মানুষের জন্য নয়। এই যে আমাদের বেঁচে থাকা, স্বপ্ন দেখা, এগিয়ে যাওয়া, গন্তব্যে পৌঁছা কিসের জন্য বলতে পারো ?

অথচ একটু চোখ মেলে দেখ না- আমাদের চারপাশে অসুখী মানুষ গুলোর দন্ডিত কালযাপন। যাদের "মনের" ঘরে শান্তির রেশ যন্ত্রনা কাতর। ভালোবাসার নিরেট অভিনয় নিজের সঙ্গে। তবুও জীবনের হিসেব মেলাতে গিয়ে বেহিসাব আমি বারবার হেরে যাই বাস্তবতার কাছে। তাই তো তোমার কাছে আশ্রয় খুঁজি নিশুতি রাতের জোনাকির আড্ডায়…

কতটুকু পথ হাঁটলে পথিক ক্লান্ত হয় তা আমি জানি না। তবে আমি ক্লান্ত হইনি বলে আজও পথে পথে হাঁটি, পথ তৈরি করি। জানো- আমি আমাকে মনের মানুষ ভাবি বলে অনেকে আমাকে মানুষই ভাবতে চায় না। হয়তো তুমিও একদিন এভাবে আমাকে অমানুষ ভেবে ছুড়ে ফেলে দেবে। যেমনটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে ঘরের মানুষ। এই ঘরটা তো আমার নয়, কোনদিন ছিলও না। নিয়তির খেলাঘরে আমি হলাম বৃত্তের বাহিরের কেউ। ঘরের বাহির নয়, বাহিরই যার ঘর- সে আমি।

আমাকে আর নতুন করে তুমি খুঁজতে যেও না। নীল জোসনা যাকে চিনে, রাতের জোনাকিরা যাকে ভালোবাসে আর নদী যার জীবনের গল্প জানে তাকে কি ঘরে আটকে রাখা যায়? দিন বদলের হেয়ালীপনায় আমার ভিতরটা একটুও বদলায়নি, কেবল আমার বাহিরটা শুধু বদলে যাচ্ছে। বেখেয়ালীপনায়। দিন দিন আমি ভুলে যাচ্ছি বটে কিন্তু আমার ভেতরটা এখনো পবিত্র রয়ে গেছে,শুধু তোমার জন্যে। আমার সুন্দরটা তাই আজ কেবল পোশাকেই সীমাবদ্ধ। জানি আমার এই সুন্দর দেখে সবাই মুগ্ধ হতে পারে কিন্তুু কেউ না জানলেও আমি জানি,তুমি-আমি মন থেকেই একে অপরকে ভালবেসেছি।সুন্দর তো মলিন হয়ে যায় না।অনায়াসেই অনাদরে এ দেহ ফুলে গেছে।কোনদিন একে-অপরকে ভুলবো না,তবুও ভুলতে হবে ভুলে।হতে পারেনা। মুগ্ধতা কাটিয়ে আমি যখন ফিরে পাই ফের নিজস্বতা, মনে হয় ভুলে ছিলাম ভুলে আছি- এইসব অপারগতা…

প্রাত্যহিক জীবনে নিয়ম করে চালের দাম বাড়ে, বাড়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় সব দ্রব্যের দামও ! কিন্তুু এই সমাজের চোখে আঙুল দেখিয়ে আমাদের সবাই কে অবাক করে দিয়ে মানুষের দাম কমতে থাকে, কেবল কমতেই থাকে।

ভালো মানুষগুলো হারাতে থাকে তাদের সাহস এবং নির্ভরতা।অসৎ, অশুদ্ধ মনের মানুষ গুলো দূর্বার বেগে ছুটে চলেছে প্রতিটি সমাজের আনাচে কানাচে,অলি গলি তে অনাদরে অবহেলায় পড়ে থাকা শুদ্ধ আত্মাদের গ্রাস করে চলেছে।আমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া শুদ্ধ আত্মার জন্য নিরবে নির্ভীতে কেঁদে কেঁদে অন্ধকারে বিলীন হতে চলেছি।

একদিন তোমাকে ভুলতে হবে আমাকে।আমি ও আমার সাথে স্বজনদের অসংখ্য আত্মার অভিশাপে নিশ্চিহ্ন হবো।হতেই হবে।আজ আমার জন্য তুমি পরিত্যক্ত হও- সে আমি চাই না।সুখরঞ্জন দাদার কাছে শুনেছি,তুমি আরো দূরে চলে যাচ্ছ।তুমি সুখী হও।সে শুভকামনায়।

তোমার

মানসী পল্লবী"।

পর্বঃ৩৭

আজকের সন্ধ্যা বেলাটা কমল,

সাধন,উত্তম মাইলোড়া কালী মন্দিরে কাটিয়েছে।কালী বাড়ির পাশেই সাধনের বন্ধু উত্তম রায়ের বাসা।আজ রাতে উত্তমদের বাসায় নিমন্ত্রণ।উত্তমও সেকেন্ড ডিভিশনে এইচ,এস,সি পরীক্ষায় পাশ করেছে।উওম নিজে সন্ধ্যার পূর্বেই সাধনকে বলে এসেছিল,কমলদা সহ সাধনের নিমন্ত্রণ।আজকে যেন সাধন রাতের রান্না তৈরি না করে।রাতে যেহেতু রান্নাকরার ঝামেলা নেই তাই আজ সকলে মিলে সন্ধার এ সময়টা কালি বাড়ির পুকুর পাড়ে নানা গল্পে,আড্ডায় কাটিয়ে দিচ্ছে।অবশ্য উত্তম একবার প্রস্তাব করেছিল, মোহনগঞ্জের দিলশাদ সিনেমা হলে নাকি নতুন ছবি এসেছে।ছবিটির গল্পের প্লটটা নাকি অসাধারন।নতুন নায়ক ফেরদৌস এর "হঠাৎ বৃষ্টি"।কিন্তু কমল আজ সিনেমা দেখবে না বলায় সাধন ও উত্তম নীরব থেকেছে।অগত্যা তিনজনে মাইলোড়ার কালি বাড়ির সামনের পুকুরের পাড়ের পাকা বেঞ্চে বসে বিভিন্ন গল্পে সময়টা কাটিয়ে দিচ্ছে।

...দাদা,তাহলে আপনি কবে সিলেট যাচ্ছেন?

...উত্তম,আমার নেত্রকোনা ছাড়তে মন চাইছে না।আগামীকাল বাড়ি যাব,তারপর সিদ্বান্ত নেয়া যাবে।তবে বাড়ির আর্থিক যেমন অস্বচ্ছল-তেমন মানসিক অবস্থার দিন দিন অবনতি হচ্ছে।

...তাহলে কি আপনার পড়া-লেখার ব্যাপারে কারো আগ্রহ নেই।

...না সাধন,একেবারে যে কারো নেই তা বলছি না।তবে সেদিনের কথা মনে পড়ে,যেদিন মোহনগঞ্জ থেকে এইচ,এস,সি পরীক্ষা শেষ করে বাড়ি ফিরি,সেদিন আমার মেজদা বলছিলেন,আমার পড়ালেখা বন্ধ করতে হবে।সাংসারিক গৃহস্থালি কাজে মন দিতে হবে।

...দাদা,আপনি বাড়ির অপেক্ষা না করে বরং মাসি-মেসুর আশির্বাদ নিয়ে,সিলেট চলে যান।দেখবেন আপনার পড়ালেখার একটা ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

...দাদা,অলির কয়েকটি কথা বার বার মনে পড়ছে।অলির নিকট নালিতাবাড়ির সীমা আমার সম্পর্কে কি যে আলাপ করেছে,ভেবে পাচ্ছি না।

...আমার মনে হয় দাদা,আমাদের সাধনবাবু ডুবে ডুবে কতটুকু জল খাচ্ছে,তাই হয়তো দুই বান্ধবী আলাপ হয়েছে।

...উত্তম তুমিতো সবই জান মনে হয়।

...না দাদা,আমি সীমা সম্পর্কে তেমন কিছুই জানিনা।তবে মাঘান উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের মেয়ে সম্পা তার বান্ধবী পল্লবী সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়েছে।

...উত্তম তুমি আমাকে খোঁচা দিয়ে সীমা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছ মনে হয়।আমি অবশ্যই আজকে সীমা সম্পর্কে বলবো,তবে তুমি পল্লবী সম্পর্কে সম্পার কাছে কি শুনেছ,ব্যাখ্যা করো।

...দাদা,সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র চট্টপাধ্যায়ের এ পর্যন্ত আমি যতগুলি উপন্যাস পড়েছি;আমি লক্ষ্য করেছি সবগুলিকে সাহিত্য সম্রাট একটি কথা বা একটি বাণী বার বার বলেছেন।

...আরে এত গৌরচন্দ্রিকা বাদ দিয়ে আসল কথাটা সংক্ষেপে বলো তো উত্তম!

...বঙ্কিমচন্দ্র চট্টপাধ্যায় তার উপন্যাসের পাতায় নায়ক-নায়িকার উদ্দ্যেশে বার বার বলেছেন,"যাকে ভালবাস,তাকে চোখের আড়াল করিও না।"

...কথাটা সবার ক্ষেত্রে সত্য নাও হতে পারে।

...সম্পা,পল্লবী সম্পর্কে কি বলেছে,তা না বলে উত্তম তুমি চোখের আড়াল হলে,মনের আড়াল হয়;এসব বলে মূল বিষয়টিকে চাপা দেয়ার চেষ্টা করছো কেন?

...দাদা,সম্পা পল্লবী সম্পর্কে যা বলেছে,তা শুনলে আপনি খুবই কষ্ট পাবেন।

...উত্তম,তুমি যা-ই শুনেছে বলো।যতই কষ্ট হোক আমি শুনবো।

...উত্তম,অনেক সময় দেখা পরের মন্দ বলায়,ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা খুবই পটু।অবশ্য ছেলেরা সহজেই বন্ধুদের কাছে মনের কথাটা সহজেই শেয়ার করে কিন্তু মেয়েরা কিন্তু তা করে না।

...তবে মেয়েরা ছেলেদের কাছে অন্য মেয়ের মন্দ কখন বলে?

...যখন সে কোন ছেলেকে প্রস্তাব দিতে আগ্রহী।সে নিজের প্রস্তাবের ভাষা খুঁজে না পেয়ে,"আমি অনেক ভাল মেয়ে"।এ কথাটি সহজেই বুঝাতে চেষ্টা করে।

...বাদ দে সাধন,উত্তম যেহেতু বলতে চাচ্ছে না,তাহলে এ প্রসংঙ্গ বাদ দেয়াই সমীচিন বলে আমি মনে করি।

...রাগ করো না,দাদা!আমি বলছি,"সেদিন দুল পূর্নিমা।আমি সন্ধ্যা ছয়টায় সম্পাদের বাসায় যাই।শুধু এমনিতেই যাই নি।আমার মা আমাকে পাঠালেন।দুল পূর্নিমার আগের দিন আনা সম্পাদের বাসা থেকে দুল পূর্নিমা পূজার সরঞ্জামাদি দিতে যাই।বাসায় ঢুকতেই দেখি সম্পার ড্রয়িং রুম থেকে বেড়িয়ে যাচ্ছে মানশ্রীর অর্পনা।জানলাম অর্পনা নাকি,পল্লবীর ঘনিষ্ট বান্ধবী।প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই নাকি তারা দু'জন সহপাঠী।অবশ্য এ সম্পর্কে সাধনেই বেশী জানে।

...হ্যাঁ,এ সম্পর্কে আমি যেমন জানি তদ্রুপ কমলদাও জানেন।

...ঠিক আছে,ওরা দু'জন প্রাইমারী থেকে বন্ধুত্ব।তবে সাধনের মেজদা সুখরঞ্জনদার স্কুলে যখন অর্পনার একমাত্র মামা অনুকুল বাবুর পন্ডিত

পদে চাকুরী হয়,তখন থেকেই সাধনদের পরিবার ও পল্লবীদের পরিবারে অর্পনার মামা ও অর্পনাদের পরিবারের যোগসূত্র বাড়তে থাকে।আস্তে আস্তে পল্লবী ও অর্পনার বন্ধুত্বতা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।আচ্ছা যাক,উত্তম বলতো,তারপর সম্পা কি বললো?

...তারপর সম্পা ও অর্পনার মধ্যে গত বছরের বুদ্ধমঠের ফাদারের জনসমক্ষে কমলদা ও পল্লবী ভালবাসার হাত ধরাধরির ঘটনাপরম্পরার বিস্তৃত আলাপ হয়।এ্যারি পরিপ্রেক্ষিতে অর্পনাকে সম্পা পল্লবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল,পল্লবীর দিক থেকে কমলদার ভালবাসার কি ভবিষ্যতে থাকবে?পল্লবীর মা-বাবা কি তাদের সম্পর্কটা মেনে নেবে?উত্তরে অর্পনা নাকি সম্পাকে জানিয়েছে যে,"পল্লবী মা নাকি পল্লবীকে দিব্যি দিয়েছে,পল্লবী যেন তার কমলদার নামটিও যেন মুখে না আনে।কমলের নাম যদি পল্লবীর মুখে আনে,তাহলে পল্লবী তার মায়ের মরা মুখ দেখবে।

উত্তমের কথা শেষ হতে না হতেই তার ছোটভাই গৌতম তাকে ডাকছে।উত্তম গৌতমের ডাকের উত্তরে চিৎকারে জবাব দেয়।ইতিমধ্যে যে রাত দশটা বেজে গেছে,কেউ টেরই পায় নি।উত্তম তার সহপাঠী সাধন ও কমলদাকে নিয়ে বাসার রাতের খাবার খেতে উদ্দ্যেশে রওনা দেয়।কালী বাড়ি থেকে সামান্য পথ হাঁটতেই উত্তমদের বাসা।

রাতের খাবার শেষ করে সাধন ও কমল সাধনদের বাসা ফেরে।কিছুক্ষণ পরেই দু'জন ঘুমাতে যায়।কিন্তু কিছুক্ষণ পড়েই সাধন ঘুমিয়ে পড়ে।হঠাৎ কমলের মনে পড়ে পাল পাড়ার শুভংকরের কথা।শুভংকর পল্লবীদের বাড়িতে কাজ করে।শুভংকর পল্লবী কমলের চিঠি আদান-প্রদানের কাজ করছে।শুভংকর তার মাসির বাসা বিরামপুর চলে গেছে।শুভংকর বলেছিল পত্র পৌঁছে দেবে।আগামীকাল সকাল দশটায় সর বাসা থেকেই পত্র নিবে।তাই কমল গভীর রাতেই পল্লবীকে একটি পত্র লিখছে।

মানসী পল্লবী,

এখন আমি মোহনগঞ্জে সাধনদের বাসায়।সাধন দিব্যি নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে।আমি দাদমনির রুমে তারবিহীন দূর-যন্ত্রটি দিয়ে টিভি ‘অন’ দিলাম...অনেক দিন আগের রেকর্ডকৃত রবীন্দ্রসংগীতের একটি অনুষ্ঠান, চ্যানেল আইয়ে প্রচারিত হয়েছিল ‘গানে গানে সকাল শুরু’ অনুষ্ঠানে, ভেসে এল সেই চমৎকার স্মৃতিজাগানিয়া গানটি—

"দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।

কান্না-হাসির বাঁধন তারা সইল না-

সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি"।

ভোরের অবিচ্ছিন্ন নীরবতায় গানটি শুনতে শুনতে কখন যে চোখ দুটো বন্ধ করে হারিয়ে গিয়েছিলাম অতীতের সেই দিনগুলোতে, বুঝতে পারিনি! সেই দিনগুলোতে, যে দিনগুলো হৃদয়ের গভীরে ঘুমিয়ে আছে বহুকাল, চলার পথের অনেক স্মৃতির ভাঁজে ভাঁজে আজও অমলিন হয়ে আছে তোমার-আমার সেই সব নানা রঙের দিনগুলি...। শ্রান্তপথের ক্লান্ত পথিকের মতো পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, গত হয়ে গিয়েছে অনেকটা সময়—বুঝতে কষ্ট হলেও বুঝতে চাই না। সময়ের অবিশ্রান্ত ধারায় চলমান সময়ের মাঝে বিলীন হয়ে যায় জীবনের মুহূর্তগুলো প্রতিনিয়ত। তবুও আমরা দু'জন হেঁটে যাই জীবনের একপ্রান্ত হতে অন্যপ্রান্তের দিকে ক্রমশ, ক্রমাগতভাবে।

অনাদিকাল থেকে জীবন চলমান, এই বহমান ধারা কখনো থেমে নেই। চলার পথে ভিন্ন বাঁকে জীবন নিয়েছে ভিন্ন ভিন্ন মোড়,বদলে গিয়েছে জীবনকে যাপন করার উপলব্ধি, অনুভব।বর্তমান সময়চক্রে আমার জীবনে চলার বেগ বেড়ে গিয়েছে, সন্দেহ নেই,কিন্তু সময় কখনো দ্রুত বেগে বয়ে চলে না-সৃষ্টির বাহক হয়ে একই ধারায় চিরকাল আপন গতিতে চলছে এর স্রোত,এর পথচলা। মূলত বেগ আর আবেগের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আমার আবেগগুলো পেছনে পড়ে যাচ্ছে,বর্তমান জটিল ও যান্ত্রিক জীবনের অনাকাঙ্ক্ষিত কর্মব্যস্ততায় আমরা ঠিক পেরে উঠছি না সময়ের সঙ্গে, তাই তো শুধু মনের ভ্রান্ত অনুভব,সময় দ্রুত বয়ে যায়।’

আসলে সব সময় সব সত্যিকে আমরা আমাদের উপলব্ধিতে স্পর্শ করার অধিকার দিতে বড় কুণ্ঠিত হই। আমার মনের গহিনে কেবল তোমার নাম ভিন্ন সত্তা নেই।যার আধিপত্য আমার চেতনায় অত্যন্ত ভাস্বর এবং যথাসময়ে,সেই সত্তাই আমাকে তোমায় নিয়ে চিন্তা-চেতনায়, চলায়-বলায় আমাদের সন্মোহনী করে, উচ্চকিত হয় নীরব উচ্চারণে- নিঃস্তব্ধতার মাঝেও ইথার বিস্তারের মতো আমার মনে ভেসে বেড়ায় তোমার মৌন ছবি।

জীবনে চলার পথে বাঁকে বাঁকে, ক্ষণে ক্ষণে তোমাকে পাওয়ার উপলব্ধি চেতনায় গাঢ় ছাপ রেখে যায়, যা বিস্মৃত হতে চাইলেও হওয়া যায় না, বার বার ফিরে আসে সেই চেনা পথ ধরে- টেনে নিয়ে যায় পেছনে,দূর... বহু দূরে স্মৃতির মেঠোপথ ধরে তোমার হাত ধরে পথ চলা।আমার জীবনে তোমাকে পাওয়ার সেই ধূসর মায়াজালে। কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে যাওয়া পথে চলতে গিয়ে যেমন অস্পষ্ট পথের সঠিক রেখা কাছাকাছি এলে আপনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে আসে চোখের সামনে, তেমনি অতীতের স্মৃতি রোমন্থনে ঝাপসা হয়ে যাওয়া অনেক অস্পষ্ট স্মৃতিও চলে আসে বর্তমানের দোরগোড়ায়,আমার কল্পনায় খুব কাছে,আপন রেখায় ভর করে। কখনো কখনো ফেলে আসা দিনগুলোর আলো-ছায়ায় হাতড়ে খুঁজে ফিরি কিছু প্রিয় সময়,কিছু অনন্য মুহূর্ত,তোমার প্রিয় মুখ,কিছু কিছু ভালো-লাগার স্পর্শ-আমেজ, অন্তরের গভীরে লুকিয়ে থাকা কিছু চিরচেনা ঘটনার স্থিরচিত্র- নিজের অজান্তেই স্মৃতির পথ ধরে হারিয়ে যাই এক অন্য সময়ের সীমানায়, খুঁজে পাই এক অন্য ‘আমি’কে বিলীন হয়ে যাওয়া অতীতের বিলাস-ভ্রমণে। যখন প্রত্যক্ষ করি কীভাবে মুহূর্তের চোরাবালিতে হারিয়ে যায় মুহূর্ত,বর্তমানের কাছে পরাজিত ক্ষণপূর্বের বর্তমান হয়ে যায় নীল, ফিরে আসি আবার সেই সময়ের সীমারেখায়,দাঁড়িয়ে থাকি বর্তমানের দেয়াল ঘেঁষে,যেখানে জীবন সত্য, যেখানে বাস্তবতার স্পর্শে চেতনা সত্য।এই আসা-যাওয়ার লুকোচুরিই আমার বেঁচে থাকার পাথেয়,আমার প্রাণসঞ্চারী জীবনবোধের অলৌকিক সারথী তুমি।আমি উদভ্রান্ত।উদভ্রান্ত আমার প্রেম।বারংবার এই ফিরে যাওয়ার পথ ধরেই আমার বুকের গভীরে ধারণ করে আছ তুমি।আমার সেই পুরোনো পৃথিবীর বেঁচে থাকা। পূর্ণিমা রাতের স্নিগ্ধ আলোয় আকাশে জেগে থাকা অসংখ্য তাঁরার মতো কত শত স্মৃতি আধো আলোতে ঘুরে বেড়ায় আমার মনের আকাশে,যেন অদৃশ্য গ্রন্থিতে বেঁধে দিয়েছে,পুকুর পাড়ে আমার দেবদারু আর চম্পা ফুলের গাছটি তোমার-আমার প্রেমের স্বাক্ষী।মন্দিরের পেছনের বেদী,যেখানটায় বসে তোমার সঙ্গে অভিসারে প্রেমভরা এক মায়ার মিতালীতে। মন ঘুরে বেড়ায় সেইখানে,এইখানে!

তোমার প্রথম যৌবনের ফুটন্ত ফুলে আমার কামনা জ্বলে উঠতো রক্তের দুদুল দোলায়।আজ পেছন ফিরে দেখি ধু ধু সেই দিনগুলো, মনেও পড়ে না কীভাবে শুরু হয়েছিল সেই চেতনার যাত্রা।সেই দুরন্ত যৌবনের বলিষ্ঠ পথচলা কখন।পূর্ণিমা রাতের স্নিগ্ধ আলোয় আকাশে জেগে থাকা অসংখ্য তাঁরার মতো কত শত স্মৃতি আধো আলোতে ঘুরে বেড়ায় আমার উদভ্রান্ত মনের আকাশে,যেন অদৃশ্য গ্রন্থিতে বেঁধে দিয়েছে তোমার সঙ্গে অভিসারের তোমার দেহের ভাঁজে ভাঁজে এক মায়ার মিতালীতে।আমার উদভ্রান্ত মন ঘুরে বেড়ায় সেইখানে, এইখানে!

তোমার প্রথম যৌবনের ফুটন্ত গোলাপের পাপড়িতে।আজও পেছন ফিরে দেখি ধু ধু সেই দিনগুলো, মনেও পড়ে না কীভাবে শুরু হয়েছিল সেই চেতনার যাত্রা।আমার সেই দুরন্ত যৌবনের সেই বলিষ্ঠ পথচলা কখন যে দৃষ্টির সীমানা পেরিয়ে গেছে, বুঝতে পারিনি। এতটা পথ পরিক্রমার পর,এতটা সময় পার হয়ে এসে যখন আজ ভাবি,সময়ের সীমান্তে আমাদের দু'জনের ভালবাসার জন্ম হয়েছিল তোমার আহ্বানে।সেই জীবনের স্পর্শ-আবেগ,জীবনের উচ্ছলতা আর অননুমেয় উচ্ছ্বাস- মনে হয় রংধনুর সাত রঙের আবির মাখা ছিল তোমার স্তন দু'টি।সেইসব সোনালি সময়, হঠাৎ গত হয়ে যাওয়া সময়ের কালো মেঘের আড়ালে যেন চলে গেছে,সেই না-ফেরা রংধনুকাল কখনো আসবে না কি ফিরে আর?

তবুও আয়োজন বার বার ফিরে পাওয়া স্মৃতির পথ ধরে-অস্তিত্বের ভালোবাসায়!বলতে পারো অতীতকে ভুলে গিয়ে আমি কীভাবে বেঁচে থাকব? নিজের ফেলে আসা অস্তিত্বকে ভুলে গিয়ে,অস্বীকার করে কীভাবে বেঁচে থাকা যায়?

তোমার মায়ের দিব্যিতে যদি মূহুর্তেই আমাদের ভালবাসা শেষ হয়ে যায়,তবে কেন আমাকে ভালবেসেছিলে?পারলে উত্তর দিও।সাধনের নিকট ঠিকানা রাখা আছে।

ইতি

তোমার মানসপ্রিয়

কমল।

পর্বঃ৩৮

পরদিন সকালে কমল পল্লবীদের বাড়ির কাজের ছেলে শুভংকর পালের হাতে গতরাতের লেখা পত্রটি দিয়ে তার নিজ বাড়ি বাখরপুরের উদ্দ্যেশে রওয়ানা দেয়।কমল ধর্মপাশায় এসে পান্না মিষ্টান্ন ভান্ডার হতে দুই কেজি মিষ্টি ও এক কেজি নিমকি ক্রয় করে।কমলের রেজাল্টের খবর বাড়ির সবার কানে পৌঁছলে,মিষ্টির কথা অনেকেই বলবে।কমল ধর্মপাশার ট্রলার ঘাটে ট্রলারে বসে আছে।বেলা ৩ টায় ট্রলার ঘাট থেকে ছেড়ে যাবে।ট্রলারে লোকে লোকারন্য।তবুও ট্রলার কতৃর্পক্ষ ট্রলারে যাত্রী তুলছে।

কমল মনসুরপুরে প্রাইভেট পড়িয়ে জমানু টাকা দিয়ে তার এইচ,এস,সি পরীক্ষার ফ্রমফিলাপের ফি সহ এ পর্যন্ত খরচ চালিয়ে যাচ্ছে।তার মাসতুতো ভাই সুখরঞ্জনদার দেয়া পত্র নিয়ে তাকে জগন্নাথ পুরের কেইনবাড়ি মাষ্টার সুনীল দেবনাথের বাড়ি যেতে হবে।তারপর সুনীলদা তাকে গোয়ালাবাজার পাঠাবেন।তার হাতে যে পরিমান টাকা রয়েছে তা দিয়ে হয়তো কমল সিলেটে যেতে পারবে।কিন্তু বি,এ (ডিগ্রী)শ্রেণীতে ভর্তি,বই কেনা ও তার পড়ালেখা খরচ সে কিভাবে চালাবে!তার জীবনের নানা বিচিত্র চিন্তায় কমল খুবই চিন্তিত।

ট্রলার বিভিন্ন ঘাটে থামছে,যাত্রী উঠা-নামা করছে।কমল যে ঘাটে নামবে সেটি সব শেষের ঘাট।সন্ধ্যার আগে সেখানে পৌঁছা যাবে না।কমলদের গ্রামের ট্রলার।তাই তাদের গ্রামের বেশ কয়েকজন যাত্রী উঠেছে।এদের মধ্যে কমলদের পাড়ার একজন যাত্রী উঠেছে।সে যাত্রীটি তার ছেলেবেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জুনিয়র ক্লাসের ছাত্র অরবিন্দুর কাকা কেবলদা।কেবলদা অসাধারন ভাল মনের মানুষ।কমল তার জীবন কাহিনীর আংশিক কিছুটা জানতো।

কেবলদা ছাত্রজীবনে অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন।যখন কেবলদা কলেজে এইচ,এস,সি তে পড়তেন তখন একটি মেয়ের সংঙ্গে তার দীর্ঘ দিনের সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটে।তখন থেকে কেবলদা অনেকটা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন।কখনও কখনও বেশ ভালই থাকেন।যথারীতি অন্য দশ জনের মতই তার নিত্যদিনের কাজকর্ম চালিয়ে যান।তিনি সারাদিন গৃহস্থালি নানা কাজে ব্যাস্ত থাকেন।অনেক চেষ্টা করেও কেবলদা বিয়েতে মত দেননি।কেবলদার বড় ভাই অরিন্দমদা অনেক চেষ্টা করে কেবলদার বিয়ের আলাপ জুটিয়েছিলেন কিন্তু গ্রামের মানুষের নিকট থেকে কনে পক্ষের লোকেরা কেবলদার মানসিক বিকৃতি প্রকাশ পেলে কনেপক্ষের লোকেরা অরিন্দমদাকে কুটুক্তি শুনায়।বিশেষ করে দোলপূর্নিমা,কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্নিমা,কালিপূজা,দূর্গাপূজা বা স্বরসতী পূজা এলেই কেবলদা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন।ইংরেজী ভাষায় একা একা চিৎকার করে গালিগালাজ করেন,যাকেই সামনে দেখেন তাকে উদ্দ্যেশ্য করে গালি দিতেন।অরিন্দমদা অনেক আশা করে কেবলদাকে লেখাপড়া করিয়েছিলেন কিন্তু ঈশ্বর যে অরিন্দমদার মনের আশা পূর্ন করেন নি।অরিন্দমদার চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না।তিনি জমি বিক্রি করে বার বার কেবলদাকে মানসিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখিয়েছেন কিন্তু চিকিৎসার ফলাফল পজেটিভ হয়নি।ভারতের মাদ্রাজের চিকিৎসার পর অরিন্দমদা কেবলদার চিকিৎসা বাদ দিয়েছেন। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের ধারনা,দীর্ঘ দিন ধরে মনের অসন্তোষ থেকে এ মানসিক রুগের সৃষ্টি হয়েছে।একবার নাকি কোন এক ডাক্তার সুন্দরী নার্স দিয়ে কেবলদাকে সেবা করার কৌশল অবলম্বন করতে গিয়ে কেবল ব্যার্থই হয়নি,ডাক্তারের চাকুরী যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।কিন্তু সেদিন কি ঘটেছিল কিছুই জানা যায় নি।তবে তখন নাকি কেবলদা মাস খানেক বিছানায় শুয়ে ছিলেন।ঘরে শুয়ে,বসে দিন কাটিয়েছে।তারপর থেকেই নাকি হঠাৎ একদিন অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছেন।ডাক্তারদের নির্দেশে সেদিন থেকে কেবলদার চিকিৎসা বন্ধ হয়েছিল।

কেবলদা একটি মেয়ের সংঙ্গে প্রেম করতে গিয়ে উদভ্রান্ত হয়েছেন,মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন।কেবলদা এবার ৪৭ বছরে পা দিয়েছেন।এখনও কেবলদাকে সুদর্শন মনে হয়।এত সুদর্শন ও মেধাবী কেবলদাকে ব্যার্থ হওয়ার কারন কমলের জানা নেই। কিন্তু আজকের কেবলদার মাঝে এখনও মেয়েটির স্মৃতি বেঁচে নেই।তবুও আগুন নিভে গেলে যেমন উত্তাপ কিছুটা সময় থাকে তেমনি কেবলদার মনে এখনও উত্তাপটুকু কিছুটা রয়ে গেছে।কেবলদা যে মেয়েটি ভালবাসতো সে হয়তো বিয়ে হয়ে গেছে।তার ছেলে মেয়েরা হয়তো অনেক বড় হয়ে গেছে।

কেবলদার শৈশব থেকে সময়ের প্রদীপ জ্বলতে জ্বলতে যৌবনোদয় হয়েছিল।সে প্রদীপ্ত যৌবন যার জন্যে প্রজ্বলিত হয়েছিল,সে কেবলদার জীবনকে চির অন্ধকারে ফেলে দিয়ে,নিজ আলোয় নিজের জীবনকে গড়ে তুললো উদ্ভাসিত সম্ভাবনাময়।

এমন একটা সময় ছিল যখন কেবলদা নিজেকে ঐ মেয়েটির ভালবাসায়,স্নেহ মমতায় নিজেকে হারিয়েছিল অবলীলায়।

কমলের ইচ্ছে ছিল পল্লবীকে ভালবেসে নীলাকাশে উড়তে থাকা মুক্ত বিহঙ্গ হতে... কিংবা শিশির-ভেজা প্রভাতের চঞ্চল ঘাস-ফড়িং... কমল কখনো হতে চেয়েছিল সাদা কাশবন... উদ্দাম বুনো-মেঘ... কখনো বা শান্ত নদীতে ফুটে থাকা কল্পনার নীলপদ্ম।

কেবলদা বেঁচে আছে,আজো ঐ মেয়েটির পাপের স্খলন নিয়ে... বোবা বৃক্ষ হয়ে... দেবদারু-র মৌনতা সাথী করে... এক অভিশপ্ত কষ্ট-তরুর ছদ্মবেশে!

কমল আজ ভাবছে,"কেবলদার জীবনের না পাওয়ার বেদনা,পেয়ে

হারানু বেদনা,সত্যমিথ্যা,পাপপুণ্য আবেগ অনুরাগ ছিল কিন্তু এখন নেই।কেবলদার জীবনে এখন কোন আশাও নেই,নিরাশাও নেই।কমল ভাবছে,কেন যে নিজেকে কেবলদার মতো মনে হচ্ছে?তার কল্পনায় হতাশার কারন তো সে জানে।তাহলে কি কমলের উচিত পল্লবীকে ভুলে যাওয়া!

কমলের মনে হচ্ছে,মাটি থেকে এ সুবিশাল মহাজগতও থাকে বিস্তর কল্পনায়।কেউ হাত ছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে যায় সুন্দর মোহনীয় অন্য জগতে।কি আছে পল্লবীতে-কমলের জীবনের সবটুকুসুখ ভোগ নিয়ে কেটে পড়ছে ক্ষনিক সময়ে!

কমলতো বলেছিল,তার প্রিয়া পল্লবীকে,"আমি তোমাকে চাই, আমি আনন্দ পেতে চাই, চাই অপার জীবন সুখময়।"কেবলদাকে দেখে,কমলের ঘোর কেটে যায় সময়ের পরিবর্তনে। যখন সময় কেবলই একাকিত্বময়!

কমলের আশেপাশে কেউ নেই।পল্লবীর বিয়ের সানাইয়ের সূর কমলের কানে বাজছে।আর বিষাদের ঘনঘটায় ছেঁয়ে যাচ্ছে মনোময়।সময় ফুরিয়ে গেছে।কমল পল্লবী পাবে না।কমলের ঘর বুঝি অন্ধকারে ছেয়ে গেছে আর পল্লবীর ঘর হলো আনন্দালয়।

কমলের কেবলদার ডাকে ধ্যান ভাঙ্গে।ট্রলার ঘাটে পৌঁছে গেছে।

পর্বঃ৩৯

বাড়ির সকলের আশীর্বাদ নিয়ে কমল বি,এ(ডিগ্রী)পড়বে বলে সিলেটের উদ্দ্যেশে পা বাড়ায়।বাড়ি থেকে বেড়িয়ে প্রথমে সানবাড়ি লঞ্চঘাট।সাইডব্যাগে রাখা সুখরঞ্জনদার লেখা একখানা পত্র কেইন বাড়ির সুনীল দেবনাথকে লেখা।আরও ব্যাগে রয়েছে তার শিক্ষা জীবনের মুল্যবান সার্টিফিকেট,ছবি।পল্লবীর দেয়া বুদ্ধদেব গুহের'একটু উষ্ণতার জন্যে' উপন্যাস,বাবুদা সুবীর সরকারের দেয়া উপহার,ডেল কার্নেগীর লেখা"ব্যার্থ হবার কারন নেই"একটা কবিতা লেখার ডায়েরী।কয়েকটা শার্ট,প্যান্ট,লুঙ্গি এক জোড়া বেলী ক্যাস সু,শীতের কিছু পোষাক।পল্লবীর দেয়া এ পর্যন্ত শ'খানেক পত্রের প্যাকেট,কমলের আটারতম জন্মদিনে ভাইবন্ধু সাধনের দেয়া সেরা উপহার রামকৃষ্ণ মিশনের দু'টি বই'অমৃতকথা' ও স্বামী বিবেকানন্দের 'চিকাগো বক্তৃতা'।সানবাড়ি লঞ্চঘাট থেকে দুপুর ১২টায় এম,বি লাল সাহেব লঞ্চে জেলা শহর সুনামগঞ্জের উদ্দ্যেশে রওয়া দেয়।আজ কমল জীবনের প্রথম অজানা অচেনার সন্ধানে পথ চলছে।সবাই যেন অপরিচিত মুখ।জানালার পাশে বসে কমল পল্লবীর দেয়া বুদ্ধদেব গুহের 'একটু উষ্ণতার জন্য'বইটিতে চোখ দেয়।বেশ কয়েকটা পাতা পড়ার পর কমলের আর ভাল লাগছে না।জামালগঞ্জ পৌঁছার পর লঞ্চের টিভিতে ইন্ডিয়ান চলচিত্রের সিডি চালিয়ে দেয়া হলো।ছবিতে নায়িকা নায়কের ভালবাসাকে অস্বীকার করছে।বিদেশ ফেরত নায়িকার বাবার ঠিক করা পাত্রকে নিয়ে নায়িকা বিভিন্ন পর্যটন এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে,শপিং করছে।নায়ক কাছে এলেও নায়িকা এমন একটা অভিনয় করছে যেন তাকে চিনতেই পাড়ছে না।ছবিটিতে নায়কের ঘনিষ্ট বন্ধু নায়ককে তার ভালবাসা ভুলে যাওয়ার জন্যে বলছে।কিন্তু নায়ক তার ভালবাসার কথা ভেবে নেশাগ্রস্থ হচ্ছে।উন্মাদের মতো পথেঘাটে রাত কাটাচ্ছে।নায়ক তার প্রেমিকাকে না পাওয়ার বেদনায় দিশেহারা।নায়কের এ উদভ্রান্ত প্রেমের কাহিনীর সবটুকু দেখা হয়ে ওঠেনি।এ দৃশ্যটি দেখে কমলের পল্লবীর কথা বার বার মনে পড়ছে।তাহলে পল্লবীও কি তাকে দিন দিন তাকে ভুলে যাবে!হয়তো সময়ের প্রয়োজনে ভালবাসা।সময়কে উপভোগ করার জন্যেই ছিল কমলের সংঙ্গে পল্লবীর ভালবাসা।না হলে মায়ের অনুশাসনে বা দিব্যিতে ভালবাসা শেষ হয়ে যায় না।ইচ্ছে করলে পল্লবী কাজের ছলনায় সাধনদের বাসায় কমলের সংঙ্গে দেখা করতে পারতো।এস,এস,সি পরীক্ষা পাশের পর পল্লবীকে তার মায়ের ইচ্ছায় ময়মনসিংহ মোমিনুন্নেছা মহিলা কলেজে এইচ,এস,সি প্রথম বর্ষে ভর্তি করানু হয়েছে।অবশ্য পল্লবী ইচ্ছে করলে কমলের সংঙ্গে যোগাযোগ করে দেখা সাক্ষাত করতে চায় কিনা,তা দেখতে হবে।হৃদয়ের এত সম্পর্ক যদি কেহ চোখের পলকে ভুলে যায়,তাহলে জোর পূর্বক তো ভালবাসা সম্ভব নয়।সেদিন সাধনের সহপাঠী উওম রায় সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টপাধ্যায়ের উপন্যাসের বর্ননা দিতে গিয়ে একটি কথা বার বার বলেছিল।বঙ্কিমচন্দ্র চট্টপাধ্যায় নাকি একটি বানী বার বার বলেছেন,"যাকে ভালবাস তাকে চোখের আড়াল করো না"।না কমলের অস্বস্তি লাগছে।কিছুই ভাল লাগছে না।লঞ্চের কবিনে চা বিক্রির ধুম চলছে।সুরমা নদীর পানি থেকে তৈরী চা।সকলেই নির্দ্বিধায় পান করছে।কমলের মাথা ধরেছে।তাকে এক কাপ চা পান করতেই হবে।টিউবওয়েলের পানি হোক কিংবা সুরমা নদীর পানিই হোক।চা-বিস্কুট খাওয়ায় কমলের মাথাব্যথা অনেকটা কমে গেছে।সেই সকাল থেকে সন্ধ্যা প্রায় বার ঘন্টা লঞ্চ ভ্রমনের মতো অসহ্য যন্ত্রনা আর কি হতে পারে।

সুনামগঞ্জ পৌঁছতে নাকি সন্ধ্যা ৭ টা বেজে যাবে।আজকে তাকে সুনামগঞ্জ থাকতে হবে।সুনামগঞ্জ নতুনপাড়া নিলয়-৫৭ নং বাসায় কমল থাকবে।এটি কমলের এডভোকেট কাকুর চৌধুরী নিবাস।কাকুর বাবা ও কমলের দাদুভাই আপন সহোদর।তাই সম্পর্কটা দূরের নয়,কাছের বটে।কিন্তু অর্থ আর অপ্রাচুর্যের দৌরাত্ম্যে এডভোকেট বাবু পূর্ববর্তী বংশধরদের নামের পদবী বাদ দিয়ে নিজ নামের সংঙ্গে চৌধুরী টাইটেল যুক্ত করেছেন।কমলের মা তার এ কাকুর বাসায় থেকে পড়ালেখা করার জন্যে কমলের জায়গীর প্রার্থনা করেছিল,বাসায় জায়গার অভাব বলে কাকু কমলের মায়ের প্রস্তাবটি এড়িয়ে গিয়েছিলেন।তাই তো এখন কমল বড়ই নিরুপায়।তার মাসতুতো ভাই সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার সিংগেরকাছ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন।তিনি যখন কুমিল্লা শিক্ষক প্রশিক্ষন কলেজ থেকে বি,এড করছিলেন,তখন জগন্নাথ পুরের কেইনবাড়ীর সুনীল দেবনাথের সংঙ্গে পরিচয় ঘটে।সুনীলদা বিশ্বনাথ উপজেলার দশঘর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।সুনীলদা নিজ থেকেই একজন টিউটর চেয়েছিল তার প্রাক্তন লজিং বাড়ি সিলেটের গোয়ালাবাজারের বড় ইসবপুরের জন্যে।তখন সুখরঞ্জনদা কমলের কথা বলেছিলেন।লঞ্চ যাত্রার এ দীর্ঘ পথ পরিত্রুমায় ডায়েরিতে তার প্রিয়া পল্লবীকে নিয়ে প্রথম কবিতা লেখে।কবিতাটির নাম দিল,"প্রিয়ার জন্যে পংক্তিমালা"

মনে পড়ে আজও চৈত্রের কর্কশ

বালু চরের মতো স্হির চাওয়াগুলো;

বিশ্বাস করো প্রিয়া-

এত ক্ষনিকের চাওয়া

ছিলে না তুমি।

তুমি অনন্তের।

মাঝপথে নেমে গেলে তুমি

তোমার দেয়া নৌকা থেকে;

তোমার দেয়া প্রতিটি পত্রই ছিল

নৌকার অবয়বে তৈরী।

এইতো ক্রোশ দুই পড়ে

বন্দর-

যে বন্দরে পালাতে চেয়েছিলাম

তুমি ও আমি।

তবুও আমার চাওয়াগুলি

সূর্যের কচি রোদ্দুরের মতো

পড়ে থাকতো স্বপ্নের ভেতর।

পল্লব নাম ধরে

নতুন পাতার মতো,

বেড়ে উঠতো আমার চাওয়াগুলি;

আকাংখার স্বর্ন চুড়ায়

তীব্রতর।

তোমার ছবি দেখলেই-আমি

অশান্ত সাগরের মতো পাগল হই;

নতুবা ভালই থাকি

শান্ত বলয়ের ভেতর।

বন্ধুর পত্র পেলাম-শুনেছি

তোমার জীবনে এসেছে নব বসন্ত;

সে বসন্তের লাল বেনারশী পরে

তুমি ছুটছো স্বপ্ন ভাস্বর ঘরে

নতুন অতিথির অন্তরলোকে।

আমাকে করেছ তুমি নিশ্চল

নিরাশা।

এখন স্বপ্নের চাষ হয় না -বহুকাল,

বৃষ্টি নেই।

বাতাসে আদ্রতা নেই;

ছয়টি ঋতুই যেন

চৈত্রী খরা।

জলশূন্য মরুভূমির মতো-

আমি দাঁড়িয়ে দিগন্তে আজও

শুধু তোমার জন্যে।

কবিতাটি লেখা শেষ করে ব্যাগ ঘুচিয়ে নিতেই লঞ্চের লম্বা হর্ণ বাজলো।লঞ্চ সুনামগঞ্জ ঘাটে থামার পূর্বেই সকল যাত্রীরা নামার জন্যে তৈরী হচ্ছে।সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে কমল লঞ্চঘাটে নামলো।

রাত ৮ টায় কমল তার কাকু এডভোকেট মলয় বিকাশ চৌধুরী বাসায় পৌঁছে।তার ছোটকাকু মোহন চৌধুরী এ বছরও এইচ,এস,সি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে জেনে কমলের খুবই খারাপ লাগছে।কমল তার ছোটকাকুর সাথে আলাপ করে বুঝতে পারলো,সুখ বস্তুটি প্রতিটি জীবনের জন্যে খুবই কঠিন।সবাই সুখের সন্ধান করে কিন্তু সবার জন্যে অপেক্ষা করে না।অনেকেই সুখের অভিনয় করে কিন্তু সবাই সুখ পায় না।রাত ৮ টা থেকে কমল লক্ষ্য করছে ছোটকাকু প্রতি মূহুর্তেই একটা উৎকন্ঠার মধ্যে জীবন চলছে।কমলের মনে হলো তার এডভোকেট মলয় বিকাশ চৌধুরী কাকু বাসায় এলে বাসার সবাই ভয়ে থরথরে।এডভোকেট কাকুর অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে কমল অনেকটা দিশেহারা হয়ে গেছে।কমল তার মায়ের কাছে জেনেছিল,এডভোকেট কাকু তার বাবার প্রথম পক্ষের প্রথম সন্তান আর মেজকাকু মৃনাল চৌধুরী ও মোহন চৌধুরী তাদের বাবার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীয়ের সন্তান।বাইরের দিক থেকে বুঝবার কোন উপায় নেই এরা একে-অপরের বৈমাত্রের।তবে ক্ষনিক সময়ে এডভোকেট কাকুর প্রতি সকলের ভীত মনোভাবের মুখগুলি কমলকে কেমন যেন ভাবিয়ে তুলেছে।কমলের ছোট কাকু মোহন ও কমল দু'জন প্রায় একই বয়সের।রান্নাঘরের চিলেকোটার ঘরে ছোট কাকুর থাকার ছোট রুম।রাতের খাবারের পর এ রুমটিতে কাকু ভাইপো বাড়ির নানা গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল।

পর্বঃ৪০

সকালে ঘুম থেকে উঠে কমল দেখতে পায়,রান্না ঘরের চিলে কোটা রুমের দরজা খোলা।আরো সকালে হাত-মুখ ধুয়ে ছোটকাকু নাকি সকালের বাজারে চলে গেলেন।কমলের বাবার দুর সম্পর্কের মামাতো পিসাতভাই রসেন্দ্র কাকুর মেয়ে সমলাদি কাকুদের বাসার যাবতীয় কাজ করছে।গতরাতে সমলাদি এতকাজে ব্যাস্ত ছিল যে,কমল তাকে দেখেও চিনতে পারেনি।দু'বছর পূর্বে মনসা পুজার সময় সমলাদির সংঙ্গে বাখরপুরে কমলের দেখা হয়েছিল।সুনামগঞ্জের বাসার প্রায় সবাই বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল।বাড়ির চারদিকে ছিল শ্রাবনের জলধারা।বর্ষার পানিতে সবাই মিলে বাড়ির সামনের খলায় স্রোতের টানে ভেসে যাওয়ার প্রতিযোগিতা।আমি,মোহন,প্রদীপ খালি গায়ে সাঁতার দিয়েছিলাম।রত্না,সাধনা,সমলাদি সহ অনেকের গায়ে পরেছিল হালকা সেমিজ জাতিয় পোষাক।পানি গায়ের সংঙ্গে মিশে শরীরের নতুন চারা গজানু সৌন্দর্য বর্ধন করতো।আমরা এ দৃশ্যটি দেখতে পেয়ে স্নানে বেশ আনন্দ উপভোগ করতে পারতাম।তখন সমলাদির বয়স প্রায় ১৪/১৫ বছরের হবে।

ওদের আরো বড় দু'বোন পর্যায়ক্রমে ওদের বাসায় থাকতো এবং ওদের বিয়ে দিতে কাকুরা বেশ সাহায্য সহযোগীতা করেছিলেন।সমলাদি নিরবে অনেক সুখ-দুঃখের কথা বলেছে।প্রায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলেছে,অনেকদিন হয়ে গেলো সে বাড়িতে যেতে পরছে না।সমলাদি এখন সকালের নাস্তা তৈরি করছে।সমলাদির কথা ভাবতেই মানিক বন্দোপাধ্যায়ের ছোট গল্প 'মমতাদি' গল্পের কথা মনে পড়ে গেল।বাংলায় আজও শত শত মমতাদির হৃদয়ের ব্যাথা কেউ বুঝতে চায় না।কাজ করতে গিয়ে সামান্য পান থেকে চুন কষতে গিয়ে নিষ্টুর মালিকেরা তাদের শারীরিক নির্যাতন চালায়।

সকালের খাবার শেষ করে কমল সিলেটের উদ্দ্যেশে বাসষ্টেন্ডে আসে।বিরতিহীন কোচের টিকেট করে।কোচের টিকেটের নম্বর দেখে সিটে বসে।বেলা ১১টায় কোচ ছাড়বে,এখনও আধঘন্টা বাকী।কমলের অতীত দিনে একা একা খুব একটা দূরে ভ্রমন করেনি।এস,এস,সি পড়ালেখার সময় যখন সে বারহাট্রা থাকতো তখন তার মনসুরপুরের এক জেঠুর প্রায়ই মারাত্বক রক্ত আমাশয় রুগ হত।সে জেঠুর জন্যে প্রায় কার্তিক মাসেই কমল ঔষধ আনতে বারহাট্রা থেকে ট্রেনে নেত্রকোনায় একা আসা-যাওয়া করতো।অবশ্য এ ছাড়াও কমল অনেকবার বারহাট্রার অভিমান্য দাদার সাথে বারহাট্রা থেকে ট্রেনে চড়ে নেত্রকোনা বড় ইষ্টিশনে নেমে নেত্রকোনা বেড়াতে গিয়েছিল।মাঝেমধ্যে তার কালাদা অভিমান্য দাদার সাথে কমল নেত্রকোনার বলাইনাগুয়া গ্রামে থেকেছে।কমলের দূর যাত্রার ভ্রমন কখনও দৈবাৎ ছিল না বললেই চলে।কমলের এইচ,এস,সি পরীক্ষার পর তার মশাতভাই বন্ধু সাধনের সাথে মোহনগঞ্জ থেকে সুদূর চট্রগ্রামের পতেঙ্গাতে সমুদ্র ভ্রমন করেছিল।পথ চলতে চলতে কমল তার আত্মীয়স্বজনদের প্রিয় মুখগুলি বার মনে পড়ছে।কমলের এক মশাতভাই সুবীরদা বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে চাকুরী করতেন।একদিন সুবীরদাকে তার পরিবার সহ মোহনগঞ্জ থেকে গৌরীপুর জংশনে এগিয়ে দিতে কমলের দায়িত্ব পড়েছিল।সে দিনটির কথা কমলের প্রায়ই মনে পড়ে।সে দিন ছিল সারদীয়া দূর্গা পুজার নবমীর রাত।সাধন ইতিপূর্বেই নেত্রকোনায় চলে গিয়েছিল।পল্লবীদের মামার বাড়ি ফুলপুরের ঝনকান্দা গ্রামে।সেখানে তারাও তাদের মামার বাড়িতে সারদীয়া দূর্গাপুজার নিমন্ত্রণে চলে গেছে।কমলের মনটা এমনিতে ভাল ছিল না।সিদ্বান্ত হলো কমল তার সুবীরদাকে গৌরীপুরে চট্রগ্রাম মেইলে উঠিয়ে দিয়ে,পরে কমল তার ভাইবন্ধু সাধনের সাথে নেত্রকোনার দূর্গাপুজায় অংশগ্রহন করবে।সুবীরদা বরাবরেরই কৌতুক মনের প্রিয় মানুষ।সেদিন রাত ৮টা ৩০ মিনিটে কমল তার সুবীরদার পরিবার সহ সকলকে নিয়ে গৌরীপুর রেলওয়ে জংশনে পৌঁছে।রাত ৯ টায় চিটাগাং মেইল আসবে।ইতিমধ্যে সুবীরদা ভাংতি না থাকার অজুহাত দেখিয়ে কমলের নিকট থেকে অনেক টাকা খরচ করেছে।কমল বার বার তাগাদা দিচ্ছে টাকাটা দেবার জন্যে কিন্তু সে দিন সুবীরদা কমলের সংঙ্গে বার কৌতুক করছে।এটা সেটা বলছে।যদি সত্যি টাকা না দিয়ে তারা হঠাৎ ট্রেনে চলে যায়,তখন কমল কি করবে।তৎকালীন সময়ে চিটাগাং মেইল গৌরীপুর স্টেশনে সামান্য সময় দাঁড়াতো।সত্যি সে দিন হঠাৎ করেই ট্রেন এসে গেলো।সুবীরদা একটু আগেই স্টেশন মাষ্টারের সাথে কথা বলে আসলেন।তাড়াতাড়ি সুবীরদার বাসার সরঞ্জামাদি ট্রেনে তোলা শেষ করতে না করতেই ট্রেন দ্রুত গতিতে হর্ণ বাজাতে বাজাতে ট্রেন গৌরীপুর ছাড়ল।কমল সে দিন অনেক কষ্টে না খেয়ে কোন রকম গা ঢাকা দিয়ে ট্রেনের টিকিট ফাঁকি দিয়ে রাত ১ টায় মোহনগঞ্জ বাসায় না খেয়ে ঘুমিয়ে ছিল।কমল অনেকদিন পর একা একা পথ চলতে অতীত দিনগুলোর কথা ভাবছে।

কমল লক্ষ্য করছে,যতই সময় যাচ্ছে সিট ভরে যাওয়ার পরও বাসের হ্যানরিম্যান আরো পেসেঞ্জার তুলছে।বাসের স্টাফদের ও প্যাসেঞ্জারদের সকলের মুখের ভাষা অধিকাংশই সিলেটের আঞ্চলিক ভাষার ফলে অনেক কথাই কমল বুঝতে পারছেনা।একবার স্টাফ একজন উচ্চ গলায় সকলের উদ্দ্যেশে বলছে,"করেদি যাও"।কমল "করেদি যাও"কথাটি ইতিপূর্বে শুনে নাই।তাই প্রথমে সে অবাক হয়েছিল।তারপর যখন দেখলো যে,সব কোচের সব যাত্রীই বাসের পেছনে যাচ্ছে তখন কমল বুঝতে পারলো,করেদি শব্দটির অর্থ পেছনে।বাসটি প্রথমে জাউয়া বাজার স্টপেজ দেয় পরে গোবিন্দগঞ্জ।পেসেঞ্জারদের মধ্যে আলাপ চলছে আধঘন্টা পরেই সিলেট পৌঁছা যাবে।সিলেট থেকে কমল আবার বিশ্বনাথের বাসে যেতে হবে।সুখরঞ্জনদা একটি কাগজে যাতায়াতের চিত্র এঁকে ও লিখে দিয়েছেন।বিকাল ৪ টায় কমল কেইনবাড়ি পৌঁছে,একটি স্ন্যাকবারে হালকা নাস্তা করে।কমল একজন মধ্যবয়সী লোককে জিজ্ঞাসা করে সুনীল দেবনাথের বাড়ির সন্ধান পায়।সুনীলদার ছোটভাই শংকরের সাথে দেখা হয়।শংকরের সংঙ্গে বিকালের খাবার খেয়ে পাশেই একটি ফুটবল মাঠে খেলা দেখতে যায়।শংকর কমলকে জানায়,সুনীলদা দশঘর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।স্কুলের কাজে তিনি গতপরশু কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে গিয়েছেন,আজ রাতেই বাড়ি ফিরবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।মাঠের খেলা দেখা শেষ করে দু'জন সন্ধ্যায় বাড়িতে আসে।শংকর অষ্টম শ্রেণীতে পড়ছে।কমল শংকরকে ৮ম শ্রেণী কয়েকটি অংক বুঝিয়ে দিচ্ছে।কমল যে আসবে এ কথাটি নাকি ইতিপূর্বে সুনীলদা শংকরকে জানিয়েছিলেন।রাত ৯ টায় সুনীলদা বাড়ি ফিরলেন।রাতে স্নানঘাটে কমলকে নিয়ে গেলেন এবং গোয়ালাবাজার সম্পর্কে যাবতীয় আলাপ শেষ করলেন এবং গত সপ্তাহেই নাকি তিনি গোয়ালাবাজারের লজিং মাষ্টার নগেন্দ্র মালাকারের প্রতি কমলের লজিং এর ব্যাপারে একটি পত্র লিখে রেখেছেন।সুনীলদা আরো বলেছেন,কমল যেন এ ব্যাপারে কোন রকম দূর্চিন্তা না করে।কমল তার মশাতভাই সুখরঞ্জনদার মাত্র ১০ মাসের পরিচয়ের সুনীলদা,শংকর ও বাড়ির অন্য সবার আন্তরিক ব্যবহারে মুগ্ধ হলো।

পর্বঃ৪১

পরদিন সকালে খাবারের পর বিদ্যালয়ে যাবার সময় সুনীলদা কমলকে গোয়ালাবাজারের নগেন্দ্র মালাকারকে লেখা পত্রটি হাতে দিয়ে বললেন,"কমল তুমি গোয়ালাবাজার বাস স্টেন্ডে নেমে কোন লোককে গ্রামতলা রোডের পথটি চিনে নেবে।তারপর দেখবে,গলির ডানপাশে বিশ-পঁচিশ গজ ভিতরে'লাক ফার্ণিচার দোকান'।সেখানে দোকানের মালিকের সংঙ্গে পরিচয় করে নিবে।দোকানের মালিকের নাম,নগেন্দ্র মালাকার।তারপর তুমি আমার এ চিঠিটি তার হাতে দিবে।তাহলেই তোমার লজিং হবে।আর দোকানের মালিককে আমি দাদামনি বলে ডাকি,তুমিও তাই ডাকবে।আর দাদামনিকে বলবে,আগামী বৃহস্পতিবার আমি আবার স্কুলের কাজে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে যাব। ফেরার সময় আমি তাদের বাড়ি অর্থাৎ তোমার লজিং এ থাকবো।

...সত্যি!দাদাবাবু আপনার এ উপকারের জন্য আমি সারাজীবন চির কৃতজ্ঞ থাকবো।

...না কমল,এ সব বলতে হবে না।তুমি ভালভাবে চলবে।মনে রাখবে সৎ ও চরিত্রবান হলে কেউ জীবনে হেরে যায় না।তুমি জীবনে অনেক বড় হও।আর ওদের বাড়িতে কোন বিষয়ে অসুবিধা হলে,দাদামনিকে জানাবে। আর কমল,তুমি ভুলেও এমন কিছু করো না,যাতে তোমার দাদাবাবুকে মন্দ বলে।মনে রাখবে,তোমার কোন অনৈতিক কাজের জন্যে বা তোমার অসৌজন্যমূলক কোন আচরনের জন্যে আমাদের যেন সামান্যতম অনুসূচনা করতে না হয়।

...দাদাবাবু,এ সব আপনি ভাববেন না।আমার জন্যে একটু আশীর্বাদ করবেন,যেন জীবনে জয়ী হতে পারি।

...সুখরঞ্জন বাবু তোমার সম্পর্কে অনেক আলাপ করেছেন।ঠিক আছে,আমার হাতে একদম সময় নেই।আর সেখানে নিজের বাড়ির মতো থাকবে।সতত তোমার জয় হোক।

...আশীর্বাদ রাখবেন,যেন জীবনে সফল হতে পারি এবং লজিং বাড়ির দাদার ছেলেমেয়েদের যথার্থ মানুষ রুপে গড়ে তুলতে,সহায়তা করতে পারি।

...ভাল থেকো।ভাল থাকা হয় যেন হয়।

কমল শংকরকে আরো কয়েকটি অংক দেখিয়ে দিল।তারপর দু'জনে পুকুরে সাতাঁর কেটে স্নান করলো।শংকরের মুখে সব সময় হাসি লেগেই আছে।হাতের লেখাও সুন্দর।শংকরের বাবা সুধীর দেবনাথ ছাতক উপজেলাধীন ছৈলা আফজলাবাদ ইউনিয়নের কহল্লা গ্রামের পূর্ব বাসিন্দা তাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে শংকর সবার ছোট।শংকর ছেলেবেলায় তার মাকে হারিয়েছে।মেজভাই অনিল দেবনাথ কাঠের ফার্ণিচার তৈরী ও বিক্রয়ের ব্যবসা করেন।হঠাৎ কাকীমা মারা যাওয়ায় পরিবারটি দূর্বিপাকে পড়ে যায়।ফলে সুধীর কাকু তার মেজছেলে অনিলদাকে বিয়ে করান।ফলে এখন আর রান্না-বান্নার কাজ করতে অসুবিধা হয় না।

কমল সকালের খাবার শেষে সকলের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে এখন গোয়ালাবাজারের উদ্দ্যেশে রওয়ানা দিতে স্টেন্ডে বাসের অপেক্ষা করছে।জগন্নাথপু্র থেকে আসা সিলেট গামী বাসে সিট পাওয়া যাচ্ছে না।অনেক্ষন পড়ে একটি বাসে সিট মিলেছে।কমল বেলা বারটায় রশিদপুর স্টেন্ডে পৌঁছে।পথ চলতে গিয়ে কমল হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়।অচেনা মানুষদের চেনা মনে হয়।রশিদপুরের স্টেন্ডে গোয়ালাবাজার গামী একটি বাসে অনেক্ষন ধরে বিশ্বরোডে দাঁড়িয়ে আছে।লকেল বাস তাই প্যাসেঞ্জারের অপেক্ষা করছে।তিন জন মেয়ে মহিলাদের সিটে বসেছে।ওরা ড্রাইভারকে তাগাদা দিচ্ছে,ওরা তাজপুর ডিগ্রি কলেজে ১ম বর্ষে পড়ছে।ওদের দেখে কমল তার প্রিয়তমা পল্লবীকে মনে পড়ছে।পল্লবীও এবার এইচ,এস,সি ১ম বর্ষের ছাত্রী।ওদের নাকি বেলা ১টা থেকে পরীক্ষা।এখন অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহ।হয়তো ইয়ারচেইঞ্জ পরীক্ষা হবে।গতরাতে সুনীলদা এ কলেজটির কথাই বলেছিলেন।

কমল রশিদপুর থেকে মাত্র পৌনে এক ঘন্টায় গোয়ালাবাজার স্টেন্ডে পৌঁছেছে।কমল বেশ কয়েকজন লোককে জিজ্ঞাসা গ্রামতলা রোডটি কোন দিকে জানতে চাইল,অনেকেই সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায় উওর দিয়েছেন।কমল বিন্দু মাত্র বুঝতে পারেনি।পরিশেষে,কমল গোয়ালাবাজার রোড়ের পূর্ব সারির ২য় পানের কেবিন 'অনিল পান ভান্ডার'নামে দোকানটির মালিককে গ্রামতলা রোডের কথা জিজ্ঞাসা করলে,দোকানী সুন্দর করে রাস্তাটির দিক নির্দেশনা দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন,

অনেকটা আংশিক চলিত ভাষায়।এবার আর কমলের বুঝতে অসুবিধা হলো না।আসলে কমল লক্ষ্য করে দেখল,গ্রামতলা রোডের ঢোকার নির্দেশনার তীর চিহ্নযুক্ত সাইন বোর্ডটির পাকার রং মিটে গেছে,তাই এটি সাধারনের দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে।এবার রোডে ঢোকে কমল দেখতে পাচ্ছে বিভিন্ন ব্যবসার ঘরের সাইনবোর্ডে,গ্রামতলা রোড লেখা আছে।তবে এ রোডের সামনের দিকে কয়েকটি ঔষধের ফার্মেসী,স্ন্যাকবার,চা-ষ্টল,মাধবী মিষ্টান্ন ভান্ডার ছাড়া বেশীর ভাগই কাঠ ফার্ণিচার দোকান।কমল একটি সেলুনে ঢুকে সেইভ করে নেয়।সেলুনে কর্মরত লোকটির নিকট লাক ফার্ণিচার দোকানের দূরত্ব কতটুকু দূরে বললে,লোকটি জানালো এ রোডের মাঝামাঝি সবচেয়ে বড় দোকানটির কথা।কমল রোড দিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটার পর দেখতে পায়,লাক ফার্ণিচার দোকানের সাইন বোর্ড।দোকানে একজন মধ্যবয়সী ফর্সা চেহারার লোক বসে গভীর ভাব হিসাব-নিকাশের কাজে ব্যস্ত।কমল অনুমান করছে,উনিই দোকানের মালিক নগেন্দ্র মালাকার।দোকানের পাশেই কারখানাতে কয়েকজন কর্মচারী কাঠের কাজে ব্যাস্ত।কমল আস্তে আস্তে দোকানে ঢুকে।

...নমস্কার!আমার মনে হচ্ছে আপনিই আমার দাদামনি নগেন্দ্র মালাকার।

...তোমার অনুমান নেহায়েত মিথ্যা নয়।একেবারে সত্য বটে।তবে নিজের পরিচয়টা দিলে কৃতার্থ করো।

...আজ্ঞে,এই আপনার একটা চিঠি।কেইনবাড়ির সুনীলদা লিখেছেন।

চিঠিতে একটু চোখ বুলিয়ে নগেন্দ্র মালাকার তার দোকানে কর্মরত ভাইপো,ভাইদের,পাশের দোকানদার হিমাংশু চক্রবর্তী দাদা,দোকানের কর্মচারী সহ সবাইকে তার টেবিলে ডাকলেন।তারপর হাস্যউজ্বল দীপ্ত চেহারায় তিনি সকলকে উদ্দেশ্য করে সগৌরবে ঘোষনা দিলেন,"আমাদের মাষ্টার বাবু এসেছেন"।দাদামনির এ সহজ-সরল উপস্থাপনা দেখে সবার যেন মনে হচ্ছে অনেকদিন পূর্বে হারিয়ে যাওয়া কোন আপনজনকে তারা ফিরে পেয়েছে।

পর্বঃ৪২

কমল লাক ফার্ণিচার দোকানে বসতে না বসতেই অনেক ক্রেতার ভীড় জমে গেছে।কিছুক্ষণের ভিতর পাঁচ সেট ফার্ণিচার নগদ দামে বিক্রয় হলো।কমলের দাদামনির মনটা আজ বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠল।দু'জনে হট টিফিন ক্যারিয়ার থেকে মলা মাছের তরকারি দিয়ে ভাগ করে ভাত খেল।দাদামনি বললো,কলকাতায় এ মাছকে নাকি 'মৌরলা'মাছ বলে এবং সিলেটে এ মাছকে 'মকা'মাছ বলে।দাদামনি আরো বললো,আগামী সপ্তাহে তাজপুর ডিগ্রী কলেজে কমলের বি,এ(পাস) এর ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে তিনি এক মাসের জন্যে কলকাতায় যাবেন।সেখানে দাদার এক বড় কুটুম ডিভি লটারী'৯১ বিজয়ী আমেরিকা যাবেন।তাকে বিদায় জানাতে দাদামনি ভারত যাওয়ার পাসপোর্ট ভিসার কাজ ইতিমধ্যে শেষ করেছেন।

দাদামনি ভাত খেতে খেতে তাদের পার্শ্ববর্তী বাড়ির একটি মুসলিম পরিবার সম্পর্কে আলাপ করছিলেন।দাদামনিই নাকি পরিবারটির সার্বিক দেখাশুনা করেন।নগেন্দ্র মালাকারের সাথে এ পরিবারটির এক ধর্মীয় সম্পর্ক গড়ে উঠে।মোঃ আব্দুল্লাকে নগেন্দ্র বাবু মামা বলে সম্বোধন করেন।মোঃ আব্দুল্লা তার বড় ছেলে ফারুক মিয়া সহ দীর্ঘ ৭ বছর ধরে সৌদিআরবে প্রবাসে থাকেন এবং বাড়িতে থাকে তার স্ত্রী,এক ছোট ছেলে সুরুজ আলী ও একমাত্র মেয়ে মিতু বেগম।মিতু খুজগীপুর মান উল্লা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণীর ছাত্রী।মিতু ১৯৯৩ সালে এস,এস,সি পরীক্ষা দিবে।সে পর্যন্ত মিতুর পড়ালেখার সমস্ত দায়-দায়িত্ব কমলকে নিতে হবে।তাই এখন থেকে প্রতিদিন বিকালে তাকে অন্তত ২ ঘন্টা করে পড়াতে হবে।নিজ ছোট বোন মনে করে মিতুকে মেধাবী শিক্ষার্থীরুপে গড়ে তুলতে পারলে,কমলের ডিগ্রী শ্রেণীতে ভর্তি,বই কেনা ও যাবতীয় পড়ালেখার খরচের জন্যে চিন্তা করতে হবে না।কমলও ভাবছে তাকেও ১৯৯৩ সালে ডিগ্রী পরীক্ষা দিতে হবে।সে মাত্র একটি ছাত্র পড়িয়ে তার স্নাতক ডিগ্রী লাভের যাবতীয় খরচ চালাতে পারবে জেনে,খুবই আনন্দিত।কমল দেখতে পেল,তার দাদামনি তার ছোট ভাইদের ও কর্মচারীদের কাজকর্ম বুঝিয়ে দিচ্ছেন।নিজেও মাঝেমাঝে কাজ করছেন।দাদামনির ডাক শুনে কমলের ভাবনার ধ্যান ভাঙ্গে।

...মাষ্টার বাবু,এদিকে আসেন।

...আসছি।

...একটু চা পান করেন।আপনার তো পেট ভরেনি।

...একটু আগেই তো ভাত খেলাম।পেট ভরেছে।

...খবর পেলাম,মিতু ও তার মা কিছুক্ষণের ভিতর আমার দোকানে আসবে।আচ্ছা মাষ্টার বাবু আপনি কি বাই-সাইকেল চালাতে জানেন?

...জানি।

...তাহলে ভালই হলো।এ সময়টা আমরা কেহ বাড়ি যাব না।রাত ১০ টার আগে স্বাভাবিক আমাদের কারো বাড়ি যাওয়া হয়ে ওঠে না।মিতুরা রিস্কায় বাড়ি যাবে।এদের রিস্কা লক্ষ্য করে আপনাকে বাই-সাইকেল চালাতে হবে।বেশী সময় লাগবে না।

...কতক্ষন

...বেশী হলে ১৫ মিনিট।আমাদের বাড়িতে মিতুই আপনার পরিচয় দিবে।স্নান সেরে হালকা খেয়ে ঘুমাবেন,দেখবেন শরীরটাতে বেশ শান্তি অনুভব করবেন।এ কয়দিন ধরে লংজার্নিতে করতে করতে তো আপনি অসুস্থ্য হয়ে যাবেন।

...জীবনের প্রথম বাড়ি ছেড়ে শতমাইল অতিক্রম করে আমার প্রবাস পাতা।

কমলের দাদামনি কমলকে আস্বস্ত করে বললেন,প্রবাস নয়,নিজ বাড়ি মনে করে এখানে থাকবেন,দেখবেন দিনান্তেও আপনার নিজ বাড়ির কথা মনে হবে না।শুনেছি বিদেশ নাকি ফোনে কথা বলার জন্য মোবাইল ফোন আবিস্কার হয়েছে।আমাদের পাশাপাশি দেশ ভারতে এখনও পাবলিক হ্যান্ডসেট হিসেবে এসব মোবাইল সেট ব্যবহার করছে।তবে আমাদের দেশে এখনই কিছু কিছু কোম্পানি এর লাভজনক ব্যবসা শুরু করেছে।তাই আগামী দিনগুলোতে আত্মীয় স্বজন আর দূরে থাকবে না।আমার ছোট ভাই আমার জন্যে লন্ডন থেকে একটি হ্যান্ডসেট পাঠাবে বলছে।

...দাদামনি আমি আপনার অনেক জুনিয়র,তাই আমাকে তুমি বলে সম্বোধন করলে খুশী হবো।আচ্ছা দাদামনি তুমি যে ছোট ভাইয়ের কথা বলছ,সে কে?

...মিতুর লাইফ পার্টনার ও মুইর ঘরের ভাই।

...মুইর ঘরের ভাই মানে কি?

...আমরা হিন্দুরা যাকে বলি মশাত ভাই।

...কিন্তু দাদামনি,আজ তোমার সংঙ্গে প্রথম দেখার দিনই এত তথ্য কথা বলছেন!এটা তো পরেও বলতে পারতেন।

...আমি কাজের লোক কখন ভুলে যাই।তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি,লন্ডন প্রবাসী মানুষগুলি,এক কথার।আমাকে আজকে রাতে ঐ পাশের রিসিভারে যদি কল দেয় তবে সবকিছু জিজ্ঞাসা করবে,কি কি তোমাকে জানালাম,কি কি জানালাম না।

...যদি মিতু ভাল রেজাল্ট করে,তবে?

...তবে তোমার জন্যে বিদেশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকার গিফট্ পাঠাতে সামান্য দেরী করবে না।

...কার জন্যে গিফট্ এর কথা বলছ।

...মিতু,তোমার কথাই এতক্ষন আলাপ হচ্ছিল।পরিচয় করিয়ে দেই,আমাদের কেইন বাড়ির সুনীল মাষ্টারের বন্ধু সুখরঞ্জন স্যারের ভাই।তোমার দাদা যিনি আগামীকাল বিকাল থেকে তোমাকে নিয়মিত পড়াশুনায় সার্বিক সহযোগীতা করবেন,স্যারের বাড়ি হলো সুনামগঞ্জ আর নাম হলো,কমলকান্ত রায় তালুকদার।

দাদামনির কথায় সবাই হাসছে।আসলে মিতু তার দাদামনির কন্ঠ শুনেই কথার জন্য কথা তৈরী করলো।কিন্তু পাশে একজন পরিচিত লোক দেখে মিতু খানিকটা লজ্জায় পড়ে গেল।তার হাসিটা অনেকটা বিবর্ণ হয়ে গেছে।কমল রীতিগত আত্কে উঠে।ভাইভা পরীক্ষায় যেমন পরীক্ষার্থী উওর না দিতে পেরে মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায় তেমনি কমলের মুখের অস্বাভাবিকতা কেহ টের পায়নি।একমাত্র ঈশ্বর অন্তরিক্ষ থেকে কমলের বদলে যাওয়া মুখের বিচিত্র মুখঅবয়বের সন্ধান জানতে পেরে থাকবেন হয়তো।তার কারন হলো,মিতুর নাক,মুখ,হাসি,উজ্বল শ্যামবর্নের বামগন্ডদেশে কাল তিল,সুকুঞ্চিত দীর্ঘ কাল কেশ-হবুহু পল্লবীর যমজ বোন লাগছে।এবার মিতুর পক্ষে সেভেন আপ ক্লোল্ডড্রিংক এলো সংঙ্গে পানকেক।মিতু নিজের হাতেই ড্রিংক পরিবেশন করলো এবং কমলদাদাকে সালাম করলো।

কিছুক্ষণ পরে কমল বাই-সাইকেলে চালিয়ে মিতুদের রিস্কা লক্ষ্য করে বড় ইসবপুর লজিং বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়।বাই-সাইকেলের আগে রিস্কা চলে যাচ্ছে দেখে বার বার মিতু রিস্কা ফোটকভার তুলে তার দাদা কমলস্যারকে দেখছে।কমল বাই-সাইকেল চালাচ্ছে একদম রিস্কার পেছনটায় আবার ইচ্ছে করেই রিস্কাকে অভারটেক করছে না।আসলে,কমল মনে মনে ভাবছে,বিধাতার কি অপার মহিমা।তিনি যমজ সন্তান দেন একই মায়ের গর্ভে তবে ভিন্ন মায়ের উদরে একই চেহারার মানুষ সৃষ্টি করতে পারেন,এটি তার জানা ছিল না।

মিতু রিস্কা ছেড়ে দিয়ে তার মাকে ও কমলকে নিয়ে দাদামনির বাড়ি পৌঁছল।সবিশেষ জানার পর সবাই খুশী হলো।বড়বৌদি স্নানের জন্যে বাথরুম দেখালেন,সেজবৌদি খাবার জন্যে ডাকলেন।বড়বৌদি খাবার শেষে বিশ্রাম ও ঘুমের কথা জানালেন এবং ফ্যান চালিয়ে চলে গেলেন।কমল পল্লবী ও মিতুর চেহারার অভিন্নতার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে।

পর্বঃ৪৩

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় কমলের হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গে।কমল দেখতে পায়,কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী পড়তে বসেছে।সবাই সরবপাঠে পড়ছে।সবচেয়ে বড় ছাত্রীটি ৭ম শ্রেণীতে পড়ছে।সে দাদামনির বড় মেয়ে।তার নাম রিপা।কমল বাথরুম থেকে চোখ-মুখ ধৌত করে এসে দেখে চা-নাস্তা হাতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষারত এক বৌদি।

...মাষ্টার বাবু!চা পান করেন।আপনার ছাত্র-ছাত্রীরা পড়তে পড়তে আপনার ঘুম ভেঙ্গে দিয়েছে!

...না,ঘুমের জন্যে তো পুরো রাতই রয়ে গেছে।বড়দা,দাদামনি ও সেজদার বৌদের সংঙ্গে পরিচয়টা সেরে নেই।সবাইকে ডাকেন?আগে আপনারটা পরিচয়টা শুরু করেন।

...অমরি,যা তোর মারে ও সেজকাকীরে ডাক দেগি,ও পুলিত আইতা।বেলীর মা আমরার শিক্ষিত বৌ।তার কাছ থাকি,পরিচয়টা হুন বা।

সিলেটের আঞ্চলিক ভাষা বুঝতে না পেরে কমল অনেকটা হতাশ হয়ে যায়।সব বৌদিদের পরিচয় পর্ব শেষ হলো,ছেলে-মেয়েদের কে কোন শ্রেণীতে পড়ে জানা হলো।ছয়জন শিক্ষার্থী নিয়ে আজকের সন্ধ্যাবেলাটা বেশ ভালই কাটছে।বারান্দায় কে এসেছে,তাকে ঘিরে সব বৌদিরা আলাপের মহরৎ চলছে।সবার কন্ঠে মাষ্টারের গল্প।অথ্যাৎ কমল সম্পর্কে আলাপ করছে।দাদামনির বৌ এসে জানাল,মিতুর বড়ভাই সুরুজ ভাই কমলকে তাদের বাড়িতে নিয়ে যেতে এসেছে।দাদামনি নাকি মিতুদের বাড়ি কমলের জন্যে অপেক্ষা করছে।এক দু' বাড়ি পরেই মিতুদের বাড়ি।কমল ভাবছে,মিতুর প্রাইভেট পড়া সম্পর্কে আলাপ হবে।সুরুজ ভাইয়ের সংঙ্গে আলাপ করতে করতে দু'জন পথ চলছে।চাঁদনি রাত।বাঁশঝাড় আর গাছ-গাছড়া পথের মধ্য দিয়ে গ্রামের অচেনা আলপথ।সুরুজ ভাইও কাঠমিস্ত্রির কাজ করে,বিল্ডিং কন্টাক্টসনের কাজও করে।যখন যে কাজ পায় তাই করে।বাড়িতে একটি গাভী ও তার এ্যারে বাচুরের দেখাশুনা করাও তার একটি কাজ।সৌদিআরব প্রবাসী ফারুক ভাইয়ের বিয়ের পর সুরুজ ভাইও বিদেশ যাবেন।দূর থেকেই দাদামনির কথা শুনা যায়।রোমে ঢুকতেই মিতুর চোখে চোখ পড়তেই কমল অবাক হয়ে যায়।মিতুর গায়ে গোলাপী রং এর জুরি অপরাজিতা ফুলের কুঁড়ি ও ফিরুজা রং এর সেলোয়ার।ঠিক এমন একটি সেট পরে একদিন সন্ধ্যারাতে কমল পল্লবীকে নিয়ে সাধনদের মঙ্গলচন্ডী মন্দিরের পেছনের বেদীতে বসে অর্ধরাত কাটিয়েছে।অথচ আজ পল্লবী অন্তত ৮০ মাইল দূরে অবস্থান করছে।ঈশ্বর কেন যে পল্লবীর মতই একই অবয়বে,একই চেহারার মিতু বেগম রোজিকে কেন দেখতে পেল কমল?এ প্রশ্নটি কমলকে প্রতিটি মুহূর্ত করেছে-দিশেহারা,উদভ্রান্ত।

দাদামনি মিতুকে ডেকে পড়তে বসালেন।মিতু ৮ম শ্রেণীতে পড়ছে।কমল মিতুকে প্রথমে বীজগণিত থেকে সুত্রের সাহায্যে বর্গ নির্নয় পদ্ধতি পড়াচ্ছে।কমল লক্ষ্য করছে যে,মিতু যখন তার মার সাথে কথা বলে তখন আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার বেশী করছে।মিতুকে তখন অন্যরকম লাগে।দাদামনি মিতুকে বলছেন,"কমলবাবুকে তোমার স্যার ডাকতে হবে না,দাদা বলে ডাকবে"।তাই মিতু কমলকে দাদা বলে সম্বোধন করে।মিতু যখন দাদা বলে ডাকে তখন মিতু আর পল্লবীতে কোন তফাৎ থাকে না।চা-নাস্তা তৈরী হয়েছে।কমলকে ভেতরের রোমে যাবার জন্যে সুরুজ ভাই ডাকছেন।ভেতরের রোমটিতে মিতু ও তার মায়ের বেডরুম।আর মিতুর পড়ার রোমের পাশে সুরুজ ভাইয়ের বেড রুম।এ দু'টি রোমের পরেই ডাইনিং রোম।এর পরে রান্নাঘর।দাদামনি চা-নাস্তা খেতে খেতে কমলকে আগামী পরশু তাজপুর ডিগ্রি কলেজে যাওয়ার জন্যে বলেছে।আজকে বিকেলে লামা ইসবপুরের কৃষ্ণলাল দাশের সাথে দাদামনির আলাপ হয়েছে।কৃষ্ণলাল ও তার ভাই গোপাল বিগত ১৫ দিন পূর্বেই ডিগ্রি ১ম বর্ষে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে।বিলম্ব ফি সহ ভর্তির শেষ তারিখ কবে কৃষ্ণলাল জানে না।মিতু কমলের পড়ানো বুঝতে পারে কি-না জিজ্ঞাসা করেন।মিতু হ্যাঁ সূচক উওর দিয়েছে।

মোহনগঞ্জ চিত্রপুরী স্টুডিও থেকে স্বপনদাকে অনুরুধ করে পল্লবী এককপি পাসপোর্ট সাইজের ছবিটি মাইলোড়া বাসায় যেতে রিস্কা থেকে নামার সময় বৈশাখের কাল বৈশাখীর ঝড়ে উড়িয়ে নিয়েছিল।সেদিনের পরদিন ছিল কমলের এইচ,এস,সি পরীক্ষার রেজাল্টের দিন।তাই নানাবিধ কর্ম ব্যাস্ততার জন্য সাধনকেও এ ব্যাপারে শেয়ার করা হয়নি।আজ মিতুর ৯ম শ্রেণীর রেজিষ্টেশনের ছবি তুলতে গোয়ালাবাজার জবা ফটোস্টুডিওতে গিয়েছিল।দাদামনির নিকট মিতু স্টুডিও এর রিসিট দিয়ে এসেছিল।রাতে বাড়ি আসার সময় দাদামনি ৪ কপি মিতুর পাসপোর্ট সাইজের ছবি নিয়ে এসেছেন।আগামীকাল ৩ কপি ছবি খুজগীপুর মানউল্লা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে অফিসকক্ষে জমা দিবে।এককপি ছবি এখন এক হাত থেকে অন্য হাতে চলে যাচ্ছে।সবাই চা খেতে খেতে মিতুর ছবি দেখছে।অবশেষে কি মনে করে দাদামনি মিতুর ছবিটি কমলের হাতে তুলে দেয়।ছবি দেখে কমলের মনে হলো,মোহনগঞ্জের শেয়ালজানি খালে হারিয়ে যাওয়া পল্লবীর ছবিটিই বুঝি এটি।মনে মনে কমল ভাবছে,বিধাতার কি অপাড় লীলা।একটি ছবি হারিয়ে সেদিন কমল খুবই কষ্ট পেয়েছিল আজ আবার পল্লবীর ছবির মতো মিতুর ছবি পেয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।কেউ কমলের বুকের ব্যাথাটা বুঝবে না।একমাত্র বিধাতাই এই দু'টি ছবির হুবুহু মিলের কথা জানবেন,আর কেহ তা ঘূর্ণাক্ষরেও বিশ্বাস করবে না।সবাই মিতুর ছবি দেখে একটা কিছু মন্তব্য করেছে।সবাই এখন কমলের মন্তব্যের অপেক্ষায়।কমল ছবি দেখে কি বলবে!সে যদি বলে এ ছবিটি তো আমার প্রিয়া পল্লবীর,তাহলে সবাই কমলকে পাগল বলবে এবং তার ডিগ্রি পড়া হবে না।একটি দিনের বিধিলিপিতে সে যা পেয়েছিল সবই এক কথায় হারাতে হবে।না তাকে সবকিছু এড়িয়ে যেতে হবে।এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।কিছুক্ষণ ছবিটি নিরীক্ষণ করে কমল সকল নীরবতা ভেঙ্গে উওর দিল,"অবিশ্বাস্য"।কমলের বলার ভঙ্গিতে সবাই হেসেছিল।কিন্তু কমল লক্ষ্য করে দেখছে।সবাই কমলের নাটকটিয় বলার ভঙ্গিতে হাসলেও মিতু তেমন হাসেনি।মিতুর চাঁপা মুখের হাসিটি অন্য কারো চোখে তেমন পড়েনি বলে কমল এ যাত্রায় অনেকটা রক্ষা পেলো।

রাত দশটায় কমল তার দাদামনির সংঙ্গে মিতুদের বাড়ি থেকে দাদামনির বাড়ি ফিরে।রাতের খাবার শেষ করে।দাদামনি কমলকে বারান্দার ড্রয়িং রুমে নিয়ে যায়।কিছুক্ষণ আলাপ করার পর দাদামনি নিজ রুমে চলে যান।এবার কমলের ঘুমাতে হবে।এ রুমের বেড,চাদর,বালিস থেকে শুরু করে সবকিছুই নতুন।দাদামনির সংঙ্গে কেইনবাড়ির আটঘরের সুনীল দেবনাথের প্রথম আলাপের পরই নাকি,দাদামনি বেড তৈরির ঘরে আংশিক অগ্রিম টাকা জমা দিয়ে বেড সামগ্রীর তৈরির আদেশ দিয়েছিলেন।তাই আজকের সন্ধ্যা রাতেই বৌদিদের কেউ বিছানা পরিপাটি করে রেখেছিল।কমল তার দাদামনির এতসব আয়োজনে খুবই মুগ্ধ হয়েছে।ঈশ্বরের প্রনামমন্ত্র পাঠ করে কমল ঘুমিয়ে পরেছে।

পর্বঃ৪৪

বালাগঞ্জ উপজেলার বড়ইসবপুরের দেবপাড়ায় কমলের প্রবাস জীবনের পাতায় আর যাই থাকুক না কেন,একটা চেনা মুখ আছে।একটা চেনা নদীর কলকল ধ্বনি আছে।গোপন মনে একটা লুকোচুরি আছে।সেও কমলকে দাদা বলে সম্বোধন করে।গতরাতে মিতুর ছবির মন্তব্যটি ছিল কমলের নিকট নেহায়েত সত্য।মন্তব্যটি শুনে মিতু কি ভাবছে কে জানে!মিতুর ছবি দেখে 'অবিশ্বাস্য' মন্তব্যটি সবাই মিশরীয় ভাষার হায়ারিগ্লিপিক্স এর মত স্বাভাবিক ভেবে হেসেছিল।মিশরে কোন এক সময়ে বড় বড় ইমারতে একটি ভিন্ন ভাষার লেখার সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল।সে সময়ের মিশরীয়রা সে ভাষা সম্পর্কে আদৌ জানতো না।তাই কথায় কথায় কাউকে ব্যাঙ্গ করতে হায়ারিগ্লিফিক্স বলতো।যখন কোন এক সময়ে কোন একজন ভাষা বিজ্ঞানীর সুদীর্ঘকাল গবেষনার ফলে হায়ারিগ্লিফিক্স ভাষার স্বীকৃতি পায়,তখন থেকে আস্তে আস্তে মিশরীয় জনগন আর ব্যাঙ্গ করে কেউ কাউকে হায়ারিগ্লিফিক্স বলতো না।যমজ ভাই বোন একই মায়ের উদরে জন্ম নেয়।অনেকেই তা জানে।বারহাট্রা সোনালী ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার মফাজ্জল স্যার আর নিশ্চিন্তপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের বি,এস,সি তফাজ্জল স্যার দু'জন যমজ ভাইকে একসংঙ্গে বের হলে কেউ আলাদা করতে পারতেন না।নিশ্চিন্ত পুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু চন্দন দেবনাথ প্রায়ই তার বিদ্যালয়ের বি,এস,সি শিক্ষক তফাজ্জল হোসেন মনে করে ব্যাংকার মফাজ্জল স্যারকে ডাক দিয়ে ব্যার্থ হতেন।কমল মিতুর ছবি দেখে তার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে।কিন্তু কমল তো তার দৃষ্টির সত্যতা স্বীকার করেছিল মাত্র।কথা বলার ভঙ্গিতে নাটকটিয়তা অর্ধ স্বরভঙ্গিতে যে সত্য লুকায়িত আছে,তা কেউ জানলো না।ভারেরার পালপাড়ার মাঠে হাজার জনতার সামনে বুদ্ধমঠের ফাদার এর বাণী ও পল্লবী ও কমলের প্রেমের প্রকাশের সেইদিনটি সকলে ভুলে গেলেও কমল আজও ভুলতে পারেনি।কমল ও পল্লবী চেয়েছিল তাদের কিশোর-কিশোরীর প্রেম গোপন থাকুক।পরিনত বয়সে তাদের ভালবাসার বহির্প্রকাশ ঘটলে হয়তো দু'টি পরিবারের সদস্যরা তা মেনে নেবে।

সেদিনের কথা কমলের আজও মনে পড়ে...

ভারেরা গ্রামের ব্রজনাথ সিং বাবুর পরিচালনায়,কলকাতার বারোয়ারি জয়িত্রী ডেকোরেশনের মাঘী পূর্নিমার মেলার ককসিটের কারুকাজ,শিল্প নৈপুন্যে লাইটিং,আলোকসজ্জার সুরম্য প্রাসাদোপম উদ্যান,রাজপথ,মন্দির এক অসাধারন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল।প্রবেশ তোরনদ্ধার থেকে শুরু করে কাপড়ের তৈরি পঞ্চাশ গজের উপরে রাস্তায় মধ্যভাগে একফুট লাল গালিছা কার্পেটিং ও নানা বর্ণের লাইটিং সহ ব্যানার,ফেষ্টুনে অপরুপ সৌন্দর্যময়।বৌদ্ধ ভিক্ষুরা নৃত্য করে এ পথ দিয়ে মন্দিরের দিকে যাচ্ছিল আর এক ফুট অন্তর অন্তর একপাশে হলুদ শাড়ী লাল পেড়ে পরিহিতা তরুণীদল।আর তাদের হাতে ছিল ফুলের পাপড়ির ডালা।অন্য পাশে সাদা পেন্ট ও ক্যারলিন পাঞ্জাবি পরিহিত তরুন দলের হাতে ছিল প্লাস ক্যামেরা।তরুনীদল বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সর্বাঙ্গে ফুলের পাপড়ি ছিটিয়েছিল আর তরুনদল প্লাস ক্যামেরায় সুইচ টিপেছিল আর উভয় পাশের সহস্র জনতা মঙ্গল ধ্বনি গেয়েছিল।এ অভিনব সেলিব্রেটের মাধ্যমে বৌদ্ধ স্বর্ণ খচিত মূর্তির উন্মোচন অনুষ্টানের শুভ সূচনা হয়েছিল।

অনেক কষ্ট করে কমল-পল্লবী দু'জন পাশাপাশি সারিতে স্থান পেয়েছিল।দু'টি প্রাণ সেদিন এক নব প্রেমের উল্লাসে হাসেছিল।অনুষ্টানের শুরুতে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রধান 'ফাদার'সকলের উদ্দ্যেশে প্রেম আলিঙ্গনের জন্যে ষাট জোড়া তরুন-তরুনীদলের একে অন্যের হাতের উপর হাত রাখতে বলেছিল।কেউ কেউ প্রথমে হাতে হাত রাখতে চাচ্ছিল না।বৌদ্ধ বিহারের 'ফাদার'অমঙ্গল হবে বললে,সবাই হাতের পিঠে হাত রেখেছিল।তারপর 'ফাদার'ঘোষনা করলেন যে,যে জোড়া বা যুগলের হাত ছাড়া ছাড়ি হবে না,তাদের প্রেম খাঁটি।তাদের বিয়েতে কেউ যেন বাঁধা না দেয়।ফাদারের বক্তব্য পরীক্ষা করতে সবাই হাত ছাড়াতে চেষ্টা করলো।সবাই ছাড়াতে পেরেছিল কিন্ত একমাত্র পল্লবী ও কমল কিছুতেই হাত সরাতে পারছিল না।সবাই এ দৃশ্য দেখে অবাক হয়েছিল।গ্রামের ও আশপাশের গ্রামের সবাই এ দৃশ্য দেখে তাক লেগে গিয়েছিল।সাধন পল্লবীর হাত ধরে ও তার বন্ধু উওম কমলের হাত ধরে টানাটানি করেছিল খানিকক্ষন।কলকাতা বৌদ্ধ বিহারের 'ফাদার'তখন ভিক্ষুদের সাথে পল্লবী ও কমলকে দিয়ে বৌদ্ধ মূর্তির মোড়ক উন্মোচন করে অনুষ্টানের শুভ সূচনা করেছিলেন।এর আগে এরুপ অনুষ্টানের সাথে কারো পরিচয় কারো জানা ছিল না।অনুষ্টানের এ পর্ব শেষ হলে পড়ে পল্লবী ও কমলের দু'টি হাত স্বাভাবিকভাবে ছেড়ে গিয়েছিল।সেদিন উপস্থিত সবাই দৃশ্যটি দেখে হাসি তামশা শুরু করেছিল।পল্লবীর কাকু রবিন্দ্র তালুকদার পল্লবীকে নিয়ে বৌদ্ধ মন্দিরের ফাদারের প্রতি রাগ ও অভিমান বাড়ি চলে গিয়েছিল।সেদিন কমল তার মাসতুতো ভাই সাধনকে নিয়ে অনুষ্টান থেকে গা ঢাকা দিয়েছিল।অথচ বৌদ্ধ মঠের ফাদার এটিকে তার ৭৬ বছরের একটি মাঙ্গলিক কর্ম বলে আখ্যা দিয়েছিলেন।কিন্তু চোরা শুনে না ধর্মের কাহিনী।গ্রামের সবাই অনুষ্টানে মগ্ন হলেও পরদিন সারা গ্রামময় তা বাতাসের গতিতে ছড়িয়ে দিয়েছিল।কমল ভাবছে,একটি দিনের বিধিলিপিতে সেদিন তার প্রিয়া পল্লবী ও তার গোপন প্রেমের আত্মপ্রকাশ হয়েছিল,সহস্র জনতার সমক্ষে।কেন এমন হয়েছিল?কেন এমন ঘটেছিল?কে ঘটনাটি এমনভাবে সাজিয়েছিল?এসব প্রশ্নের উওর তার জানা নেই।সে আজও ভাবছে সেদিন পল্লবী ও কমলের জীবনে এমন কলংক কেন রচিত হয়েছিল।সে আগে জানলে হয়তো এমন অনুষ্টানে যোগদানই করতো না।এ ঘটনাই ছিল কমল ও পল্লবী দু'জনের জীবনে উদভ্রান্ত প্রেমের প্রকাশ!সত্যি কমল আজ দিশেহারা,গতিহারা বহতা নদীর মতো।তার চিন্তা ভাবনাগুলি কোথাও থৈ পাচ্ছে না।একটি ধর্মানুষ্টানে যোগ দিতে গিয়ে সেদিন কমল ও পল্লবীর যুগল প্রমের সমাধী হয়েছিল,তা কেমন করে সম্ভব হয়েছিল?তাদের যুগল প্রেমের সলিল সমাধী কেন হয়েছিল?এ সংসার ক্ষেত্রে কেহ তা মেনে নেবে না হয়তো কোনদিন।এ জন্যে বিধাতা আপন হাতে তাদের প্রেমের বিচ্ছেদ ঘটিয়েছিলেন।সত্যি আজও প্রবাস পাতায় দেবপাড়ায় বি,এ ডিগ্রি পড়তে এসে বহুদূরে ফেলে আসা পল্লবীর চেহারার অনুরুপ মিল মিতু বেগমের মুখটি যেখানে কেউ পল্লবী ও মিতুর যমজ চেহারার মত মিলকে কেউ জানে না,চেনে না।কেউ জানে না কমল-পল্লবীর প্রেমের আখ্যান।না সে আর ভাবতে পারছে না।কেবল বার বার তার প্রিয়া পল্লবীর মেঘের অঝুরধারায় মতো সেদিনের কান্না ভরা মুখটি আজও মনে পড়ছে।তার না বলা মনের কথা বুঝি আর শোনা হবে না!কেন তাদের খাঁটি প্রেম- অভিশপ্ত প্রেমে পরিনত হলো?আবার ভাবছে এ পল্লবী ও মিতুর চেহারার হুবুহু মিল কমলের প্রবাস জীবনের পাথেয়।নাকি এ দু'জনের চেহারার মিল তাদের পবিত্র প্রেমের বহির্প্রকাশ।নাকি এ দু'এর চেহারার মিলের মাধ্যমে উদভ্রান্ত প্রেমের অনল জ্বালা দ্বিগুণ হয়ে জ্বলতে দেয়া হয়েছে জতুগৃহ বা মোমবাতির ঘরের মতো,এ কি অন্তরদহন,এ কি অন্তরজ্বালা?তাহলে কি তার এ অভিশপ্ত প্রেমের তপ্ত শিখার দহনে তাকে সারা জীবনই জ্বলতে হবে!

পর্বঃ৪৫

আজ ১১ই নভেম্বর ১৯৯১ সাল।রোজ সোমবার।কমল গোয়ালাবাজার বাসষ্টেন্ড থেকে তাজপুর ডিগ্রি কলেজ চাউনীতে নামল।চাউনীতে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীর ভীড়।এখানে কমলের সংঙ্গে ডিগ্রীর ১ম বর্ষের কয়েকজন শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটে।সাদিপুরের রনজিৎ সূত্রধর,ফুরাই দেবনাথ,সাদিপুরের ব্রীজের পূর্ব পাড়ের তাপসী রায়,গুপ্তপাড়ার সুরঞ্জিত গুপ্ত,বাসনা গুপ্ত,মৌলভী বাজারের সবিতা চৌধুরী,তেরহাতীর সীমা দে,শিখা রায়,দাস পাড়ার মানিক পুরকায়স্থ,নবীগঞ্জের বাবুল দাস,পুরকায়স্থ পাড়ার বাবুল মালাকার,পাল পাড়ার রবিন পাল,দত্ত গ্রামের তরুন দত্ত,দিলীপ দাস এবং বালাগঞ্জের নজরুল ইসলাম।এদের সকলকে নিয়ে একসংঙ্গে কলেজ ক্যাম্পাসে পৌঁছে।গতরাতে তার লজিং মাষ্টার দাদামনি নগেন্দ্র মালাকার তাকে বি,এ(পাশ)ভর্তির জন্যে ২০০০টাকা দিয়েছেন।কলেজে এসে কমল তার দাদামনির কথামত ডিগ্রী ১ম বর্ষের ছাত্র লামা ইসবপুরের কৃষ্ণলাল দাশ,গোপাল দাস ও চর ইসবপুরের সুশীল দেবনাথের সাথে দেখা করে।সুশীল দেবনাথের বড় ভাই সুখরঞ্জন দেবনাথ নাকি দাদামনির সহপাঠী ছিলেন।সকলকে নিয়ে কমল প্রিন্সিপাল ম্যাডাম আনছারুন্নেসার অফিস কক্ষে গেল।ম্যাডাম আনছারুন্নেসা কমলের সার্টিফিকেট দেখে খুবই খুশী হন এবং সকলের অনুরোধে ভর্তির টাকা অর্ধ মওকুফ করে মাত্র ১৩০০/ টাকায় ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন এবং আগামী ৫ই ডিসেম্বর ১৯৯১ ইং তারিখ কলেজের গভর্নিং বডির মিটিং এ কমলের অর্ধ বেতনের মওকুফের জন্য কমিটিকে সুপারিশ করবেন বলে,তিনি কমল সহ উপস্থিত সকলকে অবগত করেন।কমলের বি,এ(পাস)এর সহপাঠীদের নিকট কমল তার প্রিয়া পল্লবীর রাখা ছদ্মনাম'পল্লব'ছদ্মনামে পরিচিত হয়।

তাজপুর ডিগ্রী কলেজের কলেজ বাড়ির মেয়ে নার্গিস বেগম সুদূর লন্ডন থেকে এসে কলেজের প্রিন্সিপাল বেগম আনছারুন্নেসাকে থিয়েটার মঞ্চ নাটক করার জন্যে বায়না ধরে।বিষয়টি প্রিন্সিপাল ম্যাডাম কলেজ গভর্নিং কমিটিকে জানালে কমিটি কলেজের প্রতিষ্টাতার মেয়ের আব্দার মনে করে থিয়েটার মঞ্চ নাটক মঞ্চস্থ করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।বিগত ১লা নভেম্বর'৯১ থেকে কলেজ অডোটরিয়ামে যথারীতি নাটকের মহরতের কাজ ও রিয়ারসেল চলছে।নাট্টকার মামুনুর রশীদের নাটক"আয়নায় বন্ধুর মুখ"মঞ্চায়ন হবে বলে সিলেক্ট করা হয়।তাজপুর সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপক বিশিষ্ট নাট্ট ব্যক্তিত্ব রাজ্জাক আহমদ রাজু সাহেবকে নাটকের প্রযোজক হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়।কলেজের গভর্নিং বডি ও প্রিন্সিপাল ম্যাডামের অনুরোধে তাজপুর সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপক রাজ্জাক আহমদ রাজু সাহেব প্রতিদিন পৌনে দু'ঘটিকা থেকে দু'টা ত্রিশ মিনিট পর্যন্ত রিয়ারসেল চালানুর জন্যে অনুরোধ করা হয়।আজ নাটকের রিয়ারসেলের ১১তম দিন।তাই আজ বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষের প্রায় দেড় শতাধিক শিক্ষার্থী,অধ্যাপকবৃন্দ, প্রিন্সিপাল ম্যাডাম সহ কলেজ অডোটরিয়াম জনরোলে পরিপূর্ণ।

হঠাৎ কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মোত্তাকাব্বির রহমান যিনি কলেজের প্রিন্সিপাল ম্যাডামের একমাত্র মেয়ে প্রিয়া আক্তারের ভাবি স্বামী।তিনি উত্তেজিত হলেন।কমল তার সহপাঠী কৃষ্ণ লাল দাসের নিকট স্যারের হঠাৎ উত্তেজনার কারন জেনে অবাক হলো।কমল জানলো,ডিগ্রী ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র নরেশ পোদ্দার চলমান "আয়নায় বন্ধুর মুখ"নাটকের নায়কের চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করছে।কি একটা কাজে নাটকের প্রযোজক রাজ্জাক আহমদ রাজু সাহেবকে জানিয়ে সামান্য সময়ে ফিরে আসবে বলে কলেজের জি,এস রেজাউল করিম সহ মোটরগাড়ি নিয়ে তাজপুর গিয়েছে।অনেক্ষন হয়ে গেল কিন্তু এখনও আসছে না বলে,বাংলার স্যার উত্তেজিত হয়েছেন।

নাটকের রিয়ারসেল প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম।এমন সময় প্রযোজক রাজ্জাক আহমদ রাজু স্যার অডোটরিয়ামের হাউসে সবার উদ্দেশ্যে জানালেন,"কেউ যদি নাটকের এ মুহূর্তে নায়কের চরিত্রের ভূমিকায় ফ্রক্সি বা সাময়িক অভিনয় চালিয়ে যেতে আগ্রহী থাকে,তবে নাটক চালিয়ে যাওয়া সম্ভব।কয়েক মিনিটের নীরবতার পর-স্যার আবার রাগে,একই কথা আবার ঘোষনা দেন।এবার কমল সে প্রস্তাবে দাঁড়ালো।প্রযোজক স্যার নিজেই ফ্রমরাইটারের কাজ করছেন।তিনি কমলকে তার কাছে ডাকলেন এবং অভিনয়ের রোলের সংলাপটি বুঝিয়ে দিলেন।আবার নীরবতা।

নাটকের মোহরা সুন্দরভাবে এগিয়ে চলছে।দৃশ্য শেষে প্রযোজকের করতালি।তার করতালির সংঙ্গে সংঙ্গে সহস্র তুমুল করতালিতে অডোটরিয়াম হলে বইছে উল্লাসিত আনন্দের জোয়ার।পল্লবের অভিনয়ে প্রযোজক রাজ্জাক আহমদ রাজু স্যার প্রিন্সিপাল ম্যাডামকে জানালেন,এ ছেলেটিই প্রকৃত নায়কের যোগ্য।যোগ্য অভিনেতা।অনেকেই পল্লবকে চিনতে পারেনি প্রিন্সিপাল ম্যাডাম সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,পল্লব আজই ডিগ্রী ১ম বর্ষে ভর্তি হয়েছে,এ পর্যন্ত সকল সার্টিফিকেটেই সে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।বাংলার অধ্যাপক মোত্তাকাব্বির স্যার প্রিন্সিপ্যাল মেমকে বলেছে,যেহেতু আমাদের প্রযোজক স্যার বলছেন নাটকের মুল দৃশ্যটি নরেশ পোদ্দার দু'সপ্তাহে তেমন গ্রহনযোগ্য অভিনয় করতে পারেনি আর পল্লব ১ম দিনেই ভাল অভিনয় করেছে।সুতরাং এ ক্ষেত্রে আমাদের উচিত নরেশকে বাদ দিয়ে পল্লবকে দিয়ে নায়কের অভিনয় করানু,তবে প্রয়োজনে নরেশকে সাইড নায়কের অভিনয় দেয়া যেতে পারে।কলেজ বাড়ির মেয়ে নার্গিস,যে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছে,যার অর্থায়নে নাটকটি মঞ্চস্থ হচ্ছে সে নার্গিসের অভিমতই তাই।সে নার্গিসও নায়কের ভূমিকায় অভিনয়ের ক্ষেত্রে পল্লবের পক্ষেই রায় দিয়েছে।

কলেজের প্রথম দিনেই পল্লব নামটি অনেকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে।নাটকের মুল প্রেক্ষাপটে এ দৃশ্যে যে গানটি ছিল তা নাকি নরেশ একদিনই গায়নি।অথচ পল্লব এ গানটি এত সুন্দর সুরে গেয়েছে যার সুর লহরী সারা অডোটরিয়ামটি যেন প্রকৃতির প্লাবনে উপত্যকা উপছে পানি পরছে বলে মনে হচ্ছিল।

কলেজের জি,এস রেজাউল করিম ও নরেশ পোদ্দার ঘন্টা খানেক পর কলেজে ফিরে এলো।এখন ও নাটকের প্রযোজক রাজ্জাক আহমদ রাজু স্যার প্রিন্সিপাল ম্যাডামের রোমে উপস্থিত আছেন,জেনে তারা কিছুটা বিস্মিত হয়েছে।কলেজের পিয়ন কৃষান মল্লিক এসে জি,এস রেজাউল করিম,এ,জি,এস শাহীন চৌধুরী ও নরেশ পোদ্দারকে প্রিন্সিপাল রোমে যাবার জন্যে বলে গেল।কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মোত্তাকাব্বির রহমান প্রথমে নরেশ পোদ্দারের আজকের অবহেলা ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে নরেশের লাজুক মনোভাব ও অভিনয়ের অদক্ষতা ও আজকের বি,এ(পাস)১ম বর্ষের নতুন ভর্তিকৃত নতুন ছাত্র পল্লবের সুনিপুণ অভিনয় ও সুললিত কন্ঠের অভিনয়ের বর্ননা দিলেন এবং নরেশকে হাসিমুখে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় থেকে বিদায়ের প্রস্থাব করেন।তার উক্ত প্রস্তাবের সমর্থনে নাটকের প্রযোজক তাজপুর সোনালী ব্যাংকের জনাব রাজ্জাক আহমদ রাজু স্যার নাতিদীর্ঘ বক্তব্য দিলেন।তার ব্যাংকের দায়িত্ব রেখে প্রতিদিন এত দীর্ঘ সময় দেয়া সম্ভব হবে না বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।তিনি আরো বলেন,যেহেতু কম সময়েই পল্লব অভিনয়ের নিপুনতা দেখিয়েছে সেহেতু নরেশকে সাইড নায়কের অভিনয় দিয়ে মূল নায়কের ভূমিকায় পল্লবে দেয়া উচিত বলে তিনি তার মতামত ব্যক্ত করেন।পরিশেষে প্রিন্সিপাল ম্যাডাম কোন কিছু বলার জন্যে সবার দিকে তাকালেন,কিন্তু ম্যাডাম কোন মন্তব্য করার পূর্বেই নরেশ পোদ্দার নিজেই তার অপরাধ ও অভিনয়ের অপারগতা মেনে নেয়।প্রিন্সিপাল ম্যাডাম পল্লবকে ডাকেন এবং নাটকে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করার সিদ্ধান্ত জানান।আগামী ১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে সন্ধ্যা ৭টায় কলেজ অডোটরিয়ামে নাটকটি মঞ্চায়ন করা হবে বলে তিনি সকলের সহযোগীতা কামনা করেন।ম্যাডাম নরেশ ও পল্লবকে কুলাকুলি করতে বলেন।ম্যাডামের কথায় পল্লব ও নরেশের কুলাকুলিতে প্রিন্সিপাল রোমে আবার করতালির শব্দ শোনা গেল।

পর্বঃ৪৬

কলেজ বাড়ির মেয়ে নার্গিসের সাথে কমলের খানিকক্ষন আলাপ হয়েছে।সে লন্ডনে একটি কলেজে বাংলা মিডিয়ামে পড়ছে।নার্গিসের জন্ম লন্ডনে কিন্তু বাংলা সাহিত্যের প্রতি তার ভালবাসা অসাধারন।সে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,কাজী নজরুল ইসলাম,মাইকেল মধুসুদনের কাব্য প্রতিভায় মুগ্ধ।কলেজ ক্যানটিনে নার্গিসের সাথে কিছু সময় কাটিয়ে কমলের অনেকটা ভাল লেগেছে।ক্যানটিনের আড্ডায় নার্গিস আপন মনে রবীন্দ্র প্রশস্তি গাইতে গিয়ে একটি রবীন্দ্রসংগীতের সুর গাইলো।পরে কমল ও নার্গিস দু'জনে গুন গুন সুরে গাইলো,"আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে,তাই হেরি তায় সকলখানে"।নার্গিসের গায়ের রং হালকা দুধে আলতা মিশ্রিত।কন্ঠে একটা মায়াবী আকর্ষন।মুখে সব সময় হাসির রেখা ফুটে আছে।উচ্চতা ৫ ফুটের সাধারন উপরে,স্লিম স্বাস্থ্য।তার চুল হালকা ফিংল্যা বর্ণের যেন মনে হয় কবি কাজী নজরুলের মতো বাবড়ী চুল।গ্রীবাদেশের কেশরগুচ্ছ লোম এর রং আবার ঘন ফিংল্যা বর্ণের।নার্গিসের অতি অল্প সময়ে অন্যের সংঙ্গে মিশে কথা বলার ক্ষমতা সত্যিই মনোমুগ্ধকর।নার্গিসের বিশুদ্ধ চলিত ভাষায় কথা বলা দেখে মনে হয় যেন কলকাতার কোন বনেদী ঘরে নার্গিসের জন্ম।আসলে নার্গিস লন্ডনে যে বাংলা মিডিয়াম কলেজে পড়ে সে কলেজের অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকাই কলকাতার।শিক্ষকদের মধ্যে বেশ কয়েকজন কলকাতার রবীন্দ্র ভারতী ও বিশ্বভারতীর ছাত্র ছিলেন।শিক্ষকদের অনেকে আবার স্টুডেন্ট ভিসায় লন্ডনে এসেছে।লন্ডনে নাগরিকত্ব লাভ করে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে।

নার্গিসের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে পল্লব বিকাল ৩ টায় গোয়ালাবাজারের গ্রামতলা রোডে তার লজিং মাষ্টার দাদামনির লাক ফার্নিচার দোকানে আসে।দাদামনির দোকানে পল্লবের সহপাঠী লামা ইসবপুরের কৃষ্ণলাল দান এসেছিল।কৃষ্ণলাল দাদামনিকে পল্লবের অর্ধ ফি'তে ভর্তি ও নাটকে নায়কের ভূমিকায় অভিনয়ের সমস্ত কাহিনী শুনে খুবই মুগ্ধ হন।

...নমস্কার দাদমনি।

...নমস্কার।প্রথম দিনেই কলেজে কি ঘটনা ঘটিয়েছ?

...আপনি কিভাবে জানলেন!

...অবাক হওয়ার কিছু নেই।সাড়া কলেজে পল্লবকে নাকি সবাই একডাকে চেনে।

...সে যে আপনার ছোট ভাই।আপনার কৃপায় আমি ধন্য।আপনার এ ঋন যে আমি জীবনেও সুদ করতে পারবো না।আচ্ছা দাদামনি কে বলেছে।

...অনুমান করো।

...মনে হয় লামা ইসবপুরের কৃষ্ণলাল দাস।

...হ্যাঁ, ঠিকই আছে।

...বাকী টাকা দিয়ে কি করবো?

...আজকেই তোমার বই কিনবে।আমি গত পরশু "পল্লবী বই বিতান"এ আলাপ করেছি।ওরা আজকে বই দেবার কথা।

...দাদামনি,'পল্লবী বই বিতান'লাইব্রেরীটি কোন মার্কেটে?

...গোয়ালাবাজারের হাজী নসিবউল্লাহ মার্কেটে।দোকানের মালিক দিলীপদা আজ সন্ধ্যায় তোমায় নিয়ে যাবার জন্যে বলেছে।

...বই কিনতে তো আমাকে যেতেই হবে,তাছাড়া..

...অন্য কারনও আছে।

...কি কারন?

...তুমি প্রতিদিন কলেজ থেকে এসে একটা প্রাইভেট পড়াবে।ঘন্টাখানেক পড়ানুর পর ওদের বাসায় দুপুরের খাবার খেয়ে আমার দোকানে বসবে।তারা তোমায় খাবারের সংঙ্গে প্রতি মাসে আরো ১০০০/টাকা দেবে।কাজটা ভাল করেছি তো।

...অবশ্যই ভাল করেছেন।কোন ক্লাসের শিক্ষার্থী?

...দাদার একমাত্র মেয়ে।গোয়ালাবাজার পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী।ওর নাম পল্লবী।ওর নামেই তো দাদা তার লাইব্রেরীর নাম দিয়েছেন'পল্লবী বই বিতান'।

...দাদমনি,আজকে কি আপনার দোকানে ফার্ণিচার বিক্রয় হয়েছে?

...না এখনও হয়নি।বেলা ১২টার দিকে দু'জন ক্রেতা এসেছিল,ওদের সাথে দামে-দরে হয়নি।তুমি দোকানে না এলে বেশ একটা বিক্রয় হয় না।তুমি আমার লক্ষ্মি ভাই।তুমি দোকানের ক্যাশে বসো,আমি আমার দোকানের ভেতরের ফার্ণিচার তৈরির কারখানা থেকে একটু আসি।সামনে না থাকলে কর্মচারীরা কাজে ফাঁকি দেয়।

পল্লবের দাদামনি কারখানায় চলে যাওয়ার পর দোকানে বেশ কয়েকজন কাষ্টমার আসে।পল্লব লোক দিয়ে সংঙ্গে সংঙ্গে তার দাদামনিকে ডেকে আনে।নগদ দামে দু'সেট ফার্ণিচার বিক্রি হয়।৪টা বাজার পূর্বেই দাদামনি পল্লবকে দিয়ে তার সোনালী ব্যাংকের একাউন্টে দু'লাক টাকা জমার জন্যে পাঠায়।টাকা জমার রিসিট নিয়ে পল্লব দোকানে ফিরে আসার পর আরো দু'সেট ফার্ণিচার বিক্রি হয়।আজকে আর সন্ধ্যাবেলা লজিং বাড়িতে ছাত্রদের পড়ানু সম্ভব হবে না।

...পল্লব চা পান করো।তোমার শার্টের হাতাগুলি গুটিয়ে রেখেছ কেন?নভেম্বর মাস।তোমার শীত করছে না বুঝি?দেখি,একি তোমার শার্টের হাতাটা মাঝখানে ছিড়ে গেছে!চল তোমার বই কেনা আগে একটা শার্ট কিনতে হবে।তোমার চোখে বিন্দুমাত্র জল আমি দেখতে চাই না।

...সত্যি দাদামনি আপনি মহান।আপনার তুলনা হয় না।তোমায় দেখে আমার ধনদা রতিকান্ত রায় তালুকদারের কথা মনে পড়ে!

...সে তো আমায় বলেছ।পল্লব তুমি মনে করো আমিই তোমার আর এক ভাই।এখন থেকে তোমার যা যা দরকার আমায় বলতে দ্বিধা করো না।

চা পান শেষ করে কমল তার লজিং মাষ্টার দাদামনিকে অনুসরণ করে।তার দাদামনি তাকে নিয়ে প্রথম গ্রামতলা রোডস্থ'বৈশাখী বস্ত্রালয়'এ যায়।এখানে একটি শার্ট ও একটি প্যান্ট ক্রয় করে।পরে তারা গোয়ালাবাজারের হাজী নসিবউল্লাহ মার্কেটের'পল্লবী বই বিতান'লাইব্রেরীতে যায়।জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম ডিগ্রী(পাস) ক্লাসের১৯৯১/৯২ শিক্ষাবর্ষের কয়েকটি বই ক্রয় করে।বই গুলোতে লেখা রয়েছে,চুড়ান্ত পরীক্ষা'১৯৯৩ সাল।পল্লবী নামটি পড়েই কমল অনেকটা বিস্মিত হয়।লাইব্রেরীটি মার্কেটের নীচ তলায়।আর উপরতলায় লাইব্রেরীর মালিক দিলীপ রায়ের ভাড়াটে বাসা।দাদামনিকে সংঙ্গে নিয়ে কমল দিলীপ বাবুর বাসায় যায়।ড্রয়িং রোমে বসে আলাপ চলছিল।দিলীপবাবু বার বার বলছেন,আমার মেয়েটি পড়ালেখায় অমনোযোগী,গনিতে ও ইংরেজীতে কাঁচা।আপনি নিজের বোন মনে করে ভালভাবে পড়াবেন আর প্রতিদিন কলেজ থেকে ফিরে ২ টার দিকে পড়াবেন।ও সকালের সিপ্টে স্কুলে লেখাপড়া করে দেড়টার দিকেই বাসায় চলে আসে।আর আপনি প্রতিদিন পড়া শেষে বা আগে নিজের বাসা মনে করে ভাত খেয়ে নিবেন।

ছাত্রী পল্লবী চায়ের ট্রে-তে চা-নাস্তা নিয়ে এসেছে,সংঙ্গে তার মা।দু'জনই ফর্সা ও মোটা স্বাস্থ্যের অধিকারী।তবে গলার স্বর ক্ষীন।বুঝাই যাচ্ছে ছাত্রীটি কম পড়বে,বেশী ঘুমাবে।

উপন্যাসঃ"উদভ্রান্ত প্রেম"পর্বঃ৪৭

লেখক,কমলকান্ত রায় তালুকদার

কলেজের ক্লাস,নাটকের রিয়ারসেল,

প্রাইভেট ইত্যাদি নিয়ে কমল খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।সকালে লজিং বাড়ির ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ানু।পড়ার ফাঁকে ফাঁকে নিজের পড়া তৈরি করা।দুপুরে কলেজ থেকে ফিরে গোয়ালাবাজারের হাজী নসিবউল্লাহ মার্কেটের "পল্লবী বই বিতান' এর মালিকের মেয়ে পল্লবীকে ঘন্টাখানেক প্রাইভেট পড়ানু।প্রাইভেট পড়ানু শেষ করে ওদের বাসায় দুপুরের খাবার খাওয়া।ছাত্রী পল্লবীদের বাসায় দুপুরের খাবার শেষ করে দাদামনির লাক ফার্ণিচার দোকানের ক্যাশ টেবিলে দাদামনির সংঙ্গে খানিক্ষন আলাপ করা।পল্লবের দাদামনির বিশ্বাস,পল্লব দোকানে এলেই-দোকানে ক্রেতাদের ভীড় হয়।তাই পল্লব তার দাদামনির লক্ষ্মী ভাই।বিকাল ৪টায় মিতুকে পড়াতে হয় সন্ধ্যা পর্যন্ত।রাতে লজিং বাড়ির ছয়জন শিক্ষার্থীকে পড়াতে হয়।শুক্রবারে শুধু গোয়ালাবাজারের হাজী নসিবউল্লাহ মার্কেটের প্রাইভেট বন্ধ থাকে। এই চকবাঁধা জীবনে মাঝেমধ্যে বাড়ির কথা মনে পড়ে।মায়ের কথা মনে পড়ে।মোহনগঞ্জ থাকতে বাড়ির কথা মনে পড়লেও এমন ভাবে পীড়া দিত না।১৯৯০ এর কোন পৌষের হিমেল শীতের দিনে কমলের গায়ে ভীষন জ্বর দেখা দিয়েছিল।সেদিনের কথা আজও কমলের মনে পড়ে।রাতে কমলের গায়ে ভীষণ জ্বর দেখা দিয়েছিল।তার মাসতুতো ছোট ভাই সাধন বড় ঘর থেকে অনেক আগে কেনা একটা প্যারাসিটামল টেবলেট দিয়েছিল।টেবলেট খেয়ে ঘুমাতে চেষ্টা করেছিল কমল।কিন্তু কিছুতেই সে রাতে ঘুম আসছিল না কমলের।বার বার তার মায়ের মুখটি ভেসে উঠছিল।মায়ের শেষ অলংকার কানের একজোড়া দুলের ভাবনা কমলকে পীড়া দিয়েছিল।সে দুল বিক্রি করে এইচ,এস,সি পরীক্ষার ফরমের টাকা জোগাড় করা তার দ্বারা সম্ভব হচ্ছিল না।তা যেন তার অন্তরাত্মায় কেমন একটা বাঁধা সৃষ্টি হলো।না সে পারবে না।এ দেড় বছর তার মাসির বাড়িতে ভাল খাবারের সংঙ্গে অনেক কাজও তাকে করতে হতো।পারিবারিক কাজের পাশাপাশি জমিতে রোপন করা থেকে শুরু করে নানাবিধ কাজ তাকে সামলাতে হতো।এত কাজের ভীড়ে অনেকদিন তাকে পড়ার টেবিলে ঘুম এসে যেত।আগে কখনও তার এমনটি হতো না।তার শিক্ষাবর্ষের সাজেসন্স কমপ্লিট হয় নি।তাই তার এক -একবার মনে হলো এবার সে পরীক্ষা দিবে না।পরের বছর ভালভাবে লেখাপড়া করে পরীক্ষা দিবে।প্রয়োজনে সে মাসির বাড়ি ছেড়ে যাবে অন্য কোথাও যাবে।যেখানে সে প্রাইভেট টিউসনিও করতে পারবে।কিন্তু কোথায় যাবে সে ভাবনার যেন শেষ নেই।এসব ভাবতে ভাবতে তার শরীরের জ্বরটা যেন বেড়েই চলেছিল।মধ্যরাতে তার চোখজোড়া একটু-আধটু লাগে আবার ঘুম ভেঙ্গে যায়।শেষ রাতে সে স্বপ্ন দেখে,তার সবচেয়ে বড় দাদা রতিকান্ত রায় যিনি তাকে আর্টের অক্ষরে তাকে হাতের লেখা শিখিয়েছিলেন।তার শিক্ষা জীবনের সূচনা বা আমরা যাকে হাতেখড়ি বলি,সে ছিল তার বড়দা।কিন্তু কমলের দূর্ভাগ্য।কমল যখন মাত্র ৩য় শ্রেণীতে পড়তো তখন তিনি দুরারোগ্য ক্যান্সার ব্যাধিতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।তিনি কমলকে স্বপ্ন দেখা দিয়েছিলেন।কমলকে শান্তনার বাণী শুনিয়েছিলেন।তাকে জীবনে জয়ী হওয়ার জন্য পড়ালেখা চালিয়ে যেতে বলেন।আসলে মানুষ যখন অসুস্থতায় বা মানসিকভাবে কোন বিষয় বা কোন মায়ার প্রতি সুখ কিংবা দুঃখ অনুভূতি বিকারগ্রস্ত হয় বা ভোগে তখন তার অবচেতন মনে নানাবিধ চিন্তা দেখা দেয় তার প্রতিফলন স্বরুপ স্বপ্ন দেখা দেয়।কমলের সেদিন হয়েছিল ঠিক তাই।সকালে কমলের জ্বরের খবরটা সবাই জেনেছিল।পল্লবীর মা প্রতিভা দেবী তাকে দেখতে আসছিল।পল্লবীও এসেছিল তার মায়ের সাথে।তখন কমলের গায়ের জ্বর প্রায় ৪ ডিগ্রী তাপমাত্রা ছিল।প্রতিভা দেবীর নির্দেশে পল্লবী কমলকে মাথায় পানি ঢালতে যাবতীয় সরঞ্জামাদি এনেছিল।বেশ কিছুক্ষণ পানি ঢালার পর পল্লবীকে রেখে মা প্রতিভা বাড়ির অন্যকাজে চলে গিয়েছিলেন।পল্লবীকে বাকী কাজটুকু বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।পল্লবী আরো প্রায় আধ ঘন্টা পানি ঢালার পর কমল চোখ মেলে পল্লবীকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল।কমল তার প্রিয়া পল্লবীর চোখের কোণে দেখতে পেয়েছিল পৌষের মাঝামাঝি শীতের হিমেল সকালে শ্রাবণের অশ্রুধারা।পল্লবী নীরবে কাঁদছিল।কমলের কথায় পল্লবী গামছা দিয়ে মাথা মুছে দিয়েছিল।তখন কমলের কপালে পল্লবী হাত রাখেছিল।না জ্বর তখনও পুরোপুরি কমছিল না,খানিকটা থেমেছিল মাত্র।ইতিপূর্বে ভারেরা গ্রামের ডাঃনীলউৎপল চক্রবর্তী কে আনতে ভাইবন্ধু সাধন সরকার চলে গিয়েছিল।কমল তখন বিছানায় বসে তার মায়ের মুখখানি স্বরণ করেছিল।একটি রাতের জ্বর।অথচ কমল অনেকটা বাসি ফুলের ন্যায় ম্লিয়মান হয়ে পড়েছিল।

পল্লবী খানিকক্ষণ পরে দাদাকে বলে নিজ পড়ার রোমে চলে গিয়েছিল।কিন্তু সেদিন কি হয়েছিল পল্লবীর।পড়ালেখায় মন কিছুতেই তার মন বসছিল না।তার সারাক্ষণ কমলদার কাছে যেতে মন চাইছিল।একটা প্রচ্ছন্ন মায়া আর ভালবাসায় পল্লবী গা রোমাঞ্চিত হচ্ছিল।তার নব যৌবনোদয় আকাশে আজ হঠাৎ একটা কানাকানির সাড়া পড়ে গিয়েছিল।ঠিক প্রথম যেদিন পল্লবী কমলকে দেখেছিল,সেদিনটির কথা তার মনে পড়েছিল।

আজ এ প্রবাসে কমল থেকে পল্লবের নতুন জীবনের কোথাও সঠিক মিল খূঁজে পাচ্ছে না।এখানে এসে তার প্রিয়া পল্লবীর মতো দেখতে এমন একটি হুবুহু চেহারার দেখা পাবে,তা সে কখনও ভাবে নি।প্রথমদিন মিতু বেগমের সাথে প্রথম সাক্ষাতে কমল অবাক হয়েছিল।মিতুকে পড়াতে গিয়ে প্রথম দিকে কমলকে মনে মনে বেশ একটা অসুবিধায় পড়তে হত।কমলের মনে হত যেন সে তার প্রিয়তমা পল্লবীকে পড়াচ্ছে।মাঝে মাঝে মিতুর চোখে কমলের চোখ পড়তো।কিন্তু মিতুকে বিষয়টি ঘূর্ণাক্ষরেও বুঝতে দেওয়া যাবে না।আলপনা ও মিরা মিতুর বাড়ির পাশাপাশি তার সহপাঠিনী ও বান্ধবী।তিন বান্ধবী মিলে একসংঙ্গে স্কুলে যায় ও আসে।নানা গল্প-গুজবে একে অন্যের সংঙ্গে মেতে ওঠে।বর্তমানে তাদের তিনজনের আলাপের নতুন বিষয় হলো,মিতুর নতুন স্যার কমলদাকে নিয়ে।কমলদা কেমন পড়ান?মিতুর দাদামনি মিতুর প্রাইভেট টিউটর কমলস্যারকে দাদা বলে ডাকতে বললেন কেন?এমন নানা প্রশ্নের মাধ্যমে মিরা ও আলপনা মিতুকে নিয়ে আনন্দ ভাগাভাগি করে।

...মিতু,শুনলাম তোমার কমলদা নাকি তাজপুর ডিগ্রি কলেজে নাটকে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করছেন।

...হ্যাঁ,ঠিকই শুনেছিস মিরা।আমার কমলদা শুধু অভিনেতাই নয় বরং সে একজন কবিও বটে।

...তাছাড়া মিতু তোমার কমলদা একজন ভাল কন্ঠশিল্পী।গতরাতে হঠাৎ শুনি নিখিলদার মুখে আমাদের ঘরে সঙ্গীত সন্ধ্যা হবে।

...তারপর কি হলো আলপনা।তুই কি গান গেয়েছিলে।না সে গানের সভায় আমি স্থান পাই নি।পশ্চিম বাড়ির তোমার দাদামনির মেজভাই নিখিলদা তোমার কমলদাকে সংঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন।

...তারপর!

...আমার বড়বৌদি প্রনবের মা প্রথমে একটি শ্যামা সংগীত গাইলেন।পরে আমার বড়দা প্রনেশদা অথ্যাৎ প্রনবের বাবা কমল মাষ্টারকে একটি গান গাইতে বললো।

...তারপর কি হলো।তাড়াতাড়ি আলাপ শেষ কর।মিরা তোর ইংরেজী গ্রামারটা কালকে সংঙ্গে করে নিয়ে আসবি।শনিবারে দিয়ে দেব।

...ঠিক আছে আনব।আলপনা বলতো,তারপর কি হলো?

...তারপর,অনেক অনুরুধ হলো কিন্তু তোমার কমলদা সাধারন হারমোনিয়াম,তবলা ও জুরি বাজনায় গান গাইতে নারাজ।পরে কি ভেবে তোমার কমলদা হারমোনিয়াম ধরলেন।

...তারপর মিতুর কমলদা কি গান গাইলেন!

...সবার অনুরুধে তোমার কমলদা মুজিব পরদেশির একটি সেরা গান গাইলেন।অবশ্য বেচারা আধুনিক,নজরুলগীতি,ও রবীন্দ্রসংগীত গাইতে চেয়েছিলেন।

...ও তাই,তা কি গান গেয়েছিলেন,গানের কলিটি কি?

...গানের কলিটি হলো,"চাতুরী করিয়া মোরে বাঁধিয়া পিরিতের ডোরে,সাদা দিলে কাদা লাগাই গেলে-রে বন্ধুয়া।

আলপনার কথা শুনতে শুনতে তিন বান্ধবী হেসে কুটিকুটি।তবে আলপনা বললো,"এমন গানের গলা,সে আগে কখনও শুনেনি।কেবল সে-ই নয় উপস্থিত সবাই তার মধুর কন্ঠস্বর শুনে অবাক হয়েছিল।"এভাবে তিন বান্ধবী মিলে মিতুর টিউটর কমলদাকে নিয়ে স্কুলে আসতে-যেতে গল্পে মেতে ওঠে।

পর্বঃ৪৮

প্রথম প্রথম মিতু পড়া বুঝতে তার কমলদার সাথে কেবল প্রয়োজনীয় কথা বলতো।কিন্তু আজকাল মিতুর কথার পরিধি অনেকটা বেড়ে গেছে।

কমলও ভাবছে,মিতু মনে মনে কি ভাবতে শুরু করেছে।মিতু কি ভাবছে, কারনে অকারনে তার কমলদা তার দিকে একটু বেশী বেশী চেয়ে থাকে কেন?তাহলে কি কমলের চেয়ে থাকা,হেসে কথা বলা,সবই কি মিতুর নিকট অস্বাভাবিক লাগছে।কমল ভাবছে,সে তো উদভ্রান্ত;তার পক্ষে পল্লবীকে চাওয়া,পল্লবীর প্রতি প্রেম-উদভ্রান্ত প্রেম কিন্তু সে তো উন্মাদ নয়।তাকে কেন মিতু অস্বাভাবিক ভাববে?আসলে মিতুর চেহারার অবয়বে যে কমলের প্রিয়া পল্লবীর ছবি ভেসে ওঠে,তা কমল ছাড়া অন্য কেহ জানে না।কমল মাঝেমধ্যে চোখ ফিরিয়ে নিলেও তা যেন মিতুর চোখকে ফাঁকি দিতে পারছে না।মিতু কমলকে দাদা ডাকলেও আসলে সে তো তার উস্তাদ।আর ধর্মের দিক দিয়েও ভিন্ন।যদিও পল্লবীর চেহারার সংঙ্গে,গায়ের বর্ণ আর ধর্মের বর্ন তো এক কথা নয়।

ইতিমধ্যে মিতুর ১ম সাময়িক পরীক্ষা শেষ হয়েছে।মিতুর রোল নম্বর ছিল ৩৮ নম্বর।১ম সাময়িক পরীক্ষার রেজাল্ট বের হয়েছে।মিতু তার ক্লাসের ১৯২ জন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ৩৮ নম্বর থেকে ৩য় স্থানে উন্নীত হয়েছে।মিতুর এ মেধাবিকাশে তার কমলদার সুনাম বেড়ে গেছে।এ ক'মাসে মিতু তার কমলদার সহায়তায় লেখাপড়ার অনেক উন্নতি করেছে।মিতু পড়ালেখার বিকাশে বাড়ির সকলেই আনন্দিত।কিন্তু সেদিন মিতুর মায়ের নিকট কমল জানতে পারে মিতুর জ্ঞানের তৃষ্ণা নাকি আরো বেড়ে গেছে।মিতু আরও ভাল রেজাল্ট করতে চায়।সামনের বার্ষিক পরীক্ষায় সে ১ম স্থানে উর্ত্তীন হওয়ার কথা ভাবছে।মিতুর মা একদিন কমলকে ডেকে বলল,"মাষ্টার বেটা, তুমি মিতুকে প্রতিদিন বিকালে ঘন্টা-দেড়েক পড়াও কিন্তু এতে মিতুর লেখাপড়ার অনেক উন্নতি হয়েছে।কিন্তু মিতু ও আমরা সকলে তোমাকে অনুরোধ করছি,তুমি রাতের বেলায় মিতুকে আরও ঘন্টা-দেড় সময় দিলে আমরা খুবই খুশী হতাম"।সেদিন কমল তার দাদামনির সামনেই মিতুর মায়ের প্রশ্নের উওরে না'সূচক উত্তর দিয়েছিল।কমল তার ডিগ্রি ১ম বর্ষের পরীক্ষায় পড়ার ক্ষতির দিকটির কথা বলেছিল।কমলের দাদামনি অবশ্য এ ব্যাপারে কমলের ইচ্ছার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন।কমল অবশ্য বুঝতে পেরেছিল দিনের আলোতে মিতু ও রাতের আঁধারে মিতুর ভিন্নতা স্বাভাবিক।এ ভিন্নতা কমলের জীবনে নতুন আরেক পল্লবী জন্ম হোক,সে তা চায়নি।না কমলকে ডিগ্রি পাশ করে একটি চাকুরী খুঁজতে হবে।অসুস্থ বাবা-মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে কমলকে জীবনে প্রতিষ্টিত হতে হবে।ছোটবোনটিকে বিয়ে দিতে হবে।তার অনেক দায়িত্ব।কমলের জীবনে যাই থাকুক,প্রেম নেই।নারী প্রেমের অমৃত সুধা পান কমলের ছন্নছাড়া জীবনে নেই।কমলের উদভ্রান্ত প্রেমের জীবনানুভূতি সারাক্ষণ অশ্রুসজল।কমল তার কলেজের নাটকের অভিনয়ে বিয়োগাত্মক নাটকের চরিত্রে নায়কের ভূমিকায় যেমন নায়িকা তাকে ভুলে গিয়েছিল,তেমনি বাস্তব জীবনে তার প্রতিফলন ঘটবে।

কয়েক মাস পরে কমলের দাদামনি দীর্ঘ ৬৫ হাত পাকা বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করে।এ সময়টা বাড়ির পূর্ব পার্শ্বে টিনের ছালা ঘরে সাময়িক থাকার ঘর তৈরি করা হয়।অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি।এ সময়টা কমলের ডিগ্রি ফাইনাল পরীক্ষা। এ সময়টা কমলের পড়ালেখার ছাপ।তাই এবার দাদামনি থেকেই প্রস্তাব আসে,ঘর বাঁধার এ সময়টা কমল মিতুদের বাড়িতে রাতের পড়ালেখা ও ঘুমানোর ব্যবস্থা করা হবে।পরদিন সন্ধায় মিতুদের বাড়ি থেকে দাদামনি খবর পাঠিয়েছে।মিতুর মায়ের রোমে দাদামনি বসে আছেন।মিতুর মুখের হাসিটা অন্য যে কোন দিনের তুলনায় উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছে।সবাই যেন কোন সুখবর দিতে কমলকে ডেকেছে।মিতুর হাসিটায় পল্লবীর হাসিটাকে মনে করে দিচ্ছে।প্রথম যেদিন পল্লবী কমলকে মঙ্গলচন্ডী মন্দিরের পেছনের বেদীতে নিজেকে সারপ্রাইজ করেছিল ঠিক সেদিন পল্লবী যেমন হাসিটি দিয়েছিল।ঠিক হলো কমল প্রতিদিন তার দাদামনির বাড়িতে রাতের খাবার শেষ করে মিতুদের বাড়িতে পড়তে ও ঘুমাতে আসবে।মিতুর টেবিলে একই সংঙ্গে দু'জনই পড়বে।পরদিন দাদামনির ঘর ভাঙ্গা হয়েছে।ইতিপূর্বেই ইট,বালু,সিমেন্ট এসে গেছে।কমলের বই পত্রাদি মিতুদের কাজের লোক নিয়ে গেছে।কমলের ব্যাগ,কাপড়-ছোপড় দাদামনির নতুন ছালাঘরে রাখা হয়েছে।বাড়ির সবার মনে নতুন বাড়ির তৈরির আনন্দে অনেকটা মাতুয়ারা।দাদামনিদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্যে একটি আলাদা ঘর তৈরি করা হয়েছে।ভাঙ্গা বাড়ির নতুন চিত্র দেখতে অন্য রকম লাগছে।কমল আজ কলেজ থেকে ফিরে গোয়ালা বাজারের প্রাইভেট শেষ করে।দুপুরের খাবার শেষ করে লাক ফার্ণিচার দোকানে গিয়ে দেখে,দোকান বন্ধ।সুষমা লন্ডির চক্রবর্তী দাদা জানিয়েছেন,আজ দাদামনির বাড়ি পুরাতন ঘর ভাঙ্গা হচ্ছে তাই আজ দোকান,কারখানা সবই বন্ধ।ঘর ভাঙ্গা হচ্ছে কমল জানতো কিন্তু দাদামনি যে আজ দোকানেই আসবে না,তা সে জানতো না।অগত্যা কমল একটা রিস্কা খুঁজছে। লজিং বাড়ি চলে আসতে হাজী নসিবউল্লাহ মার্কেটের সামনে।হঠাৎ চোখে পড়ে মিতুর বড় ভাই সুরুজ ভাইকে।তারপর দু'জনে একই রিস্কায় বাড়ি ফিরছে।সুরুজ ভাই তাদের বাড়ির সামনে রিস্কা থেকে নামার সময় কমলকে এক ধরনের জোর করে তাদের বাড়ি নিয়ে যায়।কমল বিকেলের এ সময়টা প্রায়ই দাদামনির বাড়ি দক্ষিন সংলগ্ন রাধামাধব মন্দিরে কাটায়।তাই সে চলে যেতে চেয়েছিল।কমল সুরুজ ভাইয়ের রোমে গিয়ে দেখে মিতু কমলের বই সাজাচ্ছে।বিছানা পরিপাটি করছে।আজ থেকে এ রোমেই কমল থাকবে,পড়বে ও একই টেবিলে মিতুও পড়বে।কমল তার পড়ালেখার পাশাপাশি মিতুকেও পড়ালেখায় সহযোগীতা করবে।

কমলের প্রবাস পাতার আজ এক বছর পূর্ন হলো।কমলের প্রবাস পাতায় দাদামনির সহযোগীতায় কলেজে ভর্তি থেকে শুরু করে,বই কেনা,প্রাইভেট পড়িয়ে রোজগার সবই দাদামনির চেষ্টায় সম্ভব হয়েছে।আগামী বছর সিলেট এম,সি,কলেজ কেন্দ্রে কমলকে ডিগ্রি পরীক্ষা দিতে হবে।কমল প্রথম তাজপুর ডিগ্রি কলেজ থেকে ১৯৯১-৯২ইং শিক্ষাবর্ষে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রি পরীক্ষার রেজিষ্টেশন করেছিল।পরে সিদ্বান্ত হলো ১৯৯৩ এ চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় নয় তাকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রথমবার ডিগ্রি পরীক্ষার আসনে বসতে হবে।সেজন্যে কমল পরীক্ষায় সফল হবার জন্যে প্রাণান্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মানুষের জীবনে প্রতিষ্টাতা লাভের জন্য প্রেরণার দরকার হয়।বন্ধুত্বের প্রয়োজন হয়।একমাত্র ভাইবন্ধু সাধন মাঝেমধ্যে দু'একটি পত্রের মাধ্যমে খোঁজ-খবর নিয়েছে।সাধন বলেছে,সে যথারীতি পল্লবীকে কমলের ঠিকানা দিয়েছে,কিন্তু আজ এক বছর পূর্ন হলো অথচ পল্লবী একটিও পত্র দিল না।কমলের আজও মনে পড়ে,সেই মাসির বাড়ির জানালার কার্নিশ,দেবদারু গাছটির ডালে,টিউবওয়ের পাশে মঙ্গলচন্ডী মন্দিরের বেদীর পেছনটায় পল্লবী পত্র রাখার এক-একটা স্থান।শুক্রবারের চিঠিটা পাওয়া যেত মঙ্গলচন্ডী মন্দিরের পেছনের মেহেদি দেয়ালের বেদীমুল এর উপরের বেড়ার টাঙ্গানু মনসাপূজার পুরাতন নৌকার চৌরঙ্গীতে।সাধনের চিঠিতে কমল আজ জানতে পারে পল্লবী বর্তমান অবস্থা।পল্লবী মাঘান উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এস,এস,সি পাশ করার পর ময়মনসিংহ মোমেনুনেছা মহিলা কলেজ থেকে এইচ,এস,সি পড়ছে।অলকা সিনেমা হলের পেছনে তার মামার বাসা থেকে তার কলেজের পড়ালেখা চলছে।গত গ্রীস্মের ছুটিতে বাড়িতে এলে তার শরীরে ভীষন অসুখ দেখা দেয়।তার সমস্ত শরীর নাকি ফুলে গিয়েছিল।মুখ এমনভাবে ফুলে গিয়েছিল যে,পল্লবীর চোখ জোড়া দিয়ে কোন রকম দেখতে পেত।তখন ময়মনসিংহ মেডিকেলের নিউরো মেডিসিনের ডাক্তার সৌমিত্র সরকার তার অধিক দুঃচিন্তাকে দায়ী করেছিলেন।সাধনের চিঠিতে পল্লবীর অসুস্থতার খবর জেনে কমল খুবই মর্মাহত হয়েছে।হয়তো কমল ও তার ভালবাসা নিয়ে চিন্তা করতো পল্লবী!যার জন্যে এত বড় অসুখ বাঁধিয়েছে।কয়েকদিন কমলের কোন কিছুতেই ভাল লাগেনি।একা থাকলেই কমলের মনটা আরো ভেঙ্গে পড়ে।তাহলে কি তার তিলতিল করে গড়া প্রেম,ভালবাসা কি হারিয়ে যাবে চিরতরে!

পর্বঃ৪৯

রাত নয়টা বাজছে।কমল রাতের খাবার শেষ করে মিতুদের বাড়িতে পড়বে ও পড়া শেষ করে ঘুমাবে বলে রওয়ানা দেয়।রাতের খাবার খাওয়ার সময় কমলের দাদামনি নগেন্দ্র দাদা কমলকে অনেক কথা বলেছেন।কথাগুলি মূল বিষয় একটাই,মিতুদের বাড়িতে কিভাবে থাকতে হবে,কমলের পক্ষে মিতুদের বাড়িতে কেমন ভাবে থাকলে দাদামনির মান-সম্মান ক্ষুন্ন হবে না ইত্যাদি নানা প্রয়োজনীয় উপদেশ।

ওদের বাড়িটি যে একটা পেঁড়ো বাড়ি।মিতু ও মিতুর মা ও মিতুর বড়ভাই সুরুজ ভাই।এই তিনজন প্রাণীর বাস।আর কাজের মেয়ে নাজু এ গ্রামেই তার বাড়ি।তার সারাদিনের কাজ শেষ হলে,সন্ধ্যার পূর্বেই সে তার নিজ বাড়িতে চলে যায়।মিতুর এক চাচা মাঝেমধ্যে তার মায়ের সাথে গল্প-গুজব করে।তার চাচাও সন্ধ্যারাতেই তার বাড়ি চলে যান।আবার সুরুজ ভাই প্রায়ই কাজ-কর্ম করতে বুরুঙ্গা,শেরপুর,সাদিপুর ইত্যাদি অঞ্চলের তার ঘনিষ্ট আত্মীয়-স্বজনদের কাছে ফার্নিচার কাঠের ডিজাইনের কাজ শিখতে চলে যান।সুরুজ ভাইয়ের কাজ শেখা শেষ হলে তিনিও নাকি আগামী বছরে তার বড়ভাই ও তার আব্বার কাছে সৌদিআরব চলে যাবেন প্রবাস জীবনে।

আজ মিতুদের বাড়িতে কমলের রাত যাপনের প্রথম রাত।কমল মিতুদের দরজায় কড়া নাড়ছে।মিতু দরজা খুলল।রোমে প্রবেশ করে কমল অবাক।মিতু এ রোমে একা।মিতুর মা ঘুমিয়ে পড়েছে।মিতু দরজা বন্ধ করে পড়তে বসেছে।একই টেবিলে দু'জনই পড়ছে।ঘন্টা খানিক পরে মিতু ফ্লাক্স থেকে চা ঢালছে।মিতুদের পাকা ঢালাই ঘরে এখনও শীতের প্রভাব পড়েনি।মিতুর গায়ে হালকা সেমিজ।গায়ে ওড়না নেই।একটা সুগন্ধি পারফিউম এর গন্ধে চারপাশ ভরে গেছে।কমলের এই মুহুর্তে পল্লবীকে মনে পড়ছে।পল্লবীর যমজ বোনের মত মিতু।সত্যি দিনের মিতু থেকে রাতের মিতুর অনেক তফাৎ।মিতুর গভীর আয়ত ডাগর দু'টি চোখের চাহনি দেখে কমল অগ্রহায়ণের শীতের রাতেও যেন কমল ঘেমে যাচ্ছে।তার বুকে একটা চিনচিন ব্যাথা অনুভূত হচ্ছে।কমলের চোখের নজর পড়ছে ক্রমশ মিতুর বুকের উপর ঝুকে পড়েছে।অনেক দিন আগে ফেলে আসা পল্লবী ও কমলের ভালবাসার ক্রৌঞ্চমিথুন দ্বীপে পাকা দু'টি ডালিম ফলের উপর।কমলের মনে পড়ছে প্রথম যেদিন পল্লবীর যুগলতারায় তার হাত পড়েছিল।সে রাতে পল্লবীর যেমন পা দু'টি টলছিল তেমনি আজকেও মিতুর পা দু'টি টলছে।কিন্তু এ ভাবনাতো এক ধরনের অন্যায়,পাপ।কারন মিতু যে তার ছাত্রী।সে যে তার শিক্ষক এবং ছোট বোনের মত।মিতু যে তাকে দাদা বলে সম্বোধন করে।তবুও কমলের আজ নিজেকে শক্ত হওয়ার প্রয়োজন।তবে সে যে কেবলি ভাবছে,কেন যে বিধাতা পল্লবীর চেহারার আদলে মিতুর চেহারার মিল দিলেন?এ কঠিন পরীক্ষা থেকে কিভাবে যে নিজেকে সংযত রাখতে পারবে,সে চিন্তাটা কমলকে দিন-রাত আরো উদভ্রান্ত করে তুলেছে।দিনের আলোতে মিতুকে পল্লবীর চেহারার অবয়বে কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও রাতের সিগ্ধতায় তা আরো অভিন্ন রুপ লাভ করেছে।কমলের মনে হলো,বিধাতা কমলকে এ কঠিন পরীক্ষায় ফেলে অন্তরীক্ষ থেকে হাসছেন।হ্যাঁ,কমলকে এ পরীক্ষায় জয়ী হতেই হবে।

...দাদা,চা পান করেন।

...এত রাতে চা কোথায় পেলে?

...দাদা,তুমিই নাকি একদিন আম্মাকে বলেছিলে,"গভীর রাতে পড়তে হলে চা পান করলে নাকি ঘুম আসে না,তাই আমার আম্মা তোমার জন্যে ফ্লাক্সে চা তৈরি করে রেখেছেন।এই প্লেটে বিস্কুট আছে খেয়ে নিন"।

...একটু আগেই তো ভাত খেয়ে আসলাম।বিস্কুট খাব না।

...অন্ততপক্ষে দু'টি বিস্কুট নিন দাদা!

...আচ্ছা মিতু তোমার সংঙ্গে পড়ে তোমার দুই ঘনিষ্ট বান্ধবী কে কে?

...কেউ কিছু বলেছে না কি?

...হ্যাঁ,বলেছে।অনুমান করে বলতো কে বলতে পারে?

...দুই বান্ধবীর মাঝে কেউ বলেছে নাকি অন্য কেউ?

...দুই বান্ধবীর মাঝে কে বলতে পারে,অনুমান করে বলতো?

...আমার মনে হয়,আলপনা।

...ঠিক আছে।আলপনা বলেছে।

...কি বলেছে?কখন বলেছে?

...এই তো সপ্তাহ খানেক পূর্বে আলপনাদের বাড়িতে এক সংগীত সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়।আসলে আমি জানতাম না।মেজদা নিখিলদা আমাকে বেড়ানুর কথা বলেই তোমার বান্ধবীর বাড়িতে নিয়ে যায়।

...তারপর কি হলো দাদা?

...তারপর চা খতে গিয়ে,আলপনা তোমার সম্পর্কে বলছে,মিরা সম্পর্কে বলেছে।

...তারপর সংগীত সন্ধ্যাটি কেমন হয়েছিল?

...এ সংগীত সন্ধ্যা সম্পর্কে তোমাদের তিনজনের মধ্যে অনেক আলাপ হয়েছে,তাই না?

...জ্বী,ঠিক বলেছেন দাদা।

...এখন আর কথা নয়।তোমার ঘুম এলে রোমে গিয়ে ঘুমিয়ে পর।আমার আগামীকাল একটা টিউটিরিয়েল পরীক্ষা আছে।কোন টেনশন নিও না।রাত ১১টা বাজছে।আগামীকাল তোমার সাথে কথা হবে।

মিতু কথা না বাড়িয়ে নিজের বেড রোমে চলে গেল।মিতুর মুখটি গম্ভীর।তবে যাবার সময় সে আবার তার কমলদার বিছানাটি পরিপাটি করেছে।যেমন আপন আত্মীয় পরিজন বাড়িতে এলে তার প্রতি যেমন দায়িত্ববোধ থাকে তেমনি মিতু তার কমলদার টেবিল,বিছানা পত্র সবকিছুই নিজ হাতে সাজিয়েছে।সবশেষে একটি মেরিল পেট্রলিয়ামের ছোট কৌটা,একটা চার্জ লাইট,এক জগ খাবার পানি,একটি কাঁচের গ্লাস টেবিলে রেখে গেলো।মিতুর রোম থেকে তার পড়ার রোমের মাঝখানে একটা খোলা পথ।পথটিতে কোন দরজা নেই।কেবল একটা কাপড়ের পর্দা দেয়া।ঘরের এ দৃশ্যটি কমল ইতিপূর্বে কখনও দেখেনি।মিতুর মা এখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।তার নাকের আওয়াজ শুনা যাচ্ছে।মিতু তার কমলদাকে বাথরুমের রাস্তা চিনিয়ে দিল।মিতুর বেড রোমের পাশেই বাথরুম।মিতুর বর্তমান মুখের অবয়বে পল্লবীর অভিমানী চোখের রেখা ফুটে উঠেছে।কমলের মাঝেমধ্যে ইচ্ছে হয় তার দাদামনিকে বলে মিতুকে পড়ানুর দায়িত্বটা ছেড়ে দেবে।মিতুর চেহারাটা দেখলেই কমল আজকাল রীতিমত আঁতকে উঠে।এই বুঝি তার প্রিয়তমা পল্লবীর সংঙ্গে দেখা হলো।এটা কেমন যন্ত্রনা,কেমন অসহ্য ব্যাথা তা কেবল কমলেই জানে।আর এখন গভীর রাতেও মিতুর সংঙ্গে দেখা হয়,কথা হয়।আবার কমল ভাবে পল্লবী চেহারার সাথে মিতুর চেহারার মিল,একি তার জন্যে অভিশাপ!নাকি হারিয়ে যাওয়া একটা যন্ত্রনার কাতর ব্যাথা।মাঝেমাঝে কমলের ইচ্ছা জাগে এ যন্ত্রনা থেকে পরিত্রাণের পথ খোঁজে।সে এ থেকে রেহাই পেতে চায়।মুক্তি পেতে চায়।এ বিষয়টি মিতুর কাছেও শেয়ার করা যায় না।তাহলে কি করবে কমল।এ ভাবনাটা এ ক'দিন ধরে কমলকে খুবই ভাবিয়ে তুলেছে।যদি বন্ধু ভেবে মিতুকে সব কিছুকে শেয়ার করতে গিয়ে হিতে বিপরীত হয়।তবে এর কেসারত দিতে গিয়ে যদি আবার নতুন করে কমলকে আবার মিতুর নারীত্বের মায়া-মমতায় পড়ে কামিনী কাঞ্চনের পড়ে।না কমলকে শক্ত হতে হবে।আরো শক্ত হতে হবে।মিতুকে বুঝতে দেয়া যাবে না কমলের প্রিয়া পল্লবীর সংঙ্গে মিতুর চেহারার মিল আছে।তাই কমল ভাবছে তার প্রবাস জীবনে মিতু ও তার প্রিয়ার অভিন্ন চেহারার রহস্য যেন রহস্যই থেকে যায়।কোনভাবেই এর বহির্প্রকাশ সম্ভব নয়।তাহলে তার ডিগ্রি পড়ার স্বপ্ন চিরতরে যে ধবংস হয়ে যেতে পারে।আজ তাই মিতু ও কমলের মধ্যে কথা জমে ওঠার পূর্বেই কমল মিতুকে ঘুমাতে যাবার নির্দেশ দিয়েছে।কমল আরো ঘন্টা খানেক পড়ালেখা করে ঘুমাতে বিছানায় গা এলিয়ে দেয়।না কিছুতেই কমলের ঘুম আসছে না।কমলের মনের ভাবনাগুলি আজ আবার নতুন করে ঘুরপাক খাচ্ছে।তার দাদামনির বাড়ি তৈরি হতে আরো তিনমাস প্রয়োজন। আর এ দীর্ঘ সময় মিতুদের বাড়িতে পড়ালেখা করা কেমন যেন কমলের অস্বস্তিকর লাগছে।

পর্বঃ৫০

মিতুদের বাড়িতে রাতের পড়া শেষে ঘুমাতে গিয়ে হঠাৎ মাঝরাতে কমলের ঘুম ভাঙ্গে।অগ্রহায়ণ মাসের শেষ সপ্তাহ।কমলের বেশ শীত লাগছে।বিছানায় একটি নকশী কাঁথা গায়ে দিতে গিয়ে মিতুর মিনি বিড়ালটি লাফিয়ে ওঠে।মনে হয় মিতুর মিনি বিড়ালটি বিছানায় নকশী কাঁথাটির আশপাশে ঘুমিয়ে ছিল।বিছানার চাদরে,নকশী কাঁথায়,বালিশের কভারে সর্বত্রই পারফিউম এর গন্ধ।মিতু এমন ভাবে বিছানাটি সাজিয়েছে যেন,বাসর রাতের মতো সাজানু-ঘুচানো,পারফিউম এর সুগন্ধিতে মধুময়।কিন্তু কেন?এতটা সাজানু-গোছানুর কোন প্রয়োজন তো কমল মনে করছে না।অথচ তার লজিং বাড়ির চাঁদরটা তো দু'তিন সপ্তাহ পর ধৌত করা হয়।

বাথরুমে যাবার জন্যে কমল চার্জ লাইট জ্বালায়।বাথরুম সেরে আসার পথে তার চোখে পরে মিতু ঘুমাচ্ছে।মিতু বাম হাতটিতে একটা নিত্য দিনের লেখার ডায়েরির পাতা।মিতুকে কমল প্রতিদিনের ডায়েরি লেখার কথা বলেছিল।তাহলে কমলের কথায় মিতু কি সত্যিই সাহিত্য চর্চা করে?এটি তো নিঃসন্দেহে একটি ভাল অভ্যাস।এতে তার সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ হবে।কমলের জানতে ইচ্ছে করছে মিতু সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে বর্তমানে কোন বিষয়টি বেছে নিয়েছে।সে কি তার লন্ডনের প্রিয়তম খালাতো ভাইকে নিয়ে লিখছে,নাকি বর্তমানের জীবনের অন্য কোন বিষয়কে নিয়ে লিখছে।কারন মিতুর তো পরবর্তী জীবনের সবকিছুই ঠিক হয়ে আছে।পারিবারিক ভাবেই তার সংঙ্গে তার খালাতো ভাইয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে আছে।কমল প্রথমদিন এসে দাদামনির গোয়ালাবাজার "লাক ফার্ণিচার"দোকানে বসেই তার দাদামনির কাছে মিতুর পরবর্তী জীবনের গল্প সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছিল।মাঝেমধ্যে মিতুর মা কমলকে তার লন্ডনের বোনের ছেলের গল্প করেছে।তার মেয়েটি যদি এস,এস,সি পাশ করে তবে বিয়ের আংটি পরানুর কাজটা সেরে ফেলতে চায় তারা।আবার মিতুর মা মাঝেমধ্যে তার একমাত্র মেয়েকে সুদূর লন্ডনে বিয়ে দিতে হবে,এ জন্যে মিতুর মা কান্নাকাটিও করতো।তারপর লন্ডন গিয়ে যদি তার স্বামী পড়ালেখা করায়,তবে হয়তো মিতুর পড়ালেখা চলবে।না হয় বাংলাদেশের পড়ালেখাই তার জীবনের শেষ পড়ালেখা।

কমল রোমে এসে মোটেই স্বস্তি পাচ্ছে না।বিছানায় গা এলিয়ে দিলেও মোটেই তার ঘুম আসছে না।আবার কমল চার্জ লাইট জ্বালিয়ে বাথরুমে যাবার ছল ধরে মিতুর বিছানার পাশে দাঁড়ায়।তার মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন জাগে কি যেন লেখা রয়েছে ডায়েরির পাতায়।কমলের ইচ্ছে হচ্ছে ডায়েরির পাতার টুকরাটি আলতুভাবে নিজ হাতে নিয়ে আসবে।কিন্তু মিতুর মিনি বিড়ালটি কমলের বিছানা থেকে মিতুর বিছানায় মুক্তিযোদ্ধার মতো হামাগুড়ি দিয়ে সন্তর্পণে মিতুর কাঁথার ভেতরে আশ্রয় নিয়েছে।মিনি বিড়ালটির সামান্য নড়াচড়াতেই মিতু তার হাতের ডায়েরির পাতাটি ছেড়ে দিয়ে,পাশ ফিরে ঘুমাচ্ছে।কমল ডায়েরির পাতাটি হাতে নিয়ে আবার তার রোমে চলে আসে।

এক অজানা সন্দেহে কমলের মনটা ভারী হয়ে ওঠে।কমল এবার চার্জ লাইটা নিয়ে বিছানার মশারির ভেতরে প্রবেশ করে।ডায়েরির পাতাটি দেখে মনে হচ্ছে,আজকের রাতে ঘুমানোর পূর্বেই লেখা হয়েছে।এইতো আজকের তারিখ লেখা রয়েছে।কমল তার কৌতূহল মেটাতে এবার ডায়েরির পাতার লেখা শুরু করে অনেকটা অবাক হয়ে যায়।কারন লেখাটি যে কমলকে নিয়েই লেখা।

ডায়েরির পাতাটিতে লেখা,শিরোনাম"প্রথম রাতের কমলদা,"২২শে অগ্রহায়ণ ১৪০০ সালঃআমার কমলদা,একজন কন্ঠশিল্পী,লেখক,কবি ও আদর্শ শিক্ষক।তিনি আমায় খুবই স্নেহ করেন,আদর করেন এবং মাঝেমাঝে শাসনও করেন।কিন্তু আমার মনে একটা প্রশ্ন বার বার জাগে তার মনে কি কেউ ব্যাথা দিয়েছে?যার জন্যে কমলদা নিজের বাড়ি ছেড়ে দুর প্রবাসে পড়তে এসেছেন।নাকি কেবল দারিদ্র্যের কারনেই কমলদাকে সব সময় আনমনা মনে হয়।কমলদার মনমরা অবস্তার পেছনে কি কারন থাকতে পারে,আমার জানতে ইচ্ছে করে।আমার আজ মনে পড়ছে যেদিন দাদামনির লাক ফার্ণিচার দোকানে কমলদাকে দেখেছিলাম।সেদিন আমার কেন জানি মনে হয়েছিল কমলদা আমাকে দেখে অবাক চাহনিতে চেয়েছিল। আমার দিকে কমলদা এখনও মাঝেমধ্যে অবাক দৃষ্টিতে তাকান কেন?এমনভাবে তাকান যেন মনে হয় তিনি বুঝি আমাকে অনেক আগে থেকেই চিনতেন।নাকি আমি কমলদার কোন আপন জনের প্রতিচ্ছবি?নাকি সবই আমার মনের ভুল।আমি কবি নই,তবু কমলদার মনের গহীন নদীর পানিতে অন্য কারও আবগাহন দেখতে পাই,আমার মনে হচ্ছে,তার মনের ঘরে কার ও নিত্য বসবাস।তাই আমি ভাবছি,কে সেই মায়াবিনী?সে কি আমার কমলদাকে ভুলে গেছে,তা আমাকে জানতেই হবে।আজ কমলদা আমাকে মাত্র রাত ১১টায় ঘুমাতে পাঠিয়ে দিলেন।কিন্তু কেন?অথচ দাদা তো আমাকে প্রতিদিনই রাত ১২টা পর্যন্ত পড়তে বলেন,তাহলে আজ কেন তিনি আমাকে ১১টায় ঘুমাতে পাঠালেন।নাকি গভীর রাতে আমার সাহচর্যে কমলদার কোন অতিথের স্মৃতির ব্যাঘাত ঘটেছে?কমলদা একদিন আমাকে ডায়েরী লেখার অভ্যাস গড়ে তুলতে বলেছিলেন।এজন্যে আমি প্রতিরাতে ঘুমাবার দিনের শেষের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর ডায়েরি লিখি।তাই আজ থেকে দাদাকে নিয়ে ডায়েরির পাতায় লেখা শুরু করলাম।"মিতু"

কমল মিতুর লেখা ডায়েরির পাতাটি পড়া শেষ করে আবার পাতাটি মিতুর বিছানায় রেখে নিজ বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ে।

কমল পরদিন সকাল ৬টায় ঘুম উঠে।

মিতুর মা ইতিপূর্বে ঘুম থেকে উঠে ঘরের দরজা জানালা খোলে দিয়েছে।কমল মিতুর মাকে বলে তার লজিং বাড়ির উদ্দ্যেশে রওয়ানা দিতে চাচ্ছে।মিতুর মা কমলকে চা তৈরি হয়েছে বলে যেতে বারন করলেন।মিতু ঘুম থেকে উঠে একটা নতুন টুথব্রাশ ও ফেষ্ট নিয়ে আসে।অগত্যা কমল মুখ ধৌত করে চা-নাস্তা খেয়ে তার দাদামনির বাড়ি পৌঁছায়।কমলের লজিং বাড়ির ছাত্র-ছাত্রীরা পড়তে বসেছে।আজকে কমলের "দর্শনের সমস্যাবলী"বিষয়ের টিউটিরিয়েল পরীক্ষা।তাই মিতুদের বাড়ি থেকে আসার সময় কমল তার একটি বই সংঙ্গে করে নিয়ে এসেছে।তার ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখার পাশাপাশি তার পড়ালেখার কাজও চলছে।এভাবে জীবনযুদ্ধে সফলতা লাভের জন্যে কমল চেষ্টা করে যাচ্ছে।প্রবাস জীবনের প্রত্যাহিক জীবন সংগ্রামে কমল কি সফল হতে পারবে?তার ভাইবন্ধু সাধনের পত্রে সে জানতে পারে,কমলের প্রানের প্রিয়তমা পল্লবীর মা প্রতিভা দেবী নাকি সাধনকে জানিয়েছেন,অন্তত

পক্ষে কলেজের প্রভাষক ছাড়া সে তার মেয়ে পল্লবীকে বিয়ে দিবে না।এ প্রশ্নের সমাধান সে খুঁজে পায় না।সাধনের পত্রের লেখা পড়ে আজ বুঝতে পেরেছে,পল্লবীর যোগ্য হতে পারবে না।সে যে ডিগ্রি পাস এর ছাত্র।অনার্স ছাড়া তো প্রভাষক হওয়া যাবে না।সাধনের পত্রের সত্যতা যাচাই করা তো কঠিন ব্যাপার!তবুও কমলকে থেমে গেলে চলবে না।তাকে এগিয়ে যেতে হবে।সকল দ্বিধা-দ্বন্দের অবসান ঘটাতে কমল তার প্রিয়তমা পল্লবীর ও তার মায়ের মুখোমুখি হতে হতে হবে।কমল কোন পাতা কুড়ানিদের ঝরা পাতা নয়।পাতা কুড়ানির দলেরা তাকে কুড়িয়ে নিয়ে কোন আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেবে বা আগুন জ্বলতে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করবে।

আর মিতুর মনের সন্দেহগুলির স্থায়ী সমাধানে কমল তার জীবনের পাওয়া না পাওয়ার বেদনাগুলি মিতুকে শেয়ার করতে হবে।যাতে কমলের জীবনে নতুন কোন ঝড় এসে কমলের জীবনকে দ্বিতীয়বার তছনছ না করতে পারে।সেজন্য কমলকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।তার অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে কেউ যেন কমলের ক্ষতি করতে না পারে।কখনও কখনও কমল নিজেকে বড়ই অসহায় মনে করে।যখন তার শরীরে সামান্য অসুখ বা জ্বর হয়,তখন সে একটুকু স্নেহের জন্যে কাতর হয়ে পড়ে।

পর্বঃ৫১

কমল কলেজ থেকে ফিরে এসে হাজী নসিবউল্লাহ মার্কেটের ৯ম শ্রেণীর ছাত্রী পল্লবীকে পড়াতে যায়।ঘন্টা-খানেক পড়া শেষেও চা এল না,কমল লক্ষ্য করছে,বাসায় তার ছাত্রীটির মায়ের দেখা পাচ্ছে না।কমল মনে মনে ভাবছে,তাহলে কি পল্লবীর মা আজ বাসায় নেই,নাকি ঘুমাচ্ছেন।কমল তার এই পল্লবী ছাত্রীটিকে পড়া বুঝানুর জন্যে প্রয়োজনীয় কথা বলা ছাড়া তেমন কথা বলেনি।এর আর একটা কারনও আছে।সে কারনটি হলো,ছাত্রীটি বেশ মোটা হলেও কন্ঠস্বর একদম চিকন।এত আস্তে কথা বলে যে,মনে হয় গায়ের জোর নেই।

...কি ব্যাপার পল্লবী,কাকীমা,পল্টু কাউকে যে দেখতে পাচ্ছি না।

...আজ্ঞে স্যার।আজ এই মুহুর্তে আমার মা ও ছোট ভাই পল্টু কেউ বাসায় নেই।আপনি আমাদের বাসায় আসার ঘন্টাখানেক আগে আমার তাপস মামা তাদের নিয়ে গেছে।এতক্ষনে হয়তো তারা হবিগঞ্জে আমার মামার বাড়ি পৌঁছে গেছে।

...ঠিক আছে,তাহলে আমি আজ উঠছি।

...ডাইনিং রোমে চলুন স্যার।মা তো আপনার জন্যে খাবার তৈরি করে গেছেন।চলুন,ভাত খাবেন।মা আপনার জন্যে ফ্লাক্সে চা রেখেছেন,চা পান করবেন,তারপর যাবেন।

...ঠিক আছে চল।

আজকের খাবারের রান্নার স্বাদ বেশ উন্নতমানের।খাবার শেষে পায়েশটি বেশ অসাধারন।পল্লবীর মামা তাপস রায় হবিগঞ্জ কলেজের নামকরা একজন সাইকোলজির প্রভাষক।আজকের খাবারের স্বাদ-আস্বাদন করতে গিয়ে কমলের বার বার মনে হচ্ছে তার প্রিয়তমা পল্লবীর প্রভাবতী মায়ের হাতের রান্নার মতোই যেন মনে হচ্ছে।সত্যি আজকের চা-তে দুধের পরিমানও অন্যদিনের তুলনায় একটু বেশী।চায়ের সংঙ্গে বেশ কয়েক প্রকারের পিঠে।

পিঠে খেতে গিয়ে কমলের মনে হল পৌষ পার্বনের পিঠা-পায়েশের কথা।মোহনগঞ্জের ভারেরার তার মাসির দেবরের কণ্যা পল্লবীর কথা।

সেই পৌষ পার্বনের পূর্ব রাত।বিগত দু' বছরের পূর্বে দিনটির কথা আজকের পল্লব কি করে অতিথের কমল রায়কে ভুলতে পারবে?পল্লবীর ভালবাসার পরশ পাথরের ছুঁয়ায় কমল রায় পল্লব ছদ্মনাম ধারন করেছে।পল্লবীর মা অথ্যাৎ পল্লবের বড়কাকী মায়ের স্নেহের হাতের বানানু পিঠে,পায়েশ,মিষ্টান্ন খেতে পল্লবীর সংঙ্গে লুকোচুরি খেলা।পৌষ পার্বনের শেষ রাতে শীতের হিমেল ঠান্ডায় স্নান করা।আগুনে তা দিয়ে ধর্মীয় রীতি রক্ষা ও নিজেদের শীতের হাত থেকে রক্ষা করা।নতুন কাপড় পরে সকালে চিড়া-মুড়ি খেতে গিয়ে মুড়ি ছিটিয়ে শরীরের ভেতরের কাপড়ে খুঁজতে থাকা।কখনও নরম কখনও মচমচে স্বাদ।শ্রী পঞ্চমীতে স্বরসতী পূজায় রাত জাগা।পুজার দিন শাড়ী পরে পল্লবী সলাজ নয়নে মন্ডপে আসতো।পল্লবের সংঙ্গে পল্লবী যুগলে স্বরসতী মাকে অঞ্জলী দিত।নতুন কাপড় পড়ে সকলকে প্রনামের সংঙ্গে সংঙ্গে পল্লবী তার প্রিয়তম পল্লব দাদাকেও প্রনাম করতো।নিজের সর্বশ্রেষ্ট সম্পদ যৌবনের শ্রেষ্ট আহ্বানে একে-অপরকে সাড়া দিত।মন্দিরের পেছনের বেদীমুলে বসে পল্লবের উরুযুগল সন্ধিতে মাথা রেখে সারাটা রাত ভ্রমর-ভ্রমরীর মতো গুনগুন স্বরে গান গাওয়া কি করে ভুলবে পল্লব সে প্রেম অভিসারের দিনরাত।

কমলের আরো মনে পড়ে,একদিন কমল তার পড়ার ঘরের চাবির জোটায় একটি জ্বলন্ত সিগারেটের আদলে তৈরি স্টিক মোহনগঞ্জের লক্ষ্মীস্টোর থেকে কিনে এনেছিল।এটি হাতে দেখে সিগারেট ভেবে পল্লবী পল্লবের হাত থেকে তা কেড়ে নিতে চেয়েছিল।তখন পল্লবী পল্লবকে জড়িয়ে ধরেছিল।আর তখন পল্লবীর স্তন যুগলে বন্দী হয়ে দু'জনের শরীর শিউরে উঠেছিল।সেদিন থেকে সন্ধ্যায় পড়ার ছলে দু'জনের শরীরের ক্ষুধা প্রায়ই বেড়ে উঠতো বার বার।পল্লবের এ বেহায়াপনা আকর্ষনে পল্লবী বাঁধা দিত না।পড়ার টেবিলের নিচ দিয়ে আলতুভাবে শরীরের উঁচু ঢিবিতে চারা গজানু গাছের কুঁড়িতে হাতছানির ক্রিয়াদি মন্তনে নিঃশব্দে কেবল দু'জনের চোখে চোখে দেখা-দেখি,বলা-বলি।কখনও বা ভাঙ্গা ঘুমের ঘুরে সুখ তাঁরার আলো জানালায় উঁকি দিত চিরকুটের পাতায়।চিরকুটের লেখা ক্রমে লম্বা হলো।এল নৌকার ভাঁজে নীলখামে প্রেম-পত্র।জানালার কার্নিশে রাখা পত্র অন্ধকারে খুঁজে নিত দু'জনেই।

একদিন কথা বলার সুযোগ না হলে

মনের কথাগুলি লিখে একে-অপরকে জানাইতো।তখন পাড়ায় কারো ঘরে টিলিভিশনের বালাই ছিল না।মাঝে মাঝে কেউ সৌখিনের বশে পড়ে দু'একটা রেডিও ও টেপরেকর্ডার বাজাতো।তবে রাতের বেলায় আরব্য রজনীর গল্প,শুক-সারির গল্প শুনার প্রচলন তখনও ছিল।পল্লবী গানের মাষ্টার মধ্যনগরের সৌমিত্র সরকার সন্ধ্যা বেলায় গান শেখাত।আবার রাতের খাবারের পর বাড়ির সবাই সৌমিত্র সরকারের গল্প বা কেচ্চা শুনত।অন্ধকারে কেচ্চা শোনার জন্য পল্লব ও পল্লবী একসাথে বসতো।কেচ্চার কাহিনী শুনতে শুনতে দু'জন একে-অপরের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠতো।সৌমিত্র সরকার কাকুর এক-একটা উপন্যাসের কাহিনী শুনতে অন্ধকারে পল্লব-পল্লবীর হাতে হাত রাখতো।অন্ধকারে ছুঁয়া কখনও কখনও হৃদয়ের ভাঁজে ভাঁজে মিলে যেত।

কমল আজ ভাবছে,গোয়ালাবাজার এসে তার দাদামনি নগেন্দ্র দাদার

মাধ্যমে যে দু'টি প্রাইভেট ছাত্রী পেয়েছে,তাদের মধ্যে মিতু ও পল্লবী।মিতুর সাথে তার প্রিয়তমা পল্লবীর চেহারার মিল রয়েছে আর হাজী নসিবউল্লাহ মার্কেটের ৯ম শ্রেণীর সাথে পল্লবীর নামের মিল রয়েছে।হায়রে বিধাতা!কেন যে কমলের প্রবাস জীবনেও পল্লবীর কোন স্মৃতিই সে ভুলতে পারছে না।

আস্তে আস্তে পায়ে হেঁটে কমল গোয়ালাবাজারের হাজী নসিবউল্লাহ মার্কেট থেকে গ্রামতলা রোডে তার লজিং বাড়ির দাদামনির লাক ফার্ণিচার দোকানে এসে মমতা লন্ডির ঠাকুরদার নিকট জানতে পারে,আজকের ডাকে কমলের একটি চিঠি এসেছে।দাদামনি নাকি তখন দোকানে ছিলেন না।মেজদা নিখিলদার হাতেই নাকি পোষ্ট অফিসের পিয়ন একটি পত্র দিয়েছেন।এখন নিখিলদা দোকানে নেই।নিখিলদা নাকি স'মিলে কাঠ চিড়ানুর কাজে চলে গেছে।দাদামনি ও কমল টেবিলের ড্রয়ার,সুক্যাশের ড্রয়ার,ষ্টিলের আলমারী সহ বিভিন্ন ড্রয়ারে খুঁজেছে কিন্তু কোথাও খুঁজে পায়নি।অগত্যা দাদামনি কমলকে ঘন্টাখানেক দোকানে বসার কথা বললেন।ঘন্টা খানেক পড়ে নাকি নিখিলদা স'মিল থেকে ফিরবে।কিন্তু এদিকে মিতুকে বিকালে পড়ার সময় হয়ে এল।কমলকে যে এখনই বড় ইসবপুর ফিরতে হবে।না বেশী দেরী হয়নি।কিছুক্ষণ পরেই নিখিলদা দোকানে ফিরে এলেন।স'মিলে বিদ্যুতের লাইনে সমস্যার জন্যে কাজ বন্ধ হয়ে গেছে।কমল তার মেজদা নিখিলদাকে আজকের ডাকের পত্রের কথা বললে সে জানালো,সে নাকি স'মিলে যাওয়ার পথে মিতুর ভাই সুরুজের দেখা পায়।সুরুজ ভাই বাড়িতে যাচ্ছে।সুরুজ ভাই বিকেলে খেয়ে তার কাজের সাইড শেরপুরে চলে যাবে।তাই নিখিলদা সুরুজ ভাইকে পত্রটি বেলা ৩ টার দিকে দিয়েছে যেন সে পত্রটি বিকেলেই কমলের হাতে অথবা মিতুর হাতে পৌঁছে দেয়।আসলে কমলের নিখিলদা ভেবেছিল,প্রত্যেক বিকালে ও রাতে যেহেতু কমল মিতুদের বাড়িতেই থাকে,তাই পত্রটি দোকানে বা শার্টের পকেটে না রেখে মিতুর নিকট পৌঁছে দিলেই তা সবচেয়ে নিরাপদ হবে।অগত্যা কমল একটা রিস্কা নিয়ে মিতুদের উদ্দ্যেশে রওনা দেয়।কমল ভাবছে তাকে কে পত্রটি দিয়েছে।তার ভাই বন্ধু তো গত সপ্তাহেই পত্র দিয়েছে।তার উত্তরও সে দিয়ে দিয়েছে এবং সাধনের পত্রের ভেতরে পল্লবীকেও একটি পত্র দিয়েছিল।পল্লবীর পত্রে কমল তার এককপি ছবি দিয়েছিল এবং পল্লবীর এককপি ছবি পাঠানুর কথা লিখেছিল।সাধনের পত্রের উত্তরে কমল তার ছাত্রী মিতুর চেহারার সাথে পল্লবীর হুবুহু মিলের কথা লিখেছিল।সাধন যদি পল্লবীকে তার। পত্রটি দেখায় তখন তো হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী হবে।কমলের মন বলছে আজকের পত্রটি পল্লবীই লিখেছে।কমল আবার ভাবছে, যদি মিতু পত্রটি কৌতূহল বশত ছিঁড়ে পড়ে ফেলে!পল্লবী যদি তার এককপি ছবি পাঠায় এবং ছবিটি যদি মিতু দেখে ফেলে,তখন তো মিতু ও পল্লবীর কল্পনাতীত যমজ বোনের চেহারার মতো মিলের কথা মিতু জেনে যাবে।গোয়ালাবাজার উমরপুরের রাস্তার পাশেই মিতুদের বাড়ি।রিস্কায় মাত্র পনের মিনিটেই কমল বড়ইসবপুরে পৌঁছে যায়।কমল ঘরে প্রবেশ করতেই মিতু হাসতে হাসতে নতুন নীল খামের পত্রটি তার কমলদার হাতে তুলে দেয়।কমল নীল খামের পত্রটি দেখে বুঝতে পারে,এটি সত্যিই পল্লবীর চিঠি।

পর্বঃ৫২

মিতুকে বিকালের পড়ানু শেষ করে কমল তার লজিং বাড়ি যাচ্ছে।সন্ধ্যা প্রায় ঘনিয়ে আসছে।আজ বেশ কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশ।বেশ শীত পড়েছে।কমল ভুল করে তার জ্যাকেটটা মিতুদের বাড়ি রেখে এসেছে।রাতের খাবার খাওয়ার পর শীতটা আরো ছেপে ধরে।যাক ঘন্টা দু'এক পরে তো সে মিতুদের বাড়িতেই আসবে তখন জ্যাকেটটা গায়ে দিলেই হবে।ভাগ্যিস পল্লবীর চিঠিটা শার্টের প্যাকেটে আছে।কিন্তু দাদামনির বাড়িতে নতুন বিল্ডিং উঠছে,সব ঘরেই নিজেদের বাড়ির লোক ও ঘর তৈরির কাজের লোকে ভরপুর ও মালপত্রে টাসা।এখানে কোন ঘরে চিঠিটা খোলা যাবে না।গতকাল সকালে আনা দর্শনের সমস্যাবলী বইটা সেজদার বুক স্লেফটা রাখা ছিল,আজ রাতের খাবারের পর সেটা সংঙ্গে নিতে হবে।তাই চিঠিটা এখন এই বইটাতে রাখাই নিরাপদ।যাবার সময় বইটা নিয়ে যেতে হবে।আর কমল চিঠিটা এখন শার্টের প্যাকেটে রাখা নিরাপদ মনে করছে না।কারন যে কোন সময় নিখিলদা,স্বপন বা অন্য কারো হাত কমলের শার্টের প্যাকেটে চলে আসতে পারে।তাছাড়া আজকে দুপুরবেলা খাওয়া শেষ করে মিতুর বড় ভাই সুরুজ ভাই আবার বুরুঙ্গা চলে গেছে।তাই কমলকে আজকেও একাকীই থাকতে হবে।কমল তাই মনে মনে সিদ্বান্ত নিয়েছে রাতে মিতুদের বাড়িতেই চার্জ লাইটের আলোতে নীরবেই তার প্রিয়া পল্লবীর চিঠিটা পড়বে।রাতের খাবারের কোন এক ফাঁকে দর্শন বইটি উল্টাতেই চিঠির খামটি কমলের চোখে পড়ে।কমলের মনে কেমন যেন একটা সন্দেহ হচ্ছে।চিঠির খামের এক সাইডে চাকু দিয়ে কাটা মনে হচ্ছে।কৌশলে সাইডিতে ঘামের জোড়া দেয়া হয়েছে।ভালভাবে না দেখলে জোড়াটি ধরা সম্ভব হবে না।মনে হচ্ছে চিঠিটি ইতিমধ্যে কেউ খুলে পড়ে পরে ঘামের জোড়া দিয়ে রেখেছে।জোড়টি এখনও ভালভাবে শুকায় নি।নিখিলদা মিতুর ভাই সুরুজ ভাইকে পত্রটি যখন দিয়েছিল,তখন আনুমানিক বেলা দু'টা হবে।আজ বৃহস্পতিবার।তাই বেলা আড়াইটার দিকে মিতু স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে এসেছিল।সুরুজ ভাই হয়তো কমলের চিঠিটা বিকেল সাড়ে তিনটায় মিতুর হাতে দিয়ে থাকবে।কমল বিকাল সোয়া চারটাদিকে মিতুদের বাড়ি পৌঁছায়।সুরুজ ভাই বাড়ি থেকে যাওয়া ও কমলের বাজার থেকে আসার এ মধ্যবর্তী সময়টুকু মিতু চিঠি খোলা ও পড়ায় ব্যস্ত ছিল।কমল ভাবছে,যদি মিতু সত্যিই পত্রটি খোলে থাকে তবে আজকেও মিতু তার নিত্যদিনের লেখার ডায়েরিতে লিখবে।তাই কমল মনে মনে ফন্দি আঁটছে,আজকেও কমল মিতুর ডায়েরিটা যে কোন মূল্যে পড়বে।

কমল রাতের খাবার শেষ করে সাড়ে ন'টায় মিতুদের দরজায় কড়া নাড়ছে।কয়েক মিনিট পর মিতু দরজা খুলেছে।কমল হঠাৎ লক্ষ্য করে দেখে,মিতুর কপালে খয়েরী রং এর টিপ।খয়েরী রং এর একটা কার্ডিঘানের সাথে খয়েরী রং এর টিপ পড়ায় ও তার ঠোঁট দু'টিতে খয়েরী রং এর লিপিষ্টিক দেয়ায় মিতুকে সত্যি অসাধারন সুন্দরী লাগছে।কিন্ত কমলু ইতিপূর্বে কখনও তো মিতুকে টিপ পরতে দেখেনি।আজ হঠাৎ এ ছদ্দবেশ পরার কারন কি কমল তা অনুমান করতে পারছে না।নাকি মিতু যে পল্লবীর চেহারার হুবুহু আদলে গড়া তা সে জেনে গেছে।এ ছদ্দবেশের রহস্য কমলকে বের করতে হবে।আবার মিতুর এ ছদ্দবেশের সাজপোশাক দেখে বারবার কমলের মনে হচ্ছে তার প্রিয়তমার পল্লবীর কথা।দু'বছর পূর্বে ভারেরার ব্রজনাথ সিং কাকুর নেতৃত্বে মাঘী পূর্নিমার মেলায় পল্লবী হলুদ লাল পেড়ে শাড়ির সংঙ্গে খয়েরী রং এর টিপ ও লিপিষ্টিক পরেছিল।সেদিনটির কথা কমল কখনও ভুলতে পারবে না।

সেদিন সন্ধ্যা বেলা মানশ্রী পাল পাড়ার উওরে মাঘী পূর্নিমার মেলায় আয়োজক সিং বাড়ির ব্রজনাথ সিং ভারেরা,পালপাড়া,কায়স্থপাড়া,দাসপাড়া সহ সকল পাড়ায় ঘরে ঘরে লোক পাঠিয়ে নিমন্ত্রণ করেছিল।মেলা এলাকার স্ত্রী-পুরুষ,ছেলে-মেয়ে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই যেন অংশগ্রহন করে।বিকাল ৪ ঘটিকায় মোহনগঞ্জ থানার তরফ থেকে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঘোষনা করা হয়েছিল।প্রথমে বড়কাকী পল্লবীকে মেলায় যেতে বারন করেছিলেন।ব্রজনাথ সিং কাকুর ঘরে ঘরে নিমন্ত্রণ করায় এবং কলকাতার বিখ্যাত ডেকোরেশনের কথা ও মোহনগঞ্জ থানা কতৃর্পক্ষের নিরাপওার মাইকিং শুনে সন্ধায় সকলের অনুষ্টানে যেতে

রাজি হয়েছিল।গত বছর নাকি মাঘী পূর্নিমার মেলায় স্থানীয় মাদ্রাসার ছাত্ররা একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটিয়েছিল,ফলে এবার অনুষ্টানে যেতে অনেকেই স্বস্থি পাচ্ছিল না। ছোটকাকি,মুকুর,তুলি,পলাশ, জলি ও সাধনকে সংঙ্গে নিয়ে বড়কাকী অথ্যাৎ পল্লবীর মা সন্ধা ছয়টায় মেলায় ঘুরে আসবেন বলে স্থির করেছিল।পল্লবীর ইচ্ছা রাত ৯টায় আতশ বাতির মাধ্যমে বুদ্ধদেবের স্বর্ণ খচিত মূর্তির আবরন উন্মোচন অনুষ্টানটি দেখবে।ব্রজনাথ কাকু জানিয়েছেন,মূলফটক থেকে মন্দির পর্যন্ত দু'পাশে তরুন বয়সের ছেলে ও অষ্টাদশী তরুনীদের নাম লিষ্ট করেছিল।এতে এ পাড়ার মেয়েদের মধ্যে পল্লবীর নাম ছিল পল্লবীকে হলুদ শাড়ী লাল পেড়ে সহ পূর্ন সেট দেয়া হয়েছে।এ পাড়ার আরো অনেক মেয়েদের নাম লিষ্টে আছে।তাদের মধ্যে ময়না,মিতু,আলপনা,মিরা,পান্না তারাও মূর্তি উন্মোচন অনুষ্টানে অংশ নিয়েছিল।আর ছেলেদের মধ্যে এ পাড়ায় সাধন,কমলের নাম ছিল।তাদের ও সাদা পেন্ট,কেরুলিন কারুকাজের পাঞ্জাবী দেয়া হয়েছিল।তাই পল্লবীর মা মেলা থেকে ফেরার পর পল্লবী,কমল ও সাধন মেলায় গিয়েছিল।বড়কাকী কমলকে ডেকে বলেছিলেন,কমল যেন,সন্ধায় ঘন্টা খানেক সময় পল্লবীর ঘরে থাকে।কমল সহজেই তার বড়কাকীর কথায় রাজি হয়েছিল।সেদিন রাত ১২টার পড়ে পল্লবী ও পল্লবের সাধনদের মঙ্গলচন্ডী মন্ডপের পেছনের একটি অনেক আগে কাটা গাছের বেদীমুল বসার কথা ছিল।মন্দিরের চারপাশে মেহেদি গাছের উঁচু বেড়া।দিনের বেলায়ই বাইরে থেকে দেখা যায় না।

সে সন্ধ্যায় তাদের দু'জনকে প্রেম অভিসারের জন্যে আর মেহেদি গাছের কাঁটার আঁচড় সহ্য করতে হয়েছিল না।বড়কাকী সেদিন রাতে তাদের যেন একসাথ থাকার আদেশ দিয়েছিল।কমল ও পল্লবী দু'টি হৃদয়ের ভালবাসার অঙ্গীকার সুদৃঢ় হয়।উভয়ের অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে মনের অব্যক্ত কথা বিনিময় হয়।সে মধু মাঘীপূর্ণিমা রাতে দু'জনের মনের মিলনে আকাশে ফুটে উঠেছিল যেন দু'টি নীল ধ্রুব তাঁরা।এ সব কথা ভাবনার ফাঁকে মিতু চা নিয়ে এল।

...চা পান করেন দাদা।

...মিতু তোমার তো অনেক কষ্টের হচ্ছে,আবার অতিরিক্ত খরচও হচ্ছে!

...না দাদা,এভাবে বলো না।তোমাকে অতি আপন ভেবে আমাদের পরিবারের সবার ইচ্ছায় একই ঘরে স্থান দিয়েছে।আপন ভেবে দাদা বলে সম্বোধন করি।আমাকে অতিরিক্ত খরচ বলে চা খেতে কোন রূপ দ্বিধা করো না।

...ঠিক আছে।আর বলতে হবে না।

...সত্যি দাদা,তুমি মহান ও ধৈর্য্যশীল।তুমি জীবনে যা চাও তা যেন পাও,এটাই আমার প্রার্থনা।

...ঠিক আছে,কথা যদি না বলো তবে পড়তে বসো।আর যদি ঘুম এসে যায়,ঘুমিয়ে পড়ো।আমি তোমার চোখে ঘুম দেখতে পারছি।

...আরো কিছুক্ষণ পড়বো দাদা।আমার দাদার দেয়া বাড়ির কাজ কমপ্লিট করতে হবে না।

...ঠিক আছে পড়।

...না দাদা,তোমার কথাই সত্যি;এখন আমার ঘুম আসছে।

...ঠিক আছে।ঘুমাতে যাও।

মিতু তার রোমে যাওয়ার পূর্বে এক জগ খাবার পানি,একটি কাঁচের গ্লাস ও মেরিল পেট্রলিয়াম জেলী কৌটা টেবিলে দিয়ে গেল।আরো আধঘন্টা পড়ার পর কমল ঘরের লাইট নিভিয়ে ফেলল।এবার চার্জ লাইটা জ্বালিয়ে মশারীর ভেতরে পল্লবীর চিঠিটা খুললো।চিঠিটা খুলতেই পল্লবীর এককপি ছবি বেড়িয়ে এলো।সেই মাঘীপূর্ণিমার মেলায় তোলা ছবিটি। এনভেলাপ সাইজের ছবিটি দেখে খুবই ভাল লেগেছে।লালপেড়ে হলুদ শাড়ি ও কপালে খয়েরী রং এর টিপ।কমল ভাবছে,আজকে হঠাৎ মিতুর খয়েরী রংঙ্গের টিপ পরার এই হলো আসল রহস্য।কমলের বুঝতে বাকী রইলো না,মিতু ও পল্লবী চেহারার মিলের রহস্য মিতু জেনে গেছে।আবার কমল অনেকটা অবাক হয়েছে,এই ভেবে যে,মিতু যে পল্লবীর ছবিটি দেখেছে তা জানাবার জন্যে খয়েরি রংঙ্গের টিপ পড়লো।মিতু যেহেতু গোপনে ছবিটি দেখেছে,তবে প্রকাশ করার জন্যে খয়েরি রং এর টিপ পরবে কেন?এবার সকল ভাবনা ছেড়ে কমল অনেকদিন পরে পল্লবীর চিঠি পড়তে শুরু করলো।

পর্বঃ৫৩

কমল পল্লবীর পত্র পড়ে জানতে পারে মিতুর চেহারার সাথে তার হুবুহু মিলের কথা পল্লবীও জেনে গেছে।কমলের মাশতুত ভাই বন্ধু সাধনই সে হাটে হাড়ি ভেঙ্গে দিয়েছে।এ জন্যে পল্লবীর পত্রে বিদায়ী সুর।আসলে এতদিন পরে কমল বুঝতে পেরেছে,পল্লবীর ভালবাসাটা ছিল,সময়ের সাথে কামনা-বাসনার প্রয়োজনে।তার মায়ের অহর্নিশি যন্ত্রনা কেবল তাদের ভালবাসার বাঁধা স্বরূপ নয়,তা আদৌ সত্য নয়।প্রকৃত পক্ষে,ভারেরা সেই মাঘীপূর্ণিমার বুদ্ধমঠের মহারাজ ও ফাদারের হাত ধরাধরির মাধ্যমে প্রকাশিত ভালবাসার যুগল প্রেমের প্রকাশের পরেই পল্লবীর ভালবাসার গহীন বালুচরে হারিয়ে যেতে শুরু করে।পল্লবীর এ পত্র পড়ে কমলের মনে হচ্ছে,তার এ পত্রই বুঝি শেষ পত্র।পল্লবীর পত্র পড়ে কমলের চোখের ঘুম বিদায় নিয়েছে।পল্লবী পত্রের ছলনায় মিতুর চেহারার অবয়বের বিষয়ই বিষময় করে তুলে ধরেছে।আসলে পল্লবী কমলের নিকট থেকে বিদায়ের কোন দূত হিসেবে পত্রটি পাঠিয়েছে।আজ কমলের মনে কবি কাজী নজরুল ইসলামের রচিত "বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি" কবিতাটি দাগ কাটছে।কবি কাজী নজরুলের সে কবিতাটিতে প্রকৃতির সে গুবাক তরুর সারি বা সুপারি গাছের সংঙ্গে সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে যে ঐহিক সম্পর্ক তৈরী হয়েছিল।জীবনের প্রয়োজনে লেখক যখন স্থান ত্যাগ করেছিলেন,তখন কবি তার প্রকৃতির সৌন্দর্যময় রূপ মাধুর্যে কবি তার কবিতায় শ্রেষ্ট প্রেমের আহ্বানে ব্যাকুল হয়েছিলেন।কবি কাজী নজরুল তার এ কবিতাটির মধ্যে যে সান্তনা বানীটি লিখে অমর কাব্য রচনা করেছিলেন,তা আজও কমলের মনে পড়ছে।কবি নজরুল লিখেছিলেন,"সব আগে আমি আসি,জাগিয়াছি নিশিত গিয়াছি ভালবাসি;তোমার পাতায় লিখিলাম আমি,প্রথম প্রণয় লেখা-এইটুকু হোক সান্তনা মোর,হোক বা না- হোক দেখা।

আজ কমলের মনে সবই কেবলি স্মৃতি।সেই মাসির বাড়ির পুকুর পাড়।পুকুর পাড়ের দেবদারু গাছ,চাঁপাফুলের গাছ,মঙ্গলচন্ডী মন্দিরের বেদী সকলই নীরব স্বাক্ষী।মিতুর চেহারার সাথে মিলের বিষয়টি পল্লবী কটাক্ষ করে লেখাটা মোটেই উচিত হয়নি।কমল ভাবছে সে কেন যে সহজ-সরল ভেবে তার ভাইবন্ধু সাধনকে মিতুর চেহারার বিষয়টি শেয়ার করেছিল।সাধন মনে হয় কমলের দেয়া পল্লবীর পত্রের সাথে তার পত্রটিও পল্লবীকে পড়তে দিয়েছে।এখন কমল বুঝতে পেরেছে,সাধন চায় না কমল ও পল্লবীর সম্পর্ক চিরস্থায়ী হোক।কমলের মনে পড়ছে,সাধনের কৌশলে বিগত ছয়মাস পূর্বে কমলদের বাড়ির পাশে তার এক গরীব ঘরের মহানন্দ কাকুর মেয়ে আদরীকে তাদের বাড়িতে রান্নাবান্না করা ও গৃহস্থালি কাজের জন্যে নিয়ে আসে।মহানন্দ তার অপরিকল্পিত সংসারে সাত মেয়ের বাবা হওয়ায়,সংসার চালাতে খুবই কষ্টে দিনযাপন করছিল।সাধন কমলের মেজদাকে ধরেই আদরীকে এ বাড়িতে নিয়ে আসে।তখন সাধনের বড় বৌদি কমলকে বলেছিল,পল্লবী ও তাদের নতুন কাজের মেয়ে আদরীর সংঙ্গে পল্লবী বেশ আলাপ হত।এখন সে কমল বুঝতে পারছে এটাও সাধনের একটা কৌশল।কমল এখন ভাবছে,তাহলে সাধন কি চেয়েছিল কমলের আর্থিক অভাব-অনটনের খবরা-খবর পল্লবীর কানে পৌঁছে দেবার জন্যে আদরীকে শিখিয়ে দিয়েছিল।নানা ভাবনায় কমলের চোখে ঘুম নেই,ঘুম আসছে না।

কমল চার্জ লাইট জ্বালিয়ে বাথরুম যাচ্ছে।হঠাৎ কমলের চোখে পড়ে মিতুর বালিশের পাশে ডায়েরির খোলা কয়েকটি পাতা।কমল বাথরুম থেকে ফেরার পথে মিতুর লেখা ডায়েরির পাতা কয়েকটি নিঃশব্দে হাতে নিয়ে রোমে ফিরে আসে।আগামীকাল শুক্রবার কলেজ বন্ধ।তাই বেলা করে ঘুমালে তেমন সমস্যা হবে না।কমল মশারির ভেতরে চার্জ লাইট জ্বালিয়ে মিতুর ডায়েরির লেখা পড়ছে।

মিতু লিখেছে,"পল্লবী বৌদি,আমার অজানা ছিলে তুমি,কিন্তু আজ আমি জানলাম,আমার চেহারার সাথে তোমার হুবুহু মিল।সেটা আমার জানা ছিল না।আমি কখনও চিন্তাও করিনি।কখনও আমার এরূপ ভাবনাও ছিল না।তবে আমার কমলদা যখন আমার দিকে চেয়ে থাকেন,তখন আমি আনমনে কতকথা ভাবতাম।কেন দাদা অকারনে আমার পোষাক-পরিচ্ছদের দিকেও কখনও বলাবলি করতো।না মিতু আজকের পোষাকটি তোমাকে বেশ বানিয়েছে।আবার কখনও কোন পোষাক দেখে কমলদা রীতিমত আঁতকে উঠতেন।কিন্তু আমি বরাবরই তা স্বাভাবিক ভাবেই মনে করতাম।কিন্তু আজ জানলাম কেন দাদা আমাকে মাঝেমাঝে রাতের বেলায় অসহ্য ভাবে,আমাকে ঘুমাতে বলতেন।পল্লবী বৌদি,তুমি তোমার সাধনদার নিকট কি জেনেছ,আমি জানিনা।আমার লেখাগুলি হয়তো তোমার চোখের সামনে কখনও পড়বে না।তবুও আমি লিখবো।যদি আমার ভবিষ্যত জীবন পাতায় সুদূর লন্ডনে চলে যাই,তখন যদি কোন সুযোগ আসে তবে আমি আমার কমলদাকে আমার লেখা ডায়েরি দেখাবো।

তবে পল্লবীবৌদি,তুমি আমাকে নিয়ে দাদাকে কেন্দ্র করে যে অনৈতিক কথাগুলি লিখেছ,আমার শিক্ষাগুরু কমলদাকে নিয়ে তোমার কল্পনা সূচক যে কথাগুলি লিখে নিজেকে আড়াল করতে চেয়েছ, তা খুবই অন্যায়।আমার সৌভাগ্যক্রমে নেহায়েত অন্যায়ভাবে তোমার পত্রটি আমার হস্তগত হয়েছে।জানিনা,আমার দাদা তা জেনে ফেলেছে কি না।তবে তা কিনচিৎ জানার জন্যে আমি আজ সন্ধ্যায় খয়েরী রংঙ্গের টিপ পড়েছিলাম।কারন তুমি পত্রে যে ছবিটি পাঠিয়েছ,তাতে কোন অনুষ্টানে তোলা হলুদ লাল পেড়ে শাড়ী ও খয়েরী রং এর টিপ পরেছ।তখনও মনে হয় কমলদা তোমার দেয়া পত্রটি পড়েন নি।কিন্তু দাদার চোখে অনেক স্মৃতি ভীড় করছে,তা আমি বুঝতে পেরছিলাম।তবে দাদা যে পত্রটি পড়ার জন্যে রাত ১১টা বাজার আগেই আমাকে পড়া শেষ করে ঘুমাতে পাঠিছিলেন।আমি জানি, এটা আমার দুর্বলতা বা পাপ নয়।আমি শুধু আমার অনুমান গুলি জানার জন্যে পত্রটা খুলে পড়তে সক্ষম হয়েছিলাম।কিন্তু দৈবক্রমে পত্রটি আমার হাতে এসেছিল বলেই তা সম্ভব হয়েছে।পল্লবী বৌদি,আমার দাদার মনে এতটুকু দুঃখ দিও না।এমন সহজ-সরল শিল্পীমনা কবি,কন্ঠ শিল্পীর মনে কোন প্রকার অজুহাত দেখিয়ে ফাঁকি দিও না।দোহাই তোমায়।"

মিতু তার ডায়েরি লেখা এভাবে অসমাপ্ত রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে।

এবার কমলের মনে পড়ছে মোহনগঞ্জ থেকে আসার পূর্বে মাইলোড়া কালি বাড়ির পুকুরপাড়ের বেদীতে সাধন ও তার বন্ধু উওমের শেষ কথাগুলি।সে সন্ধ্যারাতে উওম বারবার বলেছিল,বাংলা সাহিত্যের সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টপাধ্যায়ের প্রায় সকল উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে তিনি লিখেছিলেন,"যাকে ভালবাস তাকে চোখের আড়াল করো না।"কমলের আজ সে সব কথা বারবার মনে পড়ছে।আবার কমল তার গ্রামের কেবলদার কথা মনে পড়ছে।কেবলদা তার প্রিয়াকে হারিয়ে আজও উন্মাদ ও উদভ্রান্ত।কেবলদার বড়বৌদি অরবিন্দুর মা একদিন কমলকে কেবলদার লেখা একটি চিরকুট হাতে তুলে দিয়েছিল।তাতে লেখা ছিল,"বলছি না,পুরোটাই দিতে হবে!শুধু হৃদয়ে একটু জায়গা দিও, থাকার মতো"জানো, এই পৃথিবীটা অনেক বড়!কিন্ত সেখানে আমার থাকার মতো সুখ কোথাও নেই।কেবল তোমার মাঝেই আমি সুখ পাই।কখনও আনমনে একাকী তোমাকে ভেবে খুব সুখ অনুভব করি। কখনও তোমাকে পাবো কি না,সে সংশয়ে একাই কান্না করি!কিন্ত বিশ্বাস করো,তুমি যদি তোমার হৃদয়ে আমায় জায়গা না দাও!তবে আমি বাসস্থান হারা এক পাখির মত উড়েই চলবো বিনা গন্তব্যহীন হয়ে।একটু ভালোবাসলে আর জায়গা দিলে তো!খুব বেশী ক্ষতি হয়ে যাবে না,তাইনা? আমি বেশী চাইছি না!একটু ভালোবাসা আর একটু সহানুভূতি পেলেই চলবে। তাতেই আমি সুখি।"

কিন্তু কেবলদার জীবনে সে আশাটুকু মিটেনি।তাহলে কি কমলের জীবনেও তাই ঘটবে?কমল আর ভাবতে পারছে না।মিতুর লেখা ডায়েরির পাতাগুলি মিতুর বিছানায় বালিশের পাশে রেখে নিজ বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ে।

“শেষ পর্ব”

চার বছর পর...

১৯৯৩ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কমল সিলেট এম,সি কলেজ থেকে বি,এ পরীক্ষা দেয়।পরীক্ষা শেষ হলে কমল তার নিজ বাড়ি চলে আসে।তিনমাস পর ১৯৯৪ সালের ৪ঠা জুলাই কমল মোহনগঞ্জ রেলষ্টেশনের বুকষ্টল থেকে National News পত্রিকায় তার ডিগ্রী পরীক্ষার রেজাল্ট পায়।কমল পত্রিকাটি একটি রেষ্টুরেন্টে বসে পড়ছে।তার খুবই ভাল রেজাল্ট হয়েছে।সে সেকেন্ড ডিভিশন পেয়েছে।এ জন্যে সে আনন্দে কাঁদছে।অথচ সে তার আনন্দ কাউকে ভাগাভাগি করতে পারছে না।কারন আশেপাশে তার কোন স্বজন নেই।যাকে কমল তার আনন্দের কথা বলবে সে যে তার জীবন থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে।অথচ মাত্র দু'বছর পূর্বের পল্লবী আর আজকের পল্লবীর মধ্যে অনেক তফাৎ।এই তো সেদিন এই পল্লবী বলেছিল,"আমার একটা চাকুরী হলে এবং তোমার একটা চাকুরী হলে,আমরা দু' জন মিলে সুখের ঘর বাঁধবো।"

ইতিমধ্যে মিতু এস,এস,সি পাশ করে। মিতুর এস,এস,সি পরীক্ষা পাশের পরই লন্ডনে তার খালাতো ভাইয়ের সংঙ্গে বিয়ে হয়।মিতু লন্ডনে যাবার সময় তার একটি বিশেষ ডায়েরি তার কমলদাদাকে দিয়ে গিয়েছে।মিতু ডায়েরিতে মিতুর কয়েক কপি থ্রিএম সাইজের ছবি রাখা ছিল।কোন ছবি বিদ্যালয়ের ইউনিফ্রম পড়া,কোনটি ছবি শাড়ি পড়া,কোন ছবি কোন অনুষ্টানে তোলা ছবি।সবগুলি ছবিই যেন পল্লবীর ছবি বলে মনে হয়।বেশীর ভাগ ছবিতে টিপ পড়া।মিতু তার ডায়েরির শেষাংশে লিখেছে,"দাদা,তোমার অলক্ষ্যে তোমার মানসপ্রিয়া পল্লবীর কথা আমি জেনেছি।অবশ্যই আমি এ জন্যে অপরাধী।কারন তোমার প্রিয়ার গোপন পত্র আমি গোপনে পড়েছি।তবে এ কথা বুঝতে পেরেছি যাকে তুমি অতি আপন ভেবে প্রিয়ার আসনে স্থান দিয়েছ,আসলে তার মনটি হীনমন্যতায় পরিপূর্ণ।ছোট মনের মানুষ।না হয় দাদা,আমাকে না জেনে তোমাকে ও আমাকে কেন্দ্র করে সে দুরাত্মা যে কঠিন প্রত্যয় ব্যবহার করেছে তা সত্যি বেদনাদায়ক।দাদা,সে তোমাকে ভালবাসার নামে প্রহসন করে তোমাকে অপমান করেছে,ঠকিয়েছে।আমি তোমাকে করজোড়ে অনুরোধ করছি,এ নামটি তুমি ভুলে যাও।তুমিই তো বলেছিলে দাদা,জীবন সৃষ্টিকর্তার অশেষ কৃপা ও তপস্যা দ্বারা সৃষ্ট।তোমার নিকট জানতে পেরেছি দাদা লেখিকা প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর বাণী,

"ভাবছ বসে

ভাবাবার কিসে

ভাববার তুমি কে?

ভাববার যিনি

ভাবছেন তিনি;

ভাব তুমি তাকে।"

দাদা,তোমার মহান আর্দশে আমার চরিত্র বিকশিত হয়েছে।এ জন্যে আমি গর্বিত।তোমাকে জ্ঞান দেয়ার কথা লেখা আমার উচিত নয়,অসম্ভব।তবু আমি তোমার বোন হয়ে অনুরোধ করছি,তুমি ওকে ভুলে যাও,চিরতরে।আমায় ভুল বুঝ না।আমার অপরাধ ক্ষমা করো।কমল মিতুর প্রতিটি কথা ভেবে খুবই ভাবনায় পড়ে গিয়েছিল।

কিছুদিন পর কমল খবর পায়,পল্লবী এইচ,এস,সি পরীক্ষায় পাশ করার পরই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে তার চাকুরী পায়।গাগলাজুড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম পোষ্টিং।সবাই জীবনের উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলছে।বাংলাদেশও এগিয়ে চলছে।ক্রমেই ডিজিটাল হচ্ছে দেশটা।অনেকের হাতেই যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে মোবাইল ফোন এসেছে।কমলও একটি মোবাইল কিনেছে।কমল তার মাশতুত ভাই সুখরঞ্জনদার নিকট থেকে পল্লবীর নম্বর জোগাড় করেছে।কিন্তু এখনও কল দেয় নি।সাধনকে কল দিয়ে কমল জানতে পেরেছে,পল্লবীর মা-বাবা পল্লবীকে বিয়ে দেয়ার জন্যে কলেজের প্রভাষক,ডাক্তার,ইঞ্জিনিয়ার পাত্র খুঁজছে।পল্লবীর নিকটে পাঠানুর জন্যে অনেকগুলি পত্র সাধনের ঠিকানায় পাঠানু হয়েছে,কিন্তু কোন পত্রের উত্তর আসেনি।এখন মোবাইল ফোন আসায় যোগাযোগ আরও সহজ হয়েছে।কমল তার ভাই বন্ধু সাধনকে তার মোবাইল নম্বর পল্লবীকে দিতে বলেছে।কিন্তু অনেকদিন হলো এখনও কোন প্রকার কল আসেনি।কমল সিলেট এম,সি,কলেজ থেকে এম,এ সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছে এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সিলেট টি,টি,কলেজ থেকে বি,এড ডিগ্রী শেষ করেছে।কমল অনেক সরকারী চাকুরীর চেষ্টা করেছে কিন্তু হয়নি।অবশেষে কমলের সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলার একটি বে-সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে চাকুরী হয়েছে।এখন কমল চাকুরীর পাশাপাশি বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এম,এড ডিগ্রী পড়ছে।কমলের ছোট একটি বোন রয়েছে।ইতিমধ্যে কমল তার ইমিডিয়েট বড় ভাই শ্রীকান্ত তালুকদার কে বিয়ে করিয়েছে।তার বড় ভাইয়ের একটি ফুটফুটে ছেলে জন্ম নিয়েছে।হঠাৎ কমলের ভাগ্যাহত জীবনে নতুন কালো মেঘ দেখা দিয়েছে।১৯৯৮সাল।কমলের জীবনের কালো মেঘ ক্রমে ঘনিভূত হয়ে কাল বৈশাখী রূপ ধারন করেছে।কমলের বাবা ক্রমেই অসুস্থ্য হয়ে পড়ছেন।ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শে চিকিৎসা চলছে।এদিকে ছোটবোন ববিতার এস,এস,সি পরীক্ষা।টানাপোড়নের সংসার।কমলের জীবনে যেন কোন সুখ নেই।দুঃখ আর হতাশার আর দারিদ্র্যের মধ্যে যাই থাকুক অন্ততপক্ষে পল্লবীর ভালবাসা হারানুর আবেগ কমল শায়কবেদা পাখির মতো উন্মাদ ও উদভ্রান্ত হয়ে ওঠেছে।কমলের বাবার শরীর ক্রমেই শুকিয়ে যাচ্ছে।প্রথমতঃ ডাক্তাররা টিভি রোগ ভেবেছিলেন,পরে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর অনুমান ভুল প্রমানিত হয়।আসলে রোগটি ধরা পরেনি।কর্তব্যরত ডাক্তার আরো উচ্চতর ট্রেইটমেন্টে নেওয়ার জন্য ঢাকায় বক্ষব্যাধি ইনিষ্টিটউডে রেপার্ড করে।কিন্তু কমলের একা সামান্য বে-সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামান্য বেতনের আয় দিয়ে নিজের এম,এড ডিগ্রীর ব্যায়ভার চালানু ও সংসার চালানোই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।ময়মনসিংহ মেডিকেল থেকে বাধ্য হয়ে কমল তার বাবাকে গ্রামের বাড়ি বাখরপুর নিয়ে আসে।অবশেষে ৪ঠা এপ্রিল ১৯৯৮ সাল শেষ রাতে কমলের বাবা ডাঃরমনীকান্ত রায় তালুকদার ইহধাম ত্যাগ করে পরলোক গমন করেন।কমলের বাবার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে তার মাশতুত ভাই সাধন এসেছে।সাধনের নিকট কমল তার প্রিয়তমা পল্লবী খবর পায়।পল্লবীর জীবনে নাকি আসছে নববসন্ত।আগামী আষাঢ় মাসে তার বিয়ে।কোন এক এনজিওতে চাকুরী করছে পল্লবীর বর।অনেক টাকা মাইনে।

কমলের বাবার মৃত্যুর দু'মাস পর সে তার বড়বোন অনিতার বাড়ি মল্লিকপুরে যাবার জন্য মোহনগঞ্জ ট্রলার ঘাটে দাঁড়ায়।ট্রলার ছাড়ার সময় হয়েছে।তখন হলুদ ভ্যানেটি ব্যাগ ও ছাতা হাতে নিয়ে গাগলাজুড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা পল্লবী রানী তালুকদার পলি দৌড়ে ট্রলারে উঠে।তার পড়নে সেই মানশ্রী পালপাড়ার মাঠে বুদ্ধদেবের স্বর্ণ খচিত মূর্তির আবরন উন্মোচন অনুষ্টানের হলুদ শাড়ি লাল পেড়ে,কপালে খয়েরী রঙের টিপ।বাঁশীর সুর বাজতেই ট্রলার ভাসিয়ে দিল।ট্রলারের ভেতরে অনেক লোকের ভীড়।পল্লবী কি ভেবে ট্রলারের ভেতরে যায়নি।হয়তো কাছেই মাঘান ট্রলার ঘাট ভেবেই সামনেই একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে।একদম কমলের গা ঘেঁষে।কমল তার ভাইবন্ধু সাধনের পাঠানু পল্লবীর মোবাইল নম্বরটি পরীক্ষা করতে পাশে থেকেই পল্লবীর নম্বরে একটা কল দেয়।পল্লবী তার ভ্যানেটি ব্যাগ খুলে মোবাইলটি হাতে নেয় কিন্তু কল রিসিভ করছে না।ট্রলারের ভেতরেও যাচ্ছে না।কমলকে দেখছে।কথাও বলছে না।মোহনগঞ্জ ট্রলার ঘাট থেকে মাঘান ট্রলার ঘাটে পৌঁছতে দশ-পনের মিনিট সময় লাগবে।কমলের মনে পড়ছে,বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পকার সুবোধ ঘোষের বিখ্যাত গল্প"জতুগৃহ"গল্পের কথা।ডিভোর্স হওয়ার পরও দুই স্বামী-স্ত্রীর রেলওয়ে ষ্টেশনে ওয়েটিং রোমে স্বাক্ষাতের কথা।এতকাছে থেকেও পল্লবী কথা বলছে না।পল্লবী মাঘান ট্রলার ঘাটে নেমে নিঃশব্দ চরনে চলে গেল।এটাই বুঝি কমলের ভালবাসার পরিনতি।মিতুর ডায়েরির কথাগুলি বার বার কমলের মনে পড়ছে।একটা সরকারি চাকুরী পেয়ে পল্লবী ধরাকে সরা জ্ঞান করছে।এখন কমলের জীবন পাতার কালো মেঘ বর্ষার বারিপতনে টুইটুম্বুর।বেদনার নীল আকাশে কমল আজ সত্যিই নীড়হারা শায়কবেদা পাখি;গতিহারা,দিশেহারা।

কমলের ছোট বোনটি এস,এস,সি পাশ করার পর পড়ালেখা বন্ধ হয়ে গেছে।কমল তার মায়ের ইচ্ছায় নতুন বাড়ি তৈরী করলো।ছোটবোনটিকে একজন ডাক্তার পাত্র দেখে বিয়ে দিয়েছে।এখন সকল আত্মীয়-স্বজন কমলের বিয়ের জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে।

এখন কমলের স্বপ্নের চাষ হয় না বহুকাল।বাতাসে আদ্রতা নেই।ছয়টি ঋতুই যেন তার জীবনে চৈত্রী খরা।পুরাতন স্মৃতি আর পুরাতন গীতিআলেখ্যে 'সুখ'নামক প্রত্যয়টি চিরকালের ন্যায় চির অস্ত গিয়েছে, দূর সীমানার অন্তরীক্ষে।

(সমাপ্ত)